## ঢাকার শাখাসমূহ

### কর্পোরেট অফিস
২৫, ইন্দিরা রোড, (৩য় তলা)
ফার্মগেট- ০১৯৭৩ ১০১৫০৪/০৭

### নীলক্ষেত হেড অফিস
স্থান: রাফিন প্লাজা
৫ম তলা, (লিফটের ৪)
ফোন: ০১৯৭৩ ১০১৫০২/৩

### মিরপুর-১০
১০নং গোলচত্তরের দক্ষিণে,
চাঁদ ম্যানশন, ফল পট্টির গলি
ফোন: ০১৯২২ ১০১ ৫১২/১৩

### মালিবাগ ক্যাম্পাস
মালিবাগ মোড়, ঢাকা বিজ্ঞান
কলেজের ৩নং ভবনের ৪র্থ তলা
ফোনঃ ০১৯২২-১০১৫৩৫/৩৬

### উত্তরা ক্যাম্পাস
১০৫/এসআর টাওয়ার- (লিফটের-০৬)
নর্থ টাওয়ারের পাশের বিল্ডিং, রোড নং-৩৫
সেক্টর-০৭, হাউস বিল্ডিং, উত্তরা ঢাকা-১২৩০
০১৯৭২-১০১৫০৯, ০১৯১২-১০১৫১৯

### জবি ক্যাম্পাস
ডিসি অফিসের সামনে
স্টার কাবাবের উপরে
ফোন: ০১৯৭৪ ১০১৫৬৮/৬৯

### মোহাম্মদপুর ক্যাম্পাস
মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড, আল্লাহ করিম
জামে মসজিদের পশ্চিমে সোনালী
ব্যাংকের ওপরে তৃতীয় তলায়।
মোবাইল: ০১৯৭৩-১০১৫৬৩

### গাজীপুর ক্যাম্পাস
রাইফ টাওয়ার, (৩য় তলা)
যমুনা ব্যাংকের পেছনে, ঢাকা রোড
চান্দনা চৌরাস্তা, গাজীপুর।
০১৯৭২-১০১৫৪৭, ০১৯৭৪-১০১৫৪৮

### বকশিবাজার
হেলিকন সেন্টার, (৪র্থ তলা)
বকশিবাজার মোড়, ঢাকা
০১৯৭৪-১০১৫৪২/৪৪

## ঢাকার বাইরের শাখাসমূহ

### চট্টগ্রাম (চকবাজার) ক্যাম্পাস
গুলজার টাওয়ার (৪র্থ তলা) চকবাজার
মোবা: ০১৯২২-১০১৫০৪/০৫

### চট্টগ্রাম GEC ক্যাম্পাস
GEC মোড়, সেন্ট্রাল প্লাজার পূর্ব
পাশের গলি- ০১৯২২-১০১৫০৬

### ময়মনসিংহ ক্যাম্পাস
১১/১, আলিমুন প্লাজা, মলকা নদী বাংলার
সামনে (৪র্থ তলা) ০১৯২২-১০১৫৩৩/৩৪

### কুমিল্লা ক্যাম্পাস
পুলিশ লাইন মোড়, চৌধুরী প্লাজা
(৫ম তলা)-০১৯২২-১০১৫২৭

### বয়রা, খুলনা
মৌ মার্কেট (২য় তলা)
বয়রা বাজার, খুলনা।
০১৯২২-১০১৫১৭/১৮

### গল্লামারী, খুলনা
১২২ এম.এ বারি সড়ক, ওয়াল্টন
প্লাজার অপজিটে, গল্লামারী ট্রাফিক
মোড়ের উত্তর পাশে, খুলনা।
ফোন: ০১৯৭৩-১০১৫৩২

### রাজশাহী ক্যাম্পাস
দৈনিক বার্তা কমপ্লেক্স
লিফটে-৫, আলুপট্টি মোড়।
মোবা:-০১৯২২-১০১৫২২/২৩

### রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস
৫৩১ কাজলা মোড়, মতিহার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কাজলা গেটের সামনে
মোবা-০১৯০১-৫১৯৫৮৭/৮৮

### রংপুর ক্যাম্পাস
সঞ্চিতা কমপ্লেক্স, বিকোন মোড়
মন্দিরের পাশে, কলেজ রোড
০১৯৭২ ১০১৫২৪, ০১৯৭৩১০১৫২৮

### সাভার ক্যাম্পাস
বি/১, মুনছুর মার্কেট (৪র্থ তলা)
বাজার রোড, সাভার বাস স্ট্যান্ড
ফোনঃ ০১৯৭২-১০১৫৫৭

### সিলেট ক্যাম্পাস
পয়েন্ট ভিউ শপিং সেন্টার (৩য় তলা)
আম্বরখানা- ০১৯২২-১০১৫৩০/৩১

### টাঙ্গাইল ক্যাম্পাস
রেজিষ্ট্রি পাড়া, শাহীন কলেজের
সামনে- ০১৯২২-১০১৫৪৫/৪৬

### যশোর ক্যাম্পাস
বাদশাহ্ ফয়সল ইসলামী ইনস্টিটিউটের
পশ্চিম পাশে, কোহিনুর ভিলা (৪র্থ তলা)
১নং স্টেডিয়াম রোড, জিরো পয়েন্ট মোড়
০১৯৭৪-১০১৫৫৩, ০১৯৭৩-১০১৫৫৪

### নোয়াখালী ক্যাম্পাস
হেরিটেজ হাইটস, নাপিতের পুল
উডল্যান্ড হসপিটাল এর পেছনে।
মোবাইল: ০১৯২২ ১০১৫২১

### নরসিংদী ক্যাম্পাস
২০৫/৪, নূসরাত ভিলা (৬ষ্ঠ তলা)
পশ্চিম ব্রাহ্মন্দী বালুর মাঠ
ফোন- ০১৯৭৪-১০১৫৪৯

### দিনাজপুর ক্যাম্পাস
কালিতলা, নতুন হানিফ কাউন্টারের সামনে,
মোবা: ০১৯৭২-১০১ ৫৫৯
০১৯৭৪-১০১ ৫৬০

### কিশোরগঞ্জ ক্যাম্পাস
মেনু হাজী লজ (নীচ তলা)
শুরুদয়াল কলেজ মোড়
ফোন : ০১৯৭৮-১০১৫৬৬

### বরিশাল ক্যাম্পাস
বিএম কলেজ মসজিদ গেটের বিপরীতে
ডাচ বাংলা ব্যাংকের ২য় তলা
ফোন: ০১৯৭২-১০১৫৭২/৭৪

### বগুড়া ক্যাম্পাস
কামারগাড়ী, ডাচ বাংলা ATM বুথের পূর্ব পাশে
আযিযুল হক কলেজের কামারগাড়ী গেট
ফোন : ০১৯২২-১০১৫২০

### ফরিদপুর ক্যাম্পাস
স্বপ্নচূড়া বিল্ডিং, অনাথের মোড়
(শেখ হাসিনা মহিলা হোস্টেলের সামনে)
ফোন: ০১৯৭৩ ১০১৫৬৪-৬৫


কর্পোরেট অফিস: ২৫/বি (৩য় তলা), ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট। ফোন: 01973-101504/07
bcsconfidence@hotmail.com, Facebook/ BCS CONFIDENCE


# BCS
# প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতি

## বাংলাদেশ বিষয়াবলি (লেকচার-৭-১২) নোট : ২

বাংলাদেশের সংবিধান
সরকার ব্যবস্থা
রাজনৈতিক ব্যবস্থা

বেলাল আহমেদ রাজু
# কনফিডেন্স


কর্পোরেট অফিস : ২৫/বি (৩য় তলা), ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট। মোবাইল : ০১৯৭২১০১৫১৪


পরীক্ষা দিতে **Visit** করুন : www.confidenceexampoint.com

অফিসিয়াল (f) **Page** : https://www.facebook.com/bcsconfidence.raju


সতর্কীকরণ : এই বুকলেট কপিরাইট (নং-১৪৭৬৩) নিবন্ধিত। তাই বুকলেটটি আংশিক বা সম্পূর্ণ মুদ্রণ বা ফটোকপি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

# বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতি : বাংলাদেশ বিষয়াবলি (লেকচার ৭ থেকে ১২)

## লেকচার : ৭-৯

### ৪৬-৩৫তম BCS প্রিলি. প্রশ্নোত্তর

#### ৪৬তম বিসিএস

- বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত নির্দেশনা সংবিধানের কত অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে? → অনুচ্ছেদ ২৫
- অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রের কোন অংশের কর্মকর্তা?→ নির্বাহী বিভাগের
- বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির একমাত্র নারী সদস্য কে ছিলেন? → রাজিয়া বানু
- বাংলাদেশের সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন? → অনুচ্ছেদ ৯৫

#### ৪৫তম বিসিএস

- 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা' কথাটি সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে → অনুচ্ছেদ-৩
- ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ সংবিধানের কোন তফসিলে আছে → পঞ্চম তফসিল
- কোনটি বিচার বিভাগের কাজ নয় → সংবিধান প্রণয়ন
- বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী 'কোর্ট অব রেকর্ড' হিসেবে গণ্য → সুপ্রিম কোর্ট

#### ৪৪তম বিসিএস

- 'ধর্মীয় স্বাধীনতা' বাংলাদেশ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত? → অনুচ্ছেদ ৪১
- কোনো নাগরিকের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী তিনি মামলা করতে পারেন? → ১০২
- বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকে কয়টি তারকা আছে? → ৪টি

#### ৪৩তম বিসিএস

- বাংলাদেশ সংবিধান হাতে লেখার দায়িত্ব কার ওপর ন্যস্ত ছিল? → একেএম আব্দুর রউফ
- বাংলাদেশ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে 'বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি'-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে? → ৮৭
- বাংলাদেশের প্রধান আইন কর্মকর্তা হলেন → অ্যাটর্নি জেনারেল
- কোনটি সাংবিধানিক পদ নয়? → চেয়ারম্যান, মানবাধিকার কমিশন

#### ৪২তম বিসিএস

- বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সংবিধানের কত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত? → ১৩৭
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের খসড়া সর্বপ্রথম গণপরিষদে ১৯৭২ সালের কোন তারিখে উত্থাপিত হয়? → ১২ অক্টোবর

#### ৪১তম বিসিএস

- কোন অনুচ্ছেদ বলে বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলি পরিবর্তনযোগ্য নয়? → অনুচ্ছেদ ৭খ
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম সংসদ নেতা কে? → বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদের আলোকে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি পরিচালিত হয়? → অনুচ্ছেদ ২৫
- বাংলাদেশের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মূল বিষয় কী ছিল? → তত্ত্বাবধায়ক সরকার
- সংবিধানের চেতনার বিপরীতে সামরিক শাসনকে বৈধতা দিতে কোন তফসিলের অপব্যবহার করা হয়? → ৪র্থ তফসিল

#### ৪০তম বিসিএস

- বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ সংবিধানের কোন তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? → পঞ্চম তফসিলে
- সংবিধানের কোন সংশোধনকে 'First distortion of constitution' বলে আখ্যায়িত করা হয়? → ৫ম সংশোধন
- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংবিধানের কততম তফসিলে সংযোজন করা হয়েছে? → সপ্তম
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রবর্তিত হয়→১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২
- সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে 'সরকারি কর্ম কমিশন' (PSC) গঠনের বিষয় উল্লেখ আছে? → ১৩৭ নম্বর অনুচ্ছেদে

#### ৩৯তম বিসিএস

- নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করার বিষয়টি সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে? → অনুচ্ছেদ ২২
- বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ন্যূনতম বয়স কত? → ২৫ বছর
- বাংলাদেশের সংবিধানে মোট কয়টি তফসিল আছে? → ৭টি
- প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা কার কর্তৃত্বে প্রযুক্ত হয়? → প্রধানমন্ত্রী
- বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন কে? → রাষ্ট্রপতি

#### ৩৮তম বিসিএস

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে সকল নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে সমতার কথা বলা হয়েছে?→ অনুচ্ছেদ ২৭
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান মতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগের মেয়াদকাল → ৫ বছর
- দেশের কোনো এলাকাতেই ভোটার হননি, এমন ব্যক্তি সংসদ নির্বাচনে → কোনো ক্রমেই প্রার্থী হতে পারবেন না
- আইন প্রণয়নের ক্ষমতা → জাতীয় সংসদের
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার ন্যূনতম বয়স → ৩৫ বছর

#### ৩৭তম বিসিএস

- বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার সংখ্যা → ২৬
- সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে সরকারি কর্ম কমিশন গঠনের বিষয় উল্লেখ আছে → ১৩৭

#### ৩৬তম বিসিএস

- তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধান থেকে বাতিল করা হয়েছে → ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ → এককক্ষ বিশিষ্ট

#### ৩৫তম বিসিএস

- বাংলাদেশ সংবিধানে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বিষয়টি যে অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়েছে → ১১৭
- আইনের দৃষ্টিতে সমতা যে অনুচ্ছেদে → ২৭



## লেকচার : ৭

**আলোচ্য বিষয় : সংবিধান-১;** সংবিধান রচনার ইতিহাস, প্রস্তাবনা ও বৈশিষ্ট্য, সংবিধানের ১ম ও ২য় ভাগ (প্রজাতন্ত্র ও রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি)

## বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা

*[বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম*
**(দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহর নামে)/**
**পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে।]**

### প্রস্তাবনা

আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;

আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহিদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে;

আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে;

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত সংগতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য;

এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, অদ্য তের শত উনআশি বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের আঠারো তারিখ, মোতাবেক উনিশ শত বাহাত্তর খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের চার তারিখে, আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম।

### বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. **লিখিত সংবিধান :** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত সংবিধান। কারণ ইহা একটি বিশেষ দিনে (১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর) গণপরিষদ কর্তৃক পাস করা হয়েছে। ইহাতে ১টি প্রস্তাবনা; ১১টি ভাগ; ১৫৩টি অনুচ্ছেদ ও ৭টি তফসিল রয়েছে।

২. **দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান :** বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। ১৪২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটেই কেবল সংবিধানের কোনো বিধান পরিবর্তন করা যাবে।

৩. **প্রস্তাবনা :** বাংলাদেশের সংবিধান একটি প্রস্তাবনা দিয়ে শুরু হয়েছে। ইহাকে সংবিধানের Guiding Star বলা হয়।

৪. **সংবিধানের প্রাধান্য :** বাংলাদেশের সংবিধানে সংবিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ ৭(২) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি এ সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্য হয়, তাহলে যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, ততখানি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৫. **এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা :** বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে; তবে স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে।

৬. **এক কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ :** ৬৫নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বাংলাদেশে একটি এক কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আইনসভার নাম 'জাতীয় সংসদ'।

৭. **রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি :** বাংলাদেশের সংবিধানের ৮নং অনুচ্ছেদে ৪টি প্রধান রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতির কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো :
   - ক. জাতীয়তাবাদ
   - খ. সমাজতন্ত্র
   - গ. গণতন্ত্র ও
   - ঘ. ধর্মনিরপেক্ষতা।

৮. **মৌলিক অধিকার :** সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মোট ১৮টি মৌলিক অধিকার সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ অধিকারগুলোর অভিভাবক ও সংরক্ষণকারী হলেন সুপ্রিম কোর্ট।

৯. **মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা :** মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বলতে এমন এক ধরনের শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে দেশের শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা একদল মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং মন্ত্রিপরিষদ তাদের সকল প্রকার নীতি ও কার্যের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকে। রাষ্ট্রপতি নামমাত্র প্রধান থাকেন। প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ব্যবহার করে মন্ত্রিপরিষদ। সংবিধানের ৫৫নং অনুচ্ছেদে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্যাবলি নিহিত আছে।

১০. **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা :** সংবিধানের ২২নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্র নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে সচেষ্ট হবে। উল্লেখ্য, ১ নভেম্বর ২০০৭ থেকে বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কর্মপরিচালনা করছে।

১১. **ন্যায়পাল :** সংবিধানের ৭৭নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশে একটি ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি করা হয়। সরকারি যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের কাজের নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য তথা তাদের জবাবদিহিতা অধিকতর নিশ্চিতকরণকল্পে ন্যায়পালের ভূমিকা গণতান্ত্রিক সফলতায় অসীম।

- বাংলাদেশ সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য → ১২টি

### বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস

- **২৬ মার্চ ১৯৭১ :** বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়।
- **১০ এপ্রিল ১৯৭১ :** বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করা হয়।
- **১৭ এপ্রিল ১৯৭১ :** মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে।
- **১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ :** চূড়ান্ত বিজয় অর্জন।
- **৮ জানুয়ারি ১৯৭২ :** পাকিস্তান কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি লাভ।
- **১০ জানুয়ারি ১৯৭২ :** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তির পর লন্ডন হয়ে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।
- **১১ জানুয়ারি ১৯৭২ :** রাষ্ট্রপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' (Provisional Constitution Order of Bangladesh) জারি করেন।
- **১০ এপ্রিল ১৯৭২ :** এ দিন গণপরিষদ প্রথম অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে মিলিত হয়। রাষ্ট্রপতি গণপরিষদের অধিবেশন উদ্বোধন করেন।

- **১১ এপ্রিল ১৯৭২ :** খসড়া সংবিধান প্রণয়নের জন্য ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি' গঠন করা হয়। ৩৪ সদস্যের মধ্যে ২৪ জন আইনজীবী, ৪ জন প্রফেসর, ১ জন ডাক্তার, ১ জন সাংবাদিক, ১ জন কৃষিবিদ ও ৩ জন সমাজকর্মী ছিলেন। ১০ জুন ১৯৭২ এর মধ্যে একটি খসড়া প্রস্তুত করে গণপরিষদে উত্থাপনের জন্য কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়।
- 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি'তে একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন বেগম রাজিয়া বানু।
- খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটিতে বিরোধীদলীয় একমাত্র সদস্য ছিলেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। তিনি ছিলেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ, মোজাফফর) সদস্য। তিনি ছাড়া সব সদস্য ছিলেন আওয়ামী লীগের।
- **১৭ এপ্রিল ১৯৭২ :** খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।
- **১২ অক্টোবর ১৯৭২ :** গণপরিষদে খসড়া সংবিধান উত্থাপন।
- **৪ নভেম্বর ১৯৭২ :** বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়।
- **১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২ :** সংবিধান স্বাক্ষরিত হয়।
- **১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ :** বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ হতে বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়।

## গণপরিষদ

- গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে → ১০ এপ্রিল ১৯৭২
- বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে জারি করা হয় → গণপরিষদ আদেশ
- বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ জারি করা হয় → ২৩ মার্চ ১৯৭২
- বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ কার্যকর করা হয় → ২৬ মার্চ ১৯৭২
- বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হয় → গণপরিষদ
- জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত মোট সদস্য ছিল → ৪৬৯ জন [সূত্র : বাংলাপিডিয়া, দশম খণ্ড; পৃষ্ঠা ১০০]
- জাতীয় পরিষদের সদস্য ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন → ১৬৯ জন ও ৩০০ জন
- গণপরিষদের কার্যক্রম শুরু হয় → ৪০৩ জন সদস্য নিয়ে (৬৬ জন বিভিন্ন কারণে গণপরিষদের বাইরে থাকেন)
- গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন → মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ
- গণপরিষদের প্রথম স্পিকার ছিলেন → শাহ্ আবদুল হামিদ
- গণপরিষদের প্রথম ডেপুটি স্পিকার ছিলেন → মোহাম্মদ উল্লাহ্

## সংবিধান প্রণয়ন কমিটি

- খসড়া সংবিধান রচনা কমিটির প্রধান বা সভাপতি ছিলেন → ড. কামাল হোসেন
- খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয় → ১১ এপ্রিল ১৯৭২
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সংখ্যা → ৩৪ সদস্য [৩৩ জন আওয়ামী লীগ দলীয় গণপরিষদ সদস্য এবং একজন ন্যাপ (মোজাফফর) সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত]
- সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র বিরোধীদলীয় সদস্য ছিলেন → সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত
- সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন → বেগম রাজিয়া বানু
- খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রথম বৈঠক বসে → ১৭ এপ্রিল ১৯৭২
- খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করে → সর্বমোট ৪৭টি (৩০০ ঘণ্টা ব্যয় করে বৈঠকের মাধ্যমে)
- খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি সংবিধানের প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন করে → ১০ জুন ১৯৭২
- খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি সংবিধানের খসড়া রূপ চূড়ান্ত করে → ১১ অক্টোবর ১৯৭২

## বিবিধ তথ্য সংবিধান

- সংবিধান অলংকরণ কমিটির প্রধান → জয়নুল আবেদিন
- 'বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত হয়েছে লাখো শহিদের রক্তের অক্ষরে' উক্তিটি → বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
- খসড়া সংবিধান গণপরিষদে উত্থাপন করা হয় → ১২ অক্টোবর ১৯৭২ (দ্বিতীয় অধিবেশনে)
- খসড়া সংবিধান গণপরিষদে উত্থাপন করেন → ড. কামাল হোসেন
- গণপরিষদে সংবিধানের ওপর প্রথম পাঠ শুরু হয় → ১৯ অক্টোবর ১৯৭২, শেষ হয় ৩০ অক্টোবর ১৯৭২
- গণপরিষদে সংবিধানের ওপর দ্বিতীয় পাঠ শুরু হয় → ৩১ অক্টোবর ১৯৭২, শেষ হয় ৩ নভেম্বর ১৯৭২
- গণপরিষদে সংবিধানের ওপর তৃতীয় ও সর্বশেষ পাঠ শুরু হয় → ৪ নভেম্বর ১৯৭২
- বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয় → ৪ নভেম্বর ১৯৭২
- বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয় → ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২
- বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন → বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২
- সংবিধান রচনা কমিটি বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করে → ভারত ও যুক্তরাজ্যের সংবিধানের আলোকে
- গণপরিষদ সদস্যরা হস্তলিখিত মূল সংবিধানের বাংলা লিপি ও ইংরেজি লিপিতে স্বাক্ষর করে → ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২
- বাংলাদেশের প্রথম হস্তলিখিত সংবিধানে ছিল → ৯৩ পাতা (সইসহ ১০৮ পাতা এবং ৯৮টি সুপারিশ ছিল)
- হস্তলিখিত মূল সংবিধান লিখেন → আবদুর রউফ
- সংবিধান দিবস পালিত হয় → ৪ নভেম্বর

## সংবিধানের বিভাগ-অন্তর্গত অনুচ্ছেদ

| বিভাগসমূহ | আলোচ্য বিষয় | অনুচ্ছেদ | মোট সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| প্রথম বিভাগ | প্রজাতন্ত্র | ০১-৭ | ৭টি |
| দ্বিতীয় বিভাগ | রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি | ০৮-২৫ | ১৮টি |
| তৃতীয় বিভাগ | মৌলিক অধিকার | ২৬-৪৭ | ২২টি |
| চতুর্থ বিভাগ | নির্বাহী বিভাগ | ৪৮-৬৪ | ১৭টি |
| পঞ্চম বিভাগ | আইনসভা | ৬৫-৯৩ | ২৯টি |
| ষষ্ঠ বিভাগ | বিচার বিভাগ | ৯৪-১১৭ | ২৩টি |
| সপ্তম বিভাগ | নির্বাচন | ১১৮-১২৬ | ০৯টি |
| অষ্টম বিভাগ | মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক | ১২৭-১৩২ | ০৬টি |
| নবম বিভাগ | বাংলাদেশের কর্মবিভাগ | ১৩৩-১৪১ | ০৯টি |
| দশম বিভাগ | সংবিধান সংশোধনী | ১৪২ | ০১টি |
| একাদশ বিভাগ | বিবিধ | ১৪৩-১৫৩ | ১১টি |



# বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদসমূহ

## প্রথম ভাগ : প্রজাতন্ত্র (১-৭)

**অনুচ্ছেদ-১ (প্রজাতন্ত্র) :** বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যা 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে পরিচিত হইবে।

**অনুচ্ছেদ-২ :** প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা।

**অনুচ্ছেদ-২ক (রাষ্ট্রধর্ম) :** প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন।

**অনুচ্ছেদ-৩ (রাষ্ট্রভাষা) :** প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।

**অনুচ্ছেদ-৪ (জাতীয় সংগীত, পতাকা ও প্রতীক) :** ১. প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা'র প্রথম দশ চরণ। ২. প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা হইতেছে সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত। ৩. প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক হইতেছে উষয় পার্শ্বে ধান্যশীর্ষক বেষ্টিত পানিতে ভাসমান জাতীয় পুষ্প শাপলা, তাহার শীর্ষদেশে পাটগাছের তিনটি পরস্পর সংযুক্তপত্র, তাহার উষয় পার্শ্বে দুটি করিয়া তারকা।

**অনুচ্ছেদ-৪ক :** জাতির পিতার প্রতিকৃতি।

**অনুচ্ছেদ-৫ :** রাজধানী → প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ঢাকা।

**অনুচ্ছেদ-৬ :** নাগরিকত্ব → বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলিয়া পরিচিত হইবেন।

**অনুচ্ছেদ-৭ :** সংবিধানের প্রাধান্য → প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।

**অনুচ্ছেদ-৭ক :** সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ ইত্যাদি অপরাধ।

**অনুচ্ছেদ-৭খ :** সংবিধানের মৌলিক বিষয়াবলি সংশোধনের অযোগ্য → সংবিধান আইন ১৪২ অনুচ্ছেদে যা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলি সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলি সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হবে।

## একনজরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলে পরিচিত হবেন? → ৬(২)
- 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ' → এ ঘোষণাটি বাংলাদেশ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হয়েছে → ৭নং অনুচ্ছেদে
- বাংলাদেশ একটি → গণপ্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র
- বাংলাদেশের সংবিধানে ভাষাবিষয়ক অনুচ্ছেদটি হচ্ছে → প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা (অনুচ্ছেদ-৩)

## দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি (৮-২৫)

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলতে সেই সকল নীতিকে বোঝায়, যেগুলো রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও বৈদেশিক নীতিনির্ধারণে সহায়তা করে।

**অনুচ্ছেদ-৮ :** মূলনীতিসমূহ-১। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এইভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

**প্রাসঙ্গিক আলোচনা :** বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে 'সমাজতন্ত্র'-এর পরিবর্তে 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার অর্থে সমাজতন্ত্র' নীতিটি গৃহীত হয়েছিল এবং 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-এর পরিবর্তে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা' নীতিটি গৃহীত হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০০৫ সালের ২৯ আগস্ট সংবিধানের ৫ম সংশোধনী অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করে রায় দেন হাইকোর্ট বিভাগ। আপিল বিভাগ ২ ফেব্রুয়ারি ২০১০ সালে কিছু পর্যবেক্ষণ দিয়ে হাইকোর্ট বিভাগের উক্ত রায় বহাল রাখেন। ফলে বর্তমানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ হচ্ছে → ১. জাতীয়তাবাদ, ২. সমাজতন্ত্র; ৩. গণতন্ত্র এবং ৪. ধর্মনিরপেক্ষতা। সংবিধানের ৯, ১০, ১১ ও ১২ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

**অনুচ্ছেদ-৯ :** জাতীয়তাবাদ।

**অনুচ্ছেদ-১০ :** সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি।

**অনুচ্ছেদ-১১ :** গণতন্ত্র ও মানবাধিকার।

**অনুচ্ছেদ-১২ :** ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা।

**অনুচ্ছেদ-১৩ :** মালিকানার নীতি।

বাংলাদেশের মালিকানা নীতি হলো তিনটি যথা : ১. ব্যক্তি মালিকানা, ২. সমবায়ী মালিকানা ও ৩. রাষ্ট্রীয় মালিকানা।

**অনুচ্ছেদ-১৪ :** কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি।

**অনুচ্ছেদ-১৫ :** মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা।

**অনুচ্ছেদ-১৬ :** গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব।

**অনুচ্ছেদ-১৭ :** অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা।

**অনুচ্ছেদ-১৮ :** জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা।

**অনুচ্ছেদ-১৮(ক) :** পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

**অনুচ্ছেদ-১৯ :** 'সুযোগের সমতা'

১৯(৩). জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবে।

**অনুচ্ছেদ-২০ :** অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম।

**অনুচ্ছেদ-২১ :** নাগরিকদের অধিকার ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য।

**অনুচ্ছেদ-২২ :** নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ।

**অনুচ্ছেদ-২৩ :** জাতীয় সংস্কৃতি।

**অনুচ্ছেদ-২৩(ক):** উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি।

**অনুচ্ছেদ-২৪ :** জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন প্রভৃতি।

**অনুচ্ছেদ-২৫ :** আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন।

## সেল্ফ টেস্ট-৭

১. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয় কোন তারিখ হতে?**
ক ১০ জানুয়ারি ১৯৭৩ খ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২
গ ৪ নভেম্বর ১৯৭২ ঘ ১১ অক্টোবর ১৯৭২

২. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান কোন তারিখে গৃহীত হয়?**
ক ২৬ মার্চ ১৯৭২ খ ১৭ এপ্রিল ১৯৭২
গ ১ জুলাই ১৯৭২ ঘ ৪ নভেম্বর ১৯৭২

৩. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান কে?**
ক প্রধান বিচারপতি খ স্পিকার
গ প্রধানমন্ত্রী ঘ আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি

৪. **বাংলাদেশ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে 'নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ'-এর কথা বলা হয়েছে?**
ক অনুচ্ছেদ ২২ খ অনুচ্ছেদ ২৩
গ অনুচ্ছেদ ২৭ ঘ অনুচ্ছেদ ২৮

৫. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে?
ক ১০ খ ১১ গ ১২ ঘ ১৯(৩)

৬. বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অংশে মৌলিক অধিকার দেওয়া আছে?
ক দ্বিতীয় ভাগে খ চতুর্থ ভাগে
গ তৃতীয় ভাগে ঘ নবম ভাগে

৭. বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের কয়টি আর্টিক্যাল আছে?
ক ১০টি খ ১৮টি গ ২২টি ঘ ১৫টি

৮. বাংলাদেশের সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য–
ক বেগম রাজিয়া বানু খ বেগম মতিয়া চৌধুরী
গ আমেনা বেগম ঘ এদের কেউ নন

৯. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলে পরিচিত হবেন?
ক ৬(১) খ ৬(২) গ ৭ ঘ ৮

১০. 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ' এই ঘোষণাটি বাংলাদেশ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হয়েছে–
ক ৭ খ ৮ গ ২৮ ঘ ৪৪

১১. বাংলাদেশের সংবিধানে ভাষাবিষয়ক অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ–
ক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা
খ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা
গ বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রভাষা বাংলা
ঘ বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা

১২. সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদে জাতীয় সংগীতের কথা বলা হয়েছে?
ক ৪(১) খ ৪(২) গ ৪(৩) ঘ ৪(৪)

১৩. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে 'গণতন্ত্র ও মৌলিক মানবাধিকারের' নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে–
ক ১০ খ ১১ গ ১৫ ঘ ১৫(ক)

১৪. রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হলো–
ক সুপ্রিম কোর্টের রায় খ সরকারি ডিক্রি
গ সাংবিধানিক আইন ঘ প্রশাসনিক প্রবিধান

১৫. গণপরিষদ আদেশ জারি করা হয় কত সালে?
ক ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ খ ২৩ মার্চ ১৯৭২
গ ১০ এপ্রিল ১৯৭২ ঘ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২

১৬. বাংলাদেশের সংবিধান অলংকরণ কমিটির সদস্য কত?
ক ৪ খ ৫ গ ৬ ঘ ৭

**উত্তরপত্র : সেল্ফ টেস্ট-৭**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ক | ২. | ক | ৩. | ক | ৪. | ক | ৫. | ঘ |
| ৬. | গ | ৭. | গ | ৮. | ক | ৯. | ক | ১০. | ক |
| ১১. | ক | ১২. | ক | ১৩. | ক | ১৪. | গ | ১৫. | ক |
| ১৬ | ক | | | | | | | | |

## লেকচার : ৮

**আলোচ্য বিষয় : সংবিধান-২;** সংবিধানের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ ভাগ (মৌলিক অধিকার থেকে বিচার বিভাগ পর্যন্ত)।

### তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার (২৬-৪৭)

**মৌলিক অধিকার :** মৌলিক অধিকার হলো জনগণের সে সমস্ত অধিকার, যেগুলো সংবিধান দ্বারা সংরক্ষিত ও আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য। মৌলিক অধিকারগুলো সবই মানবাধিকার। মানবাধিকারের মধ্যে যে অধিকারগুলো লঙ্ঘিত হলে আদালতের মাধ্যমে আদায় করতে পারে, সেগুলো মৌলিক অধিকার। মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্য সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল বলে গণ্য হয়। রাষ্ট্র মৌলিক অধিকার পরিপন্থি কোনো আইন তৈরি করবে না।

সংবিধানের সংশোধন কিংবা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা ছাড়া মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ন করা যায় না।

**বাংলাদেশ সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ :** বাংলাদেশ সংবিধানে ১৮টি মৌলিক অধিকার সন্নিবেশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৭নং থেকে ৪৪নং পর্যন্ত মোট ১৮টি মৌলিক অধিকারের প্রকৃতি ও ভোগের নিশ্চয়তা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ১৮টি মৌলিক অধিকারসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

**অনুচ্ছেদ-২৬ :** মৌলিক অধিকারের সহিত অসামাঞ্জস্য আইন বাতিল।
**অনুচ্ছেদ-২৭ :** আইনের দৃষ্টিতে সমতা।
**অনুচ্ছেদ-২৮ :** ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য।
**অনুচ্ছেদ-২৯ :** সরকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা।
**অনুচ্ছেদ-৩০ :** বিদেশি খেতাব প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ। রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো নাগরিক কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোনো খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করিবেন না।
**অনুচ্ছেদ-৩১ :** আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার।
**অনুচ্ছেদ-৩২ :** জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার-রক্ষণ।
**অনুচ্ছেদ-৩৩ :** গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ।
**অনুচ্ছেদ-৩৪ :** জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ।
**অনুচ্ছেদ-৩৫ :** বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ।
**অনুচ্ছেদ-৩৬ :** চলাফেরার স্বাধীনতা।
**অনুচ্ছেদ-৩৭ :** সমাবেশের স্বাধীনতা।
**অনুচ্ছেদ-৩৮ :** সংগঠনের স্বাধীনতা।
**অনুচ্ছেদ-৩৯ :** চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা।
**অনুচ্ছেদ-৪০ :** পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা।
**অনুচ্ছেদ-৪১ :** ধর্মীয় স্বাধীনতা।
**অনুচ্ছেদ-৪২ :** সম্পত্তির অধিকার।
**অনুচ্ছেদ-৪৩ :** গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ।
**অনুচ্ছেদ-৪৪ :** মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ।
**অনুচ্ছেদ-৪৫ :** শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন।
**অনুচ্ছেদ-৪৬ :** দায়মুক্তি বিধানের ক্ষমতা।
**অনুচ্ছেদ-৪৭ :** কতিপয় আইনের হেফাজত। গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোনো সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দিকে আটক, ফৌজদারিতে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করিবার বিধান সংবলিত কোনো আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোনো বিধানের সহিত অসামাঞ্জস্য বা তাহার পরিপন্থি, এই কারণে বাতিল বা বেআইনি বলিয়া গণ্য হইবে না।



### একনজরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের কতটি আর্টিকেল আছে? → ২২টি
- 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী'। সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে? → ২৭নং অনুচ্ছেদে
- সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারের উল্লেখ রয়েছে? → ৩১নং অনুচ্ছেদ
- সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন' বলা আছে? → ২৮(২) নং অনুচ্ছেদে
- বাংলাদেশ সংবিধানের কোন ভাগে মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে? → তৃতীয় ভাগে
- বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার নয় → সুখের অধিকার
- বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করার অধিকার থাকবে বলে বলা হয়েছে বাংলাদেশ সংবিধানের → ৪২নং অনুচ্ছেদ
- মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা নিরাপত্তার অধিকারকে কোন ধরনের অধিকার বলা হয়? → মৌলিক অধিকার
- বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কোন অনুচ্ছেদ বলে আদালতে আবেদন করতে পারে? → ১০২ অনুচ্ছেদ
- ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ হলো → বিচার বিভাগ
- চিন্তা ও বিবেচকের স্বাধীনতার বিষয়টি আমাদের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বর্ণিত? → ৩৯নং অনুচ্ছেদে
- বাংলাদেশের সংবিধান নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব দিয়েছে? → হাইকোর্ট
- সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে 'চলাফেরার স্বাধীনতা' উল্লেখ রয়েছে? → ৩৬নং অনুচ্ছেদ
- বাংলাদেশ সংবিধানের কত অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ সম্পর্কে বলা আছে? → ৪৪নং অনুচ্ছেদে
- মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন হলে সংবিধানের যে অনুচ্ছেদে মামলার ক্ষমতা দেওয়া আছে → ১০২নং অনুচ্ছেদে
- সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে রিট আবেদন করা যায়? → ১০২নং অনুচ্ছেদে
- জনস্বার্থে রিট মামলার আবেদন কোথায় করা হয়? → হাইকোর্ট বিভাগে
- যুদ্ধাপরাধীদের বিচারসংক্রান্ত সংবিধানের অনুচ্ছেদটি হলো → ৪৭

### চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ (৪৮-৬৪)

**অনুচ্ছেদ-৪৮ :** রাষ্ট্রপতি ৫৬(৩) অনুসারে প্রধানমন্ত্রী এবং ৯৫(১) অনুসারে প্রধান বিচারপতির নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁর অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।
৪. কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি–
ক. পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক হন। অথবা,
খ. সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য না হন। অথবা,
গ. কখনো এই সংবিধানের অধীন অভিসংশন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন।
**অনুচ্ছেদ-৪৯ :** ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার।
**অনুচ্ছেদ-৫০ :** রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ–
১. রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে তাঁর পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।
২. একাদিক্রমে হউক বা না হউক দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতির পদে কোনো ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকবেন না।
৩. স্পিকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে রাষ্ট্রপতি স্বীয় পদত্যাগ করিতে পারিবেন।
**অনুচ্ছেদ-৫১ :** রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি– রাষ্ট্রপতি তাঁহার দায়িত্বপালন করিতে গিয়া কিংবা অনুরূপ বিবেচনায় কোনো কার্য করিয়া থাকিলে বা না করিয়া থাকিলে সেইজন্য তাঁহাকে কোনো আদালতে জবাবদিহি করিতে হইবে না।
**অনুচ্ছেদ-৫২ :** রাষ্ট্রপতির অভিশংসন–
১. এই সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাইতে পারিবে।
৪. অভিযোগ বিবেচনার পর মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়া সংসদ কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করিলে প্রস্তাব গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে।
**অনুচ্ছেদ-৫৩ :** অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ।
**অনুচ্ছেদ-৫৪ :** অনুপস্থিতি প্রভৃতির কালে রাষ্ট্রপতি পদে স্পিকার → রাষ্ট্রপতি পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।
**অনুচ্ছেদ-৫৫ :** মন্ত্রিসভা।
**অনুচ্ছেদ-৫৬ :** মন্ত্রীগণ।
**অনুচ্ছেদ-৫৭ :** প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ।
**অনুচ্ছেদ-৫৮ :** অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ।
**অনুচ্ছেদ-৫৯ :** স্থানীয় শাসন।
**অনুচ্ছেদ-৬০ :** স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা।
**অনুচ্ছেদ-৬১ :** সর্বাধিনায়কতা– বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত হইবে।
**অনুচ্ছেদ-৬২ :** প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগে ভর্তি প্রভৃতি।
**অনুচ্ছেদ-৬৩ :** সংসদের সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা যাইবে না কিংবা প্রজাতন্ত্র কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবে না।
**অনুচ্ছেদ-৬৪ :** অ্যাটর্নি জেনারেল– (বাংলাদেশের প্রধান আইন কর্মকর্তা)

### একনজরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- রাষ্ট্রপতি কোন অনুচ্ছেদের বিধানমতে কারও সাথে কোনো পরামর্শ ছাড়াই প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দিতে পারেন? → ৪৮(৩)
- জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস হয় → ২৭ মার্চ ১৯৯৬
- বাংলাদেশের সংবিধানের কত অনুচ্ছেদ মোতাবেক রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর নিয়োগ দেন? → ৫৬(২)
- রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে বাংলাদেশে কে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন? → স্পিকার
- সংবিধান অনুসারে কে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন? → রাষ্ট্রপতি (সংসদে সম্মতিতে)

## পঞ্চম ভাগ : আইন সভা (৬৫-৯৩)

**অনুচ্ছেদ-৬৫ :** সংসদ প্রতিষ্ঠা।

১. *'জাতীয় সংসদ'* (House of the Nation) নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের ওপর ন্যস্ত হইবে।

২. একক আঞ্চলিক নির্বাচনি এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত ৩০০ সদস্য লইয়া এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফায় কার্যকরতাকালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হবে। সদস্যগণ 'সংসদ সদস্য' বলে অভিহিত হবেন। ৩(ক) সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অবশিষ্ট মেয়াদে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত তিনশত সদস্য এবং (৩) দফায় বর্ণিত পঞ্চাশ জন মহিলা সদস্য লইয়া সংসদ গঠিত হইবে।

**অনুচ্ছেদ-৬৬ :** সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।

**অনুচ্ছেদ-৬৭ :** সদস্যদের আসন শূন্য হওয়া– কোনো সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হইবে যদি–

ক. তাঁহার নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে ৯০ দিনের মধ্যে তিনি তৃতীয় তফসিলে নির্ধারিত শপথ গ্রহণ এবং শপথপত্রে স্বাক্ষরদান করিতে অসমর্থ হন। তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মেয়াদ অতিবাহিত হইবার পূর্বে স্পিকার যথার্থ কারণে তাহা বর্ধিত করিতে পারিবেন।

খ. যদি সংসদের অনুমতি না লইয়া একাদিক্রমে ৯০ বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকেন।

গ. যদি সংসদ ভাঙ্গিয়া যায়।

**অনুচ্ছেদ-৬৮ :** সংসদ সদস্যের পারিশ্রমিক প্রভৃতি।

**অনুচ্ছেদ-৬৯ :** শপথ গ্রহণের পূর্বে আসনগ্রহণ বা ভোটদান করলে সদস্যের অর্থদণ্ড।

**অনুচ্ছেদ-৭০ :** রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া।

**অনুচ্ছেদ-৭১ :** দ্বৈত সদস্যতায় বাধা।

**অনুচ্ছেদ-৭২ :** সংসদের অধিবেশন–

১. সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদ আহ্বান, স্থগিত ও ভঙ্গ করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, ১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার (ক) উপদফায় উল্লিখিত নব্বই দিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি এবং পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ৬০ দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকবে না।

২. সংসদ সদস্যদের যে কোনো সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য সংসদ আহ্বান করা হইবে।

৩. রাষ্ট্রপতি পূর্বে ভাঙ্গিয়া না দিয়া থাকিলে প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে ৫ বৎসর অতিবাহিত হইলে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাবে।

**অনুচ্ছেদ-৭৩ :** সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী– (২) সংসদ সদস্যদের প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বছর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান করিবেন।

**অনুচ্ছেদ-৭৩(ক) :** সংসদ সম্পর্কে মন্ত্রীগণের অধিকার।

**অনুচ্ছেদ-৭৪ :** স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার।

**অনুচ্ছেদ-৭৫ :** কার্যপ্রণালি বিধি, কোরাম প্রভৃতি।

**অনুচ্ছেদ-৭৬ :** সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ– সংসদ সদস্যদের মধ্য হইতে সদস্য লইয়া সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করিবেন :

ক. সরকারি হিসাব কমিটি।

খ. বিশেষ অধিকার।

গ. সংসদের কার্যপ্রণালি বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।

**অনুচ্ছেদ-৭৭ :** ন্যায়পাল–

১. সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে পারিবেন।

২. সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোনো মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের যে কোনো কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেইরূপ ক্ষমতা কিংবা যেইরূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ বা দায়িত্ব পালন করিবেন।

**প্রাসঙ্গিক আলোচনা :** ১৮০৯ সালে সুইডেনের সংবিধানে বিশ্বে সর্বপ্রথম 'অম্বাডসম্যান' বা ন্যায়পাল পদ সৃষ্টি করা হয়। ন্যায়পাল ধারণাটি প্রথম সুইডেনে উদ্ভাবিত হয়। সুইডিশ শব্দ 'অম্বাডসম্যান' কথাটির অর্থ হলো প্রতিনিধি বা মুখপাত্র। অর্থাৎ ন্যায়পাল হলেন এমন ব্যক্তি, যিনি অন্যের জন্য কথা বলেন বা অন্যের প্রতিনিধিত্ব করেন। ব্রিটেনে 'সংসদীয় কমিশনার' নামে ন্যায়পালের সমবিধান প্রচলিত রয়েছে। ভারতে ন্যায়পালের পরিবর্তে লোকপাল নামে সমমর্যাদার একটি পদ সৃষ্টির প্রস্তাব ও আলোচনা চলছে। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে ন্যায়পাল পদ সৃষ্টির জন্য আইন প্রণয়নের জন্য ৭৭নং অনুচ্ছেদে বিধান রাখা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে ন্যায়পাল আইন পাস হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কাউকে ন্যায়পাল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়নি।

**অনুচ্ছেদ-৭৮ :** সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি।

**অনুচ্ছেদ-৭৯ :** সংসদ সচিবালয়।

**অনুচ্ছেদ-৮০ :** আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

**অনুচ্ছেদ-৮১ :** অর্থবিল।

**অনুচ্ছেদ-৮২ :** আর্থিক ব্যবস্থাবলির সুপারিশ।

**অনুচ্ছেদ-৮৩ :** সংসদের আইন ব্যতীত করারোপে বাধা।

**অনুচ্ছেদ-৮৪ :** সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব।

**অনুচ্ছেদ-৮৫ :** সরকারি অর্থের নিয়ন্ত্রণ।

**অনুচ্ছেদ-৮৬ :** প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে প্রদেয় অর্থ।

**অনুচ্ছেদ-৮৭ :** বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি।

**অনুচ্ছেদ-৮৮ :** সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়।

**অনুচ্ছেদ-৮৯ :** বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সম্পর্কিত পদ্ধতি।

**অনুচ্ছেদ-৯০ :** নির্দিষ্টকরণ আইন।

**অনুচ্ছেদ-৯১ :** সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরি।

**অনুচ্ছেদ-৯২ :** হিসাব, ঋণ প্রভৃতির উপর ভোট।

**অনুচ্ছেদ-৯২(ক) :** বিলুপ্ত।

**অনুচ্ছেদ-৯৩ :** অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা–

১. (সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অথবা উহার অধিবেশনকাল ব্যতীত) কোনো সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি উক্ত পরিস্থিতিতে যেরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবেন, সেইরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিতে পারিবেন এবং জারি হইবার সময় হইতে অনুরূপভাবে প্রণীত অধ্যাদেশ সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে।

২. কোনো অধ্যাদেশ জারি হইবার পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে তাহা উপস্থাপিত হইবে এবং ইতঃপূর্বে বাতিল না হইয়া থাকিলে অধ্যাদেশটি অনুরূপভাবে উপস্থাপনের পর ৩০ দিন অতিবাহিত হইলে কিংবা অনুরূপ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাহা অনুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব গৃহীত হইলে অধ্যাদেশটির কার্যকারিতা লোপ পাইবে।



### একনজরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- ৫০ জন মহিলা সদস্য নিয়ে সংসদ গঠিত হবে উল্লেখ আছে → ৬৫(৩ক) অনুচ্ছেদে
- রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন? → ৯৩নং অনুচ্ছেদবলে
- ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে → ৭৭নং অনুচ্ছেদে
- আমাদের সংবিধানের পঞ্চম ভাগে আইন প্রণয়ন ও অর্থ-সংক্রান্ত পদ্ধতি কোন পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ আছে? → দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে
- 'অর্থ বিল' সম্পর্কিত বিধানাবলি উল্লেখ আছে? → ৮১(১) অনুচ্ছেদে

## ষষ্ঠ বিভাগ : বিচার বিভাগ (৯৪-১১৭)

**অনুচ্ছেদ-৯৪ :** সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা– ১. 'বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট' নামে বাংলাদেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকিবে এবং আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ লইয়া তাহা গঠিত হইবে।

**অনুচ্ছেদ-৯৫ :** বিচারক নিয়োগ–

১. প্রধান বিচারপতি ও অন্য বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

২. কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হইলে এবং

ক. সুপ্রিম কোর্টে অন্যূন ১০ বৎসরকাল অ্যাডভোকেট হিসেবে কাজ না করিয়া থাকলে,

খ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন ১০ বছর কোনো বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করিয়া থাকিলে অথবা,

গ. সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকিলে তিনি বিচারক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

**অনুচ্ছেদ-৯৬ :** বিচারকদের পদের মেয়াদ– ১. কোনো বিচারক ৬৭ বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

**অনুচ্ছেদ-৯৭ :** অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ।

**অনুচ্ছেদ-৯৮ :** সুপ্রিম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ।

**অনুচ্ছেদ-৯৯ :** অবসর গ্রহণের পর বিচারকগণের অক্ষমতা।

**অনুচ্ছেদ-১০০ :** সুপ্রিম কোর্টের আসন।

**অনুচ্ছেদ-১০১ :** হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার।

**অনুচ্ছেদ-১০২ :** কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা।

**অনুচ্ছেদ-১০৩ :** আপিল বিভাগের এখতিয়ার।

**অনুচ্ছেদ-১০৪ :** আপিল বিভাগের পরোয়ানা জারি ও নির্বাহ।

**অনুচ্ছেদ-১০৫ :** আপিল বিভাগ কর্তৃক রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা।

**অনুচ্ছেদ-১০৬ :** সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার।

**অনুচ্ছেদ-১০৭ :** সুপ্রিম কোর্টের বিধি-প্রণয়ন ক্ষমতা।

**অনুচ্ছেদ-১০৮ :** 'কোর্ট অব রেকর্ড' রূপে সুপ্রিম কোর্ট।

**অনুচ্ছেদ-১০৯ :** আদালতসমূহের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ।

**অনুচ্ছেদ-১১০ :** অধস্তন আদালত হইতে হাইকোর্ট বিভাগের মামলা স্থানান্তর।

**অনুচ্ছেদ-১১১ :** সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকারতা।

**অনুচ্ছেদ-১১২ :** সুপ্রিম কোর্টের সহায়তা।

**অনুচ্ছেদ-১১৩ :** সুপ্রিম কোর্টের কর্মচারীগণ।

**অনুচ্ছেদ-১১৪ :** অধস্তন আদালতসমূহ প্রতিষ্ঠা।

**অনুচ্ছেদ-১১৫ :** অধস্তন আদালতে নিয়োগ।

**অনুচ্ছেদ-১১৬ :** অধস্তন আদলসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা।

**অনুচ্ছেদ-১১৬ (ক) :** বিচার বিভাগীয় কর্মচারীগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন।

**অনুচ্ছেদ-১১৭ :** প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহ।

### একনজরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- বাংলাদেশ সংবিধানের অভিভাবক কে? → সুপ্রিম কোর্ট
- বাংলাদেশের সংবিধানের ব্যাখ্যাকারক কে? → সুপ্রিম কোর্ট
- বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কোন অনুচ্ছেদ বলে আদালতে আবেদন করতে পারে? → ১০২
- বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ মামলার রায় প্রদান করা হয় কোন সালে? → ১৯৯২ সালে
- তিন পার্বত্য জেলায় (খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান) জেলা ও দায়রা জজ আদালত চালু হয় কবে? → ১ জুলাই ২০০৮
- বাংলাদেশে বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে কবে পৃথক করা হয়? → ১ নভেম্বর ২০০৭
- সুপ্রিম কোর্টে বিভাগ আছে → ২টি
- বাংলাদেশে বিচারপতিদের সর্বোচ্চ বয়সসীমা কত? → ৬৭ বছর
- বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রথম নারী বিচারপতি কে? → নাজমুন আরা সুলতানা
- বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদের বলে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন? → ৯৫(১)
- বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত এককভাবে নিয়োগ করতে পারেন → প্রধান বিচারপতি
- বাংলাদেশ সংবিধানে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বিষয়টি কোন অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়েছে? → ১১৭

### সেল্ফ টেস্ট-৮

১. বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া যায় সর্বোচ্চ–
ⓐ ৫% ⓑ ৮% ⓒ ১০% ⓓ ১২%

২. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন' বলা আছে?
ⓐ ১০ নম্বর অনুচ্ছেদে ⓑ ২১(২) নম্বর অনুচ্ছেদে
ⓒ ২৭ নম্বর অনুচ্ছেদে ⓓ ২৮(২) নম্বর অনুচ্ছেদে

৩. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে 'চলাফেরার স্বাধীনতা' উল্লেখ রয়েছে?
ⓐ ৩৬নং অনুচ্ছেদ ⓑ ৩০নং অনুচ্ছেদ
ⓒ ৩৭নং অনুচ্ছেদ ⓓ ৩১নং অনুচ্ছেদ

৪. বাংলাদেশের সংবিধানে কত থেকে কত অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারগুলোর কথা বলা হয়েছে?
ⓐ ১০-২৭ অনুচ্ছেদে ⓑ ২৭-৪৭ অনুচ্ছেদে
ⓒ ৩০-৫০ অনুচ্ছেদে ⓓ ৩৫-৫৫ অনুচ্ছেদে

৫. সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির বয়স হবে অন্যূন–
ⓐ ২৫ বছর ⓑ ৩৫ বছর
ⓒ ৪৫ বছর ⓓ ৬৫ বছর

৬. বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকারগুলো বলবৎ করার জন্য কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কোন অনুচ্ছেদে বলে আদালতে আবেদন করতে পারে?
ⓐ ৭ ⓑ ১১
ⓒ ১০২ ⓓ ৩১

৭. ফ্লোর ক্রসিং সংক্রান্ত বিধান কত নং ধারায় রয়েছে?
ⓐ ৬২নং ⓑ ৭০নং
ⓒ ৭৩নং ⓓ ৭৭নং

৮. সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য নিম্নতম বয়স–
ক ২৫ বছর খ ৩০ বছর
গ ৩৫ বছর ঘ ৪০ বছর

৯. বাংলাদেশের সংবিধানের কততম অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকারের কথা বলা আছে?
ক ৬০, ৬৯ খ ৫৯, ৬০
গ ৪৪, ৪৬ ঘ ৬১, ৬৩

১০. সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদ দ্বারা ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে?
ক ১২নং খ ২৩নং গ ৪০নং ঘ ৪১নং

১১. বাংলাদেশ সংবিধানে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বিষয়টি কোন অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়েছে?
ক ১১০ খ ১১৭ গ ১১৫ ঘ ১২০

১২. কোনো বিলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি দেওয়ার সময়সীমা কত দিন?
ক ১০ দিন খ ৩০ দিন
গ ২০ দিন ঘ ১৫ দিন

১৩. 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান' সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বর্ণিত?
ক ২৫ খ ২৬ গ ২৭ ঘ ৩১

১৪. বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অবসর গ্রহণ করেন কত বছর বয়সে?
ক ৬৫ খ ৬৭ গ ৬২ ঘ ৭০

১৫. যুদ্ধাপরাধীদের বিচারসংক্রান্ত সংবিধানের অনুচ্ছেদটি হলো–
ক ৩১ খ ২৫ গ ৪৭ ঘ ৭০

১৬. সংবিধানের কত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোর্ট অব রেকর্ড রূপে সুপ্রিম কোর্ট?
ক ১০২ খ ১০৫ গ ১০৭ ঘ ১০৮

**উত্তরপত্র : সেল্ফ টেস্ট-৮**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | গ | ২. | ঘ | ৩. | ক | ৪. | ঘ | ৫. | ঘ |
| ৬. | গ | ৭. | ঘ | ৮. | ক | ৯. | ঘ | ১০. | ঘ |
| ১১. | ঘ | ১২. | ঘ | ১৩. | গ | ১৪. | ঘ | ১৫. | গ |
| ১৬ | ঘ | | | | | | | | |

## লেকচার : ৯

**আলোচ্য বিষয় : সংবিধান-৩;** সংবিধানের ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১তম ভাগ (নির্বাচন থেকে বিবিধ পর্যন্ত), সংবিধানের সংশোধনীসমূহ, তফসিলসমূহ।

### সপ্তম ভাগ : নির্বাচন (১১৮-১২৬)

**অনুচ্ছেদ-১১৮ :** নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা– ৩. কোনো নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁহার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে ৫ বৎসরকাল হইবে।
**অনুচ্ছেদ-১১৯ :** নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব।
**অনুচ্ছেদ-১২০ :** নির্বাচন কমিশনের কর্মচারীগণ।
**অনুচ্ছেদ-১২১ :** প্রতি এলাকার জন্য একটিমাত্র ভোটার তালিকা।
**অনুচ্ছেদ-১২২ :** ভোটার তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা– ২. কোনো ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোনো নির্বাচনি এলাকায় ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন, যদি–
ক. তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন।
খ. তাঁহার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়।
গ. কোনো যোগ্য আদালত কর্তৃক তাঁহার সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা বহাল না থাকিয়া থাকে।
ঘ. তিনি ঐ নির্বাচনি এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনি এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন।
ঙ. তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত না হইয়া থাকেন।
**অনুচ্ছেদ-১২৩ :** নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়–
১. রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ অবসানের কারণে উক্ত পদ শূন্য হইলে মেয়াদ সমাপ্তির তারিখের পূর্ববর্তী ৯০ দিন হইতে ৬০ দিনের মধ্যে শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।
২. মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ফলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার পর ৯০ দিনের মধ্যে, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।
৩. সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে →
ক. মেয়াদ অবসানের কারণে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে,
খ. মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভাঙিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাঙিয়া যাইবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে।
৪. সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদের কোনো সদস্যপদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার ৯০ দিনের মধ্য উক্ত শূন্যপদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।
**অনুচ্ছেদ-১২৪ :** নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।
**অনুচ্ছেদ-১২৫ :** নির্বাচনি আইন ও নির্বাচনের বৈধতা।
**অনুচ্ছেদ-১২৬ :** নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তাদান।
- বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮নং অনুচ্ছেদে → 'নির্বাচন কমিশন' গঠনের বিধান রাখা হয়েছে।
- 'প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনার' নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠনের বিধান রয়েছে → সংবিধানের ১১৮(১) নং অনুচ্ছেদে।
- ভোটার হওয়ার যোগ্যতার কথা উল্লেখ আছে → ১২২(১) ও (২) নং অনুচ্ছেদে।
- রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে উল্লেখ আছে → ১২৩(২) নং অনুচ্ছেদে।



### একনজরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- বাংলাদেশে কোনো ব্যক্তির ভোটাধিকার প্রাপ্তির ন্যূনতম বয়স কত? → ১৮ বছর
- কোনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান? → নির্বাচন কমিশন
- EVM বলতে কী বোঝায়? → ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন
- বাংলাদেশের মেয়েদের বিবাহের নিম্নতম বয়স → ১৮ বছর
- সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে ভোটার তালিকার বিধান বর্ণিত আছে? → ১২১নং অনুচ্ছেদে
- বাংলাদেশে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব কার ওপর ন্যস্ত? → প্রধান নির্বাচন কমিশনার
- নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে সর্বোচ্চ কত বছর? → ৫ বছর
- বাংলাদেশের সংবিধানে কোন অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা বিষয়ক বিধান রয়েছে? → ১১৮নং

### অষ্টম ভাগ : মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (১২৭-১৩২)

**অনুচ্ছেদ-১২৭ :** মহা হিসাব নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা।
**অনুচ্ছেদ-১২৮ :** মহা হিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব।
**অনুচ্ছেদ-১২৯ :** মহা হিসাব নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদ → ১. মহা হিসাব নিরীক্ষক তাঁহার দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হইতে ৫ বৎসর বা তাঁহার ৬৫ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া ইহার মধ্যে যাহা অগ্রে ঘটে, সেইকাল পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।
**অনুচ্ছেদ-১৩০ :** অস্থায়ী মহা হিসাব নিরীক্ষক।
**অনুচ্ছেদ-১৩১ :** প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষার আকার ও পদ্ধতি।
**অনুচ্ছেদ-১৩২ :** সংসদে মহা হিসাব নিরীক্ষকের রিপোর্ট উপস্থাপন।
- ১২৭(১) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে → মহা হিসাব নিরীক্ষককে নিয়োগদান করবেন রাষ্ট্রপতি
- মহা হিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব পাঁচ বছর বা পঁয়ষট্টি বছর (যেটি আগে ঘটে) উল্লেখ আছে → ১২৯(১) অনুচ্ছেদে
- অস্থায়ী মহা হিসাব নিরীক্ষকের বিধান উল্লেখ আছে → ১৩০ অনুচ্ছেদে
- সংসদে মহা হিসাব নিরীক্ষক রিপোর্ট উপস্থাপন করেন → ১৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী

### নবম ভাগ : বাংলাদেশের কর্মবিভাগ (১৩৩-১৪১)

**অনুচ্ছেদ-১৩৩ :** নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি।
**অনুচ্ছেদ-১৩৪ :** কর্মের মেয়াদ।
**অনুচ্ছেদ-১৩৫ :** অসামরিক সরকারি কর্মচারীদের বরখাস্ত প্রভৃতি।
**অনুচ্ছেদ-১৩৬ :** কর্মবিভাগ পুনর্গঠন।
**অনুচ্ছেদ-১৩৭ :** কমিশন প্রতিষ্ঠা।
**অনুচ্ছেদ-১৩৮ :** সদস্য নিয়োগ।
**অনুচ্ছেদ-১৩৯ :** পদের মেয়াদ → ১. কোনো সরকারি কর্মকমিশনের সভাপতি বা অন্য কোনো সদস্য তাঁহার দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হইতে ৫ বৎসর বা তাঁহার ৬৫ বৎসর পূর্ণ হওয়া ইহার মধ্যে যাহা অগ্রে ঘটে, সেই কাল পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।
**অনুচ্ছেদ-১৪০ :** কমিশনের দায়িত্ব।
**অনুচ্ছেদ-১৪১ :** বার্ষিক রিপোর্ট– ১. প্রত্যেক কমিশন প্রতি বৎসর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তাহার পূর্বে পূর্ববর্তী ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত এক বৎসরে স্বীয় কার্যাবলি সম্পর্কে রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবেন।
**অনুচ্ছেদ-১৪১ (ক) :** জরুরি অবস্থা ঘোষণা।
**অনুচ্ছেদ-১৪১ (খ) :** জরুরি অবস্থার সময় সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদের বিধান স্থগিতকরণ– এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত বিধানাবলির কারণে রাষ্ট্র যে আইন প্রণয়ন করিতে ও নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সক্ষম নহেন, জরুরি অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতার কালে এই সংবিধানের ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪২নং অনুচ্ছেদসমূহের কোনো কিছুই সেইরূপ আইন-প্রণয়ন ও নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিবে না।
**অনুচ্ছেদ-১৪১(গ) :** জরুরি অবস্থার সময় মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিতকরণ।

### একনজরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার সংখ্যা → ২৬
- বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের বিষয়াদি সংবিধানের কোন ভাগে সন্নিবেশিত হয়েছে? → নবম ভাগে
- বাংলাদেশের সংবিধানের কত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন গঠিত হয়? → ১৩৭
- বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কী ধরনের সংস্থা? → সাংবিধানিক সংস্থা

### দশম ভাগ : সংবিধান সংশোধন (১৪২)

**অনুচ্ছেদ-১৪২ :** সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা– ১. এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও...
ক. সংসদের আইন দ্বারা এই সংবিধানের কোনো বিধান সংশোধিত হইতে পরিবে; তবে শর্ত থাকে যে–
অ. অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোনো বিলের সম্পূর্ণই শিরোনামে এই সংবিধানের কোনো বিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাইবে না;
আ. সংসদের মোট সদস্যদের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অনুরূপ কোনো বিলে সম্মতিদানের জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না।
খ. উপরি-উক্ত উপায়ে কোনো বিল গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট তাহা উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন এবং তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

### একাদশ ভাগ : বিবিধ (১৪৩-১৫৩)

**অনুচ্ছেদ-১৪৩ :** প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি।
**অনুচ্ছেদ-১৪৪ :** সম্পত্তি ও কারবার প্রভৃতি প্রসঙ্গে নির্বাহী কর্তৃত্ব।
**অনুচ্ছেদ-১৪৫ :** চুক্তি ও দলিল।
**অনুচ্ছেদ-১৪৫(ক) :** আন্তর্জাতিক চুক্তি।
**অনুচ্ছেদ-১৪৬ :** বাংলাদেশের নামে মামলা → 'বাংলাদেশ' এই নামে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বা বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যেতে পারে।
**অনুচ্ছেদ-১৪৭ :** কতিপয় পদধিকারীর পারিশ্রমিক প্রভৃতি।
**অনুচ্ছেদ-১৪৮ :** পদের শপথ।
**অনুচ্ছেদ-১৪৯ :** প্রচলিত আইনের হেফাজত।
**অনুচ্ছেদ-১৫০ :** ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি।
**অনুচ্ছেদ-১৫১ :** রহিতকরণ।
**অনুচ্ছেদ-১৫২ :** ব্যাখ্যা।
**অনুচ্ছেদ-১৫৩ :** প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ।

## সাংবিধানিক সংস্থা, পদ ও সংবিধিবদ্ধ পদ

**সাংবিধানিক সংস্থা (৬টি)**

১. জাতীয় সংসদ বা আইন বিভাগ
২. সুপ্রিম কোর্ট বা বিচার বিভাগ
৩. সরকারি কর্ম কমিশন
৪. নির্বাচন কমিশন
৫. মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
৬. নির্বাহী বিভাগ

**সাংবিধানিক পদ (৯টি)**

১. রাষ্ট্রপতি
২. প্রধানমন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রীগণ (প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী)
৩. স্পিকার
৪. ডেপুটি স্পিকার
৫. প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি
৬. সংসদ সদস্যবৃন্দ
৭. প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার
৮. মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
৯. সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য

**সংবিধিবদ্ধ পদ (২টি) :**

১. অ্যাটর্নি জেনারেল
২. ন্যায়পাল

# বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

বাংলাদেশ সংবিধানে এ পর্যন্ত ১৭টি সংশোধনী আনা হয়েছে। নিম্নে এগুলো ব্যাখ্যা করা হলো :

### প্রথম সংশোধনী

**শিরোনাম :** সংবিধান [প্রথম সংশোধন] আইন, ১৯৭৩।
**উত্থাপনকারী :** আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর।
**সংসদে পাসের তারিখ :** ১৫ জুলাই, ১৯৭৩।
**বিষয়বস্তু :** যুদ্ধাপরাধীসহ অন্যান্য গণবিরোধীর বিচার নিশ্চিত করা।

### দ্বিতীয় সংশোধনী

**শিরোনাম :** সংবিধান [দ্বিতীয় সংশোধন] আইন, ১৯৭৩।
**উত্থাপনকারী :** আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর।
**সংসদে পাসের তারিখ :** ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩।
**বিষয়বস্তু :** অভ্যন্তরীণ ও বহিরাক্রমণ গোলযোগে দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বিপদাপন্ন হলে সে অবস্থায় জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান।

### তৃতীয় সংশোধনী

**শিরোনাম :** সংবিধান [তৃতীয় সংশোধন] আইন, ১৯৭৪।
**উত্থাপনকারী :** আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর।
**সংসদে পাসের তারিখ :** ২৩ নভেম্বর, ১৯৭৪।
**বিষয়বস্তু :** বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি অনুযায়ী বেরুবাড়ীকে ভারতের নিকট হস্তান্তরের বিধান।

### চতুর্থ সংশোধনী

**শিরোনাম :** সংবিধান [চতুর্থ সংশোধন] আইন, ১৯৭৫।
**উত্থাপনকারী :** আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর।
**সংসদে পাসের তারিখ :** ২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫।
**বিষয়বস্তু :** সংসদীয় শাসন পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনপদ্ধতি চালু করা এবং বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় রাজনীতি (বাকশাল) প্রবর্তন।

### পঞ্চম সংশোধনী

**শিরোনাম :** সংবিধান [পঞ্চম সংশোধন] আইন, ১৯৭৯।
**উত্থাপনকারী :** শাহ আজিজুর রহমান।
**সংসদে পাসের তারিখ :** ৬ এপ্রিল, ১৯৭৯।
**বিষয়বস্তু :** ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে ১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বৈধতা দান। উল্লেখ্য, ১৯৭৮ সালের ২য় ঘোষণাবলে 'বাঙালি' জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে 'বাংলাদেশি' জাতীয়তাবাদ প্রবর্তিত হয়। ১৯৭৮ সালে ২য় ঘোষণাপত্রে আদেশ নম্বর ৪ এর ২য় তফসিলবলে বাংলাদেশের সংবিধানের শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহিম' সন্নিবেশিত হয়।

### ষষ্ঠ সংশোধনী

**শিরোনাম :** সংবিধান [ষষ্ঠ সংশোধন] আইন, ১৯৮১।
**উত্থাপনকারী :** শাহ আজিজুর রহমান।
**সংসদে পাসের তারিখ :** ৮ জুলাই, ১৯৮১।
**বিষয়বস্তু :** উপ-রাষ্ট্রপতির পদে থেকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান নিশ্চিতকরণ।

### সপ্তম সংশোধনী

**শিরোনাম :** সংবিধান [সপ্তম সংশোধন] আইন, ১৯৮৬।
**উত্থাপনকারী :** আইন ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী বিচারপতি একেএম নূরুল ইসলাম।
**সংসদে পাসের তারিখ :** ১০ নভেম্বর, ১৯৮৬।
**বিষয়বস্তু :** ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চের পর থেকে ১৯৮৬ সালের ৯ নভেম্বর পর্যন্ত সামরিক শাসনের অধীনে যে সমস্ত আদেশ জারি হয়, তা বৈধ করার জন্য।

### অষ্টম সংশোধনী

**শিরোনাম :** সংবিধান [অষ্টম সংশোধন] আইন, ১৯৮৯।
**উত্থাপনকারী :** ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ।
**সংসদে পাসের তারিখ :** ৭ জুন, ১৯৮৮।
**বিষয়বস্তু :** রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতি দান। Dacca-এর নাম Dhaka এবং Bengali-এর নাম Bangla করা হয়।

### নবম সংশোধনী

**শিরোনাম :** সংবিধান [নবম সংশোধন] আইন, ১৯৮৯।
**উত্থাপনকারী :** সংসদ নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ।
**সংসদে পাসের তারিখ :** ১১ জুলাই, ১৯৮৯।
**বিষয়বস্তু :** রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সাথে উপ-উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠান করা রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ ৫ বছর এবং রাষ্ট্রপতি পদে কোনো ব্যক্তিকে একাদিক্রমে দুই মেয়াদে সীমাবদ্ধ রাখা।

### দশম সংশোধনী

**শিরোনাম :** সংবিধান [দশম সংশোধন] আইন, ১৯৯০।
**উত্থাপনকারী :** আইন ও বিচারমন্ত্রী হাবিবুল ইসলাম।
**সংসদে পাসের তারিখ :** ১২ জুন, ১৯৯০।
**বিষয়বস্তু :** সংসদে মহিলাদের জন্য ৩০টি আসন আরও ১০ বছরের জন্য সংরক্ষণ।



### একাদশ সংশোধনী

**শিরোনাম :** সংবিধান [একাদশ সংশোধন] আইন, ১৯৯১।
**উত্থাপনকারী :** আইন ও বিচার মন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ।
**সংসদে পাসের তারিখ :** ৬ আগস্ট, ১৯৯১।
**বিষয়বস্তু :** অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের স্বপদে ফিরে যাবার বিধান।

### দ্বাদশ সংশোধনী

**শিরোনাম :** সংবিধান [দ্বাদশ সংশোধন] আইন, ১৯৯১।
**উত্থাপনকারী :** সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।
**সংসদে পাসের তারিখ :** ৬ আগস্ট, ১৯৯১।
**বিষয়বস্তু :** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন। উপ-রাষ্ট্রপতি, উপ-প্রধানমন্ত্রী পদগুলো বিলুপ্ত করা হয়।

### ত্রয়োদশ সংশোধনী

**শিরোনাম :** সংবিধান [ত্রয়োদশ সংশোধন] আইন, ১৯৯৬।
**উত্থাপনকারী :** শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার।
**সংসদে পাসের তারিখ :** ২৭ মার্চ, ১৯৯৬।
**বিষয়বস্তু :** অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন।

### চতুর্দশ সংশোধনী

**শিরোনাম :** সংবিধান [চতুর্দশ সংশোধন] আইন, ২০০৪।
**উত্থাপনকারী :** আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ।
**সংসদে পাসের তারিখ :** ১৬ মে, ২০০৪।
**বিষয়বস্তু :** ৪৫টি সংরক্ষিত মহিলা আসন আগামী ১০ বৎসরের জন্য সংরক্ষণ। সরকারিভাবে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সরকারি অফিসসহ নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বয়স ৬৫ থেকে ৬৭ বছর, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের বয়স নিয়োগ লাভের তারিখ হতে ৫ বছর বা ৬৫ বয়স পর্যন্ত এবং সরকারি কর্মকমিশনের সভাপতি এবং অন্য সদস্যদের বয়স ৬২ থেকে ৬৫ তে উন্নীতকরণ। নির্বাচনের পর নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ করাতে স্পিকার ব্যর্থ হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার শপথবাক্য পাঠ করাবেন।

### পঞ্চদশ সংশোধনী

**শিরোনাম :** সংবিধান [পঞ্চদশ সংশোধন] আইন, ২০১১।
**উত্থাপনকারী :** আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমদ।
**সংসদে পাসের তারিখ :** ৩০ জুন, ২০১১।
**বিষয়বস্তু :** তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল। ৫৮ ক অনুচ্ছেদ এবং ২ ক পরিচ্ছেদ (৫৮ খ, ৫৮ গ, ৫৮ ঘ এবং ৫৮ ঙ অনুচ্ছেদ) বিলুপ্ত। দলীয় সরকারের অধীনে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগের ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান। নির্বাচনের আগের ৯০ দিন সংসদ অধিবেশন বসার বাধ্যবাধকতা না রাখা। প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা স্বীকৃতি এবং তাঁর প্রতিকৃতি সরকারি অফিসসহ নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণ ও প্রদর্শন। সংরক্ষিত নারী আসন ৪৫ থেকে ৫০-এ উন্নীতকরণ। পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম তিনটি তফসিল সংযোজন।
পঞ্চম তফসিল-১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণের পূর্ণ বিবরণ। ষষ্ঠ তফসিল-১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত শেষে অর্থাৎ ২৬ মার্চ ঘোষণার টেলিগ্রাম। ৭ম তফসিল-১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের পূর্ণবিবরণ। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত জরুরি অবস্থার মেয়াদকাল সর্বোচ্চ ৪ মাস (১২০ দিন)।

### পঞ্চদশ সংশোধনীর হাইলাইটস

- তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।
- ৭২ সালের জাতীয় চার মূলনীতি পুনঃস্থাপন (ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র)।
- বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম-এর সাথে পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামের সংযোজন।
- ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম বহাল এবং এর সাথে অন্যান্য ধর্মের সমমর্যাদা নিশ্চিত করার বিধান।
- জাতীয়তা → বাঙালি, নাগরিকত্ব → বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠা।
- জাতির পিতার স্বীকৃতি।
- জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৫০টিতে উন্নতিকরণ।
- অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীদের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি।
- সংবিধানের ১২নং অনুচ্ছেদ (ধর্মনিরপেক্ষতা পুনরায় প্রতিস্থাপন)।
- রাষ্ট্রপতিকে শপথ পড়াবেন স্পিকার।
- আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস।
- প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন গঠন।
- জাতির পিতা, ৭ মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতার ঘোষণা ও ঘোষণাপত্র যুক্ত।
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্বীকৃতি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও সুযোগের সমতা।
- মৌলিক বিধান সংশোধন → অযোগ্য
- জরুরি অবস্থার মেয়াদ নির্দিষ্ট (সর্বোচ্চ ১২০ দিন)।
- দণ্ডিত যুদ্ধাপরাধীরা নির্বাচনে অযোগ্য।
- সংবিধানের তফসিল সংখ্যা ৪ থেকে ৭ এ উন্নীত।
- পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম তফসিল সংযোজন।
- পঞ্চম তফসিল → ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ
- ষষ্ঠ তফসিল → স্বাধীনতার ঘোষণা
- সপ্তম তফসিল → মুজিবনগর সরকারের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

### ষোড়শ সংশোধনী

**শিরোনাম :** সংবিধান [ষোড়শ সংশোধন] আইন, ২০১৪।
**উত্থাপনকারী :** আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক।
**সংসদে পাসের তারিখ :** ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪।
**বিষয়বস্তু :** বিচারপতিদের অভিশংসন বা অপসারণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদে অর্পণ।

### ষোড়শ সংশোধনীর হাইলাইটস

জাতীয় সংসদে পাস করা বিচারপতি অপসারণ-সংক্রান্ত সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ও বাতিল।
প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের সাত বিচারপতির বেঞ্চ ৩ জুলাই, ২০১৭ (সোমবার) সর্বসম্মতভাবে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করে রায় দেন।
এর আগে বিভিন্ন সময়ে সংসদে প্রণীত চারটি (পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম এবং ত্রয়োদশ) সংবিধান সংশোধন আইন সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করেছিল। কিন্তু এর কোনোটিই যে সংসদ প্রণয়ন করেছিল, সেই সংসদের আমলে তা বাতিল হয়নি। দেশের ইতিহাসে এই প্রথম যে সংসদ ষোড়শ সংবিধান সংশোধন আইন করেছে, সেই সংসদের আমলেই এটি বাতিল হলো।

## সপ্তদশ সংশোধনী

**শিরোনাম :** সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮।
**উত্থাপনকারী :** আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক।
**সংসদে পাসের তারিখ :** ৮ জুলাই, ২০১৮।
**বিষয়বস্তু :** একাদশ জাতীয় সংসদে প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে শুরু করে ২৫ বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে সংসদ ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত ৫০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

## সংবিধান ও সংরক্ষিত নারী আসন

সংবিধানের সপ্তদশ সংশোধনী পাস হওয়ার আগে পর্যায়ক্রমে সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদ আরও চারবার সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ ও সংখ্যা বাড়ানো হয়।

- প্রথম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ছিল ১৫টি।
- দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ছিল ৩০টি।
- চতুর্থ জাতীয় সংসদে কোনো সংরক্ষিত নারী আসন ছিল না।
- অষ্টম জাতীয় সংসদে নারী আসন ছিল ৪৫টি।
- নবম ও দশম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৫০টি।

## একনজরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে রদ করা হয়েছে → ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে [৩৬তম বিসিএস]
- সংবিধানে এখন পর্যন্ত সংশোধনী আনা হয়েছে → ১৭ বার
- বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর উদ্দেশ্য → ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দির বিচার অনুষ্ঠান [২১তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা সংবিধানের যে সংশোধনীর মাধ্যমে পুনঃপ্রবর্তিত হয় → দ্বাদশ [২০তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা চালু হয় → সংবিধানের ১২ নম্বর সংশোধনীর মাধ্যমে
- বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম সংশোধনী গৃহীত হয় → ১৯৭৩ সালে
- ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয় → সংবিধানের ৮ম সংশোধনী বিল অনুসারে
- জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা ৫০-এ উন্নীত করা হয় → পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে
- সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী গৃহীত হয় → ১৯৭৯ সালে
- 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'-এর পরিবর্তে 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ' প্রবর্তিত হয় → ১৯৭৯ সালে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে
- নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রবর্তনের বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে → ১৩শ সংশোধনীতে
- বাংলাদেশ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মূল বিষয় ছিল → তত্ত্বাবধায়ক সরকার
- সংবিধান সংশোধনের বিধান আছে → ১৪২ অনুচ্ছেদে
- বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনী গৃহীত হয় → ২৩ নভেম্বর, ১৯৭৪
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন → দুই-তৃতীয়াংশ
- সংবিধানের যে সংশোধনী দ্বারা বাংলাদেশে উপ-রাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্ত হয় → দ্বাদশ
- চতুর্দশ সংবিধান সংশোধনী বিলে মহিলা আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব রাখা হয়েছে → ৪৫
- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনটি জাতীয় সংসদে পাস করা হয় → ২৭ মার্চ, ১৯৯৬
- বাংলাদেশের সংবিধানে আইনের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে → ১৫২ অনুচ্ছেদে
- বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী গৃহীত হয় → ১৯৭৩ সালে
- সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য → সংসদীয় গণতন্ত্র
- সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর বিষয়বস্তু → গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ প্রসঙ্গ
- চতুর্দশ সংশোধনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য → মহিলাদের সংরক্ষিত আসন
- জরুরি অবস্থা জারির বিধান সংবিধানে সন্নিবেশিত হয় → দ্বিতীয় সংশোধনীতে
- যে সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা চালু করায় → চতুর্থ

## সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ ও বাতিল ঘোষিত সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

| সংশোধনী | রিটকারী ও তারিখ | হাইকোর্ট বিভাগের রায় | আপিল বিভাগের রায় |
|---|---|---|---|
| পঞ্চম সংশোধনী | মাকসুদুল আলম; ২০০০ সালে | অবৈধ ঘোষণা; ২৯ আগস্ট ২০০৫ | অবৈধ ঘোষণা; ২ ফেব্রুয়ারি ২০১০ |
| সপ্তম সংশোধনী | সিদ্দিক আহমেদ; জানুয়ারি, ২০১০ | অবৈধ ঘোষণা; আগস্ট, ২০১০ | অবৈধ ঘোষণা; মে, ২০১১ |
| অষ্টম সংশোধনী | সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ১৯৮৯ সালে ২ সেপ্টেম্বর সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর (১০০নং অনুচ্ছেদ-এর) মাধ্যমে আনীত ঢাকার বাইরের হাইকোর্ট বিভাগের ৬টি বেঞ্চ অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করে। তবে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে বলবৎ রাখা হয় এবং Dacca-এর নাম Dhaka এবং Bengali-এর নাম Bangla গ্রহণ করা হয়। | | |
| ত্রয়োদশ সংশোধনী | এম সলিমউল্লাহ, আবদুল মান্নান খান ও রুহুল কুদ্দুস বাবু; অক্টোবর ১৯৯৯ | বৈধ ঘোষণা; ৪ আগস্ট ২০০৪ | অবৈধ ঘোষণা; মে, ২০১১ |
| ষোড়শ সংশোধনী | সুপ্রিম কোর্টের নয় জন আইনজীবী; নভেম্বর, ২০১৪ | অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা; মে, ২০১৬ | অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা; ৩ জুলাই, ২০১৭ |

## সংবিধানে সংখ্যা সংশ্লিষ্ট তথ্য

| সংখ্যা | তথ্য |
|---|---|
| ১ | বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা ১টি। কমিটির ১ জন সদস্য ছিলেন বিরোধী দল ন্যাপের সদস্য। তিনি হলেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। |
| ২ | বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষা দুটি : বাংলা ও ইংরেজি। |
| ৪ | সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি চারটি। |
| ৭ | বাংলাদেশের সংবিধান সাতটি তফসিল বা Schedule-এ বিভক্ত। |
| ১১ | বাংলাদেশের সংবিধানের ভাগ ১১টি |
| ১৭ | বাংলাদেশের সংবিধানে এ পর্যন্ত মোট সংশোধনী ১৭টি |
| ৩৩ | সংবিধান প্রণয়ন কমিটির ৩৪ সদস্যের মধ্যে ৩৩ জন ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য |
| ৩৪ | সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন ৩৪ জন |
| ৭১ | সংবিধান প্রণয়ন কমিটি ৭১টি অধিবেশনে মিলিত হয়ে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করে |
| ৭৩ | গণপরিষদে পেশকৃত খসড়া সংবিধানটি ছিল ৭৩ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট |
| ৯৩ | হস্তলিখিত মূল সংবিধানের পাতার সংখ্যা ৯৩ |
| ১৫৩ | বাংলাদেশের সংবিধানে মোট ১৫৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে |



| সংখ্যা | তথ্য |
|---|---|
| ৩৯৯ | হস্তলিখিত মূল সংবিধানে গণপরিষদের ৩৯৯ জন সদস্য স্বাক্ষর করেন। |
| ৪০৩ | ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত ৪৬৯ সদস্যের মধ্যে ৪০৩ সদস্য নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয় |
| ৮, ৪৮, ৫৬ | সংবিধানের এ তিনটি অনুচ্ছেদ সংশোধনের জন্য গণভোটের প্রয়োজন হয় |

## সংবিধান অনুযায়ী বিভিন্ন পদের বয়সসীমা

| পদ | পদের বয়সসীমা |
|---|---|
| রাষ্ট্রপতি | কার্যভার গ্রহণ হতে ৫ বছর। |
| প্রধান বিচারপতি | ৬৭ বছর বয়স পর্যন্ত। |
| প্রধানমন্ত্রী | কার্যভার গ্রহণ হতে ৫ বছর। |
| সংসদ সদস্য | কার্যভার গ্রহণ হতে ৫ বছর। |
| মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক | ৬৫ বছর বা কার্যভার গ্রহণ হতে ৫ বছর (যেটি আগে হবে তা কার্যকর হবে)। |
| পিএসসি চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য | ৬৫ বছর বা কার্যভার গ্রহণ হতে ৫ বছর (যেটি আগে হবে, তা কার্যকর হবে)। |

## কে, কাকে শপথ পড়ান

**সংবিধানের ১৪৮নং অনুচ্ছেদ এবং তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী,**
**রাষ্ট্রপতি যাদের পড়ান :** প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার এবং প্রধান বিচারপতি।
**প্রধান বিচারপতি যাদের শপথ পড়ান :** পিএসসির সদস্য ও চেয়ারম্যান, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, নির্বাচন কমিশনার এবং সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতিকে।
**স্পিকার যাদের শপথ পড়ান :** রাষ্ট্রপতি এবং সংসদ সদস্যদের।

## তফসিল

**প্রথম তফসিল :** অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন
**দ্বিতীয় তফসিল :** রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (বিলুপ্ত)
[নোট : এই তফসিল দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিলুপ্ত করা হয়]।
**তৃতীয় তফসিল :** শপথ ও ঘোষণা
**চতুর্থ তফসিল :** ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি
**পঞ্চম তফসিল :** ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তারিখে রেসকোর্স ময়দানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঐতিহাসিক ভাষণ।
**ষষ্ঠ তফসিল :** ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ১২:৩০টায় অর্থাৎ ২৬ মার্চ রাত প্রথম প্রহরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা।
**সপ্তম তফসিল :** ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তৎকালীন মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।

## বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- বাংলাদেশের সংবিধান কবে কার্যকর হয়? → ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২
- বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয় কোন সালে? → ১৯৭২
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান কোন তারিখে গৃহীত হয়? → ৪ নভেম্বর ১৯৭২
- বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক → রাষ্ট্রপতি
- সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার কথা বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে? → ২৮(২)
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির শপথবাক্য পাঠ করান কে? → স্পিকার
- শিক্ষার জন্য সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাংলাদেশ সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদে? → ১৭নং অনুচ্ছেদে
- বাংলাদেশ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে 'নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ'-এর কথা বলা হয়েছে? → অনুচ্ছেদ ২২
- 'আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান' বলা হয়েছে সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদ? → ২৭নং অনুচ্ছেদে
- বাংলাদেশের সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদে 'চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা' নিশ্চিত করা হয়েছে? → ৩৯নং অনুচ্ছেদে
- সংবিধানের ২৮(২)নং অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু কী? → সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার
- সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারের উল্লেখ আছে? → ৩১নং অনুচ্ছেদে
- বাংলাদেশের সংবিধান এ পর্যন্ত সংশোধন করা হয়েছে? → ১৭ বার
- ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয় বাংলাদেশ সংবিধানের কত নম্বর সংশোধনী বিলে? → অষ্টম সংশোধনী বিল
- সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে সংবিধান সংশোধনের বিধান আছে? → ১৪২নং অনুচ্ছেদে
- বাংলাদেশ সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর বিষয়বস্তু কী? → রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতি দান
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন → দুই-তৃতীয়াংশ
- বাংলাদেশের সংবিধানে আইনের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে কোন অনুচ্ছেদে? → ১৫২নং অনুচ্ছেদে
- বাংলাদেশের সংবিধানে মোট অনুচ্ছেদ আছে → ১৫৩টি
- বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অংশে মৌলিক অধিকার দেওয়া আছে? → তৃতীয় ভাগে
- বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া যায় সর্বোচ্চ → ১০%
- সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদবলে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন? → ৯৩নং অনুচ্ছেদ
- ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদে? → ৭৭নং অনুচ্ছেদে
- 'অর্থ বিল' সম্পর্কিত বিধানাবলি আমাদের সংবিধানের কোন আর্টিক্যালে উল্লেখ আছে? → ৮১(১)
- বাংলাদেশ সংবিধানের অভিভাবক কে? → সুপ্রিম কোর্ট
- বাংলাদেশে বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে কবে পৃথক করা হয়? → ১ নভেম্বর ২০০৭
- সুপ্রিম কোর্টে বিভাগ আছে → ২টি
- বাংলাদেশে বিচারপতিদের সর্বোচ্চ বয়সসীমা কত? → ৬৭ বছর
- EVM বলতে কী বোঝায়? → ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন
- নির্বাচন কমিশনারের মেয়াদকাল কত? → ৫ বছর
- সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে? → ১১৮নং অনুচ্ছেদে
- বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কী ধরনের সংস্থা? → সাংবিধানিক সংস্থা
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সংবিধান দিবস কত তারিখে? → ৪ নভেম্বর

## সেল্ফ টেস্ট-৯

**১. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের কততম সংশোধনীর মাধ্যমে রদ করা হয়েছে?**
(ক) ১২তম (খ) ১৩তম (গ) ১৪তম (ঘ) ১৫তম

**২. বাংলাদেশের সংবিধানে এখন পর্যন্ত কতটি সংশোধনী আনা হয়েছে?**
(ক) ১৪ (খ) ১৫ (গ) ১৬ (ঘ) ১৭

**৩. বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর উদ্দেশ্য কী ছিল?**
(ক) জরুরি অবস্থা ঘোষণা
(খ) মহিলাদের জন্য সংসদের আসন সংরক্ষণ
(গ) সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা
(ঘ) ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দির বিচার অনুষ্ঠান

**৪. কোন জাতীয় সংসদের মেয়াদকাল ১১ দিন ছিল?**
(ক) পঞ্চম (খ) ষষ্ঠ (গ) দ্বিতীয় (ঘ) চতুর্থ

**৫. বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয় কত তারিখ থেকে?**
(ক) ২৬ মার্চ ১৯৭১ (খ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
(গ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ (ঘ) ৪ নভেম্বর ১৯৭১

**৬. বাংলাদেশের সংবিধানের বিধান অনুযায়ী যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন–**
(ক) মন্ত্রী (খ) জাতীয় সংসদ (গ) রাষ্ট্রপতি (ঘ) প্রধানমন্ত্রী

**৭. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে কোরাম হয় কত সদস্যের উপস্থিতিতে?**
(ক) ৫৭ জন (খ) ৫৯ জন (গ) ৬০ জন (ঘ) ৬৫ জন

**৮. নির্বাচন কমিশন গঠিত হয় সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী–**
(ক) ৬৪ (খ) ৯৪ (গ) ১১৮ (ঘ) ১৩৭

**৯. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে ভোটার তালিকার বিধান বর্ণিত আছে?**
(ক) ২৪নং অনুচ্ছেদে (খ) ১১৯নং অনুচ্ছেদে
(গ) ১১৮নং অনুচ্ছেদে (ঘ) ১২১নং অনুচ্ছেদে

**১০. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে সরকারি কর্ম কমিশন গঠনের উল্লেখ আছে–**
(ক) ১৩০ (খ) ১৩১ (গ) ১৩৭ (ঘ) ১৪০

**১১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন কী?**
(ক) মৃত্যুদণ্ড (খ) সংবিধান (গ) সংসদ (ঘ) ফৌজদারি আইন

**১২. বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কী ধরনের সংস্থা?**
(ক) স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা (খ) করপোরেট সংস্থা
(গ) সাংবিধানিক সংস্থা (ঘ) পূর্ণ সরকারি সংস্থা

**১৩. বাংলাদেশের সরকারি কর্ম কমিশনের বিষয়াদি সংবিধানের কোন ভাগে সন্নিবেশিত হয়েছে?**
(ক) নবম ভাগে (খ) দ্বিতীয় ভাগে
(গ) পঞ্চম ভাগে (ঘ) অষ্টম ভাগে

**১৪. Which articles of the Constitution of Bangladesh remain under suspension during the period of emergency?**
(ক) 36, 37, 38, 40, 41, 42 (খ) 36, 37, 38, 39, 40, 41
(গ) 36, 37, 38, 39, 40, 42 (ঘ) 36, 37, 38, 39, 41, 42

**১৫. বাংলাদেশের সংবিধানে আইনের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে কোন অনুচ্ছেদে?**
(ক) ১৪২ (খ) ১২২ (গ) ১১২ (ঘ) ১৫২

**১৬. বাংলাদেশের সংবিধানের কত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী নিয়োগ হয়?**
(ক) ৫৫ (খ) ৫৬ (গ) ৫০ (ঘ) ৫৮

### উত্তরপত্র : সেল্ফ টেস্ট-৯

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ঘ | ২. | ঘ | ৩. | ঘ | ৪. | খ | ৫. | গ |
| ৬. | খ | ৭. | গ | ৮. | ঘ | ৯. | ঘ | ১০. | গ |
| ১১. | খ | ১২. | গ | ১৩. | ক | ১৪. | গ | ১৫. | গ |
| ১৬ | খ | | | | | | | | |

# লেকচার : ১০

আলোচ্য বিষয় : বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা-১; আইন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ, আইন প্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণ।

## ৪৬–৩৫তম বিসিএস প্রিলি.প্রশ্নোত্তর

### ৪৬তম বিসিএস

- অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রে কোন অংশের কর্মকর্তা? → নির্বাহী বিভাগ
- বাংলাদেশের সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন? → ৯৫ অনুচ্ছেদ

### ৪৫তম বিসিএস

- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন → রাষ্ট্রপতি

### ৪৪তম বিসিএস

- বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি → এককেন্দ্রিক
- বাংলাদেশের সংবিধানের রক্ষক → সুপ্রিম কোর্ট

### ৪৩তম বিসিএস

- তথ্য অধিকার আইন কোন সালে চালু হয়? → ২০০৯
- বাংলাদেশে ভোটার হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স কত? → ১৮

### ৪১তম বিসিএস

- বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? → ৭ মার্চ ১৯৭৩

### ৪০তম বিসিএস

- বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদের নির্বাচন হয় → ৭ মার্চ ১৯৭৩

### ৩৯তম বিসিএস (বিশেষ)

- প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা কার কর্তৃত্বে প্রযুক্ত হয়? → প্রধানমন্ত্রী
- বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন কে? → রাষ্ট্রপতি

### ৩৮তম বিসিএস

- দেশের কোনো এলাকাতেই ভোটার হননি– এমন ব্যক্তি সংসদ নির্বাচনে → কোনোক্রমেই প্রার্থী হতে পারবেন না
- কোনটি স্থানীয় সরকার নয়? → পল্লী বিদ্যুৎ
- আইন প্রণয়নের ক্ষমতা → জাতীয় সংসদের

### ৩৭তম বিসিএস

- NILG-এর পূর্ণ রূপ → National Institute of Local Government (জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট)
- যে জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব চালু হয় → সপ্তম
- মাত্র ১টি করে সংসদীয় আসন রয়েছে → বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায়
- জাতীয় সংসদে 'কাস্টিং ভোট' বলা হয় → স্পিকারের ভোটকে
- 'ট্যারিফ কমিশন' যে মন্ত্রণালয়ের অধীন → বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

### ৩৬তম বিসিএস

- ECNEC-এর চেয়ারম্যান বা সভাপতি → প্রধানমন্ত্রী
- বাংলাদেশের বৃহত্তর জেলা → ১৯টি
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ → এক কক্ষবিশিষ্ট

### ৩৫তম বিসিএস

- বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা → ৪৫৫৪



## বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা

রাষ্ট্রের উপাদান হলো চারটি। যথা : জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার এবং সার্বভৌমত্ব। এই চার উপাদানের মধ্যে সরকার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের যন্ত্রস্বরূপ। সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্র তার সকল কাজ সম্পন্ন করে। 'সরকার' রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি। রাষ্ট্রের মুখপাত্র হলেন সরকার। সাধারণভাবে সরকার ব্যবস্থা বলতে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের সার্বিক ব্যবস্থাপনাকে বোঝায়।

### সরকারের তিনটি অঙ্গ

যথা : ১. আইনসভা, ২. শাসন বা নির্বাহী বিভাগ ও ৩. বিচার বিভাগ।

সরকার
- ১. আইন বিভাগ/ জাতীয় সংসদ (স্পিকারের অধীন)
- ২. নির্বাহী বিভাগ/ শাসন বিভাগ (প্রধানমন্ত্রীর অধীন)
- ৩. বিচার বিভাগ (প্রধান বিচারপতির অধীন)

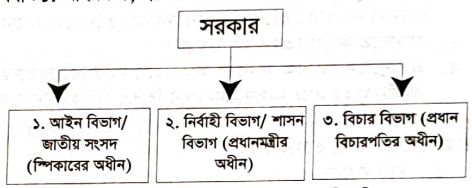

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি উল্লিখিত তিন বিভাগের সাংবিধানিক প্রধান

## আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ

### বাংলাদেশের আইন বিভাগ

সরকারের তিনটি বিভাগের একটি হচ্ছে আইন বিভাগ। আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োজনবোধে প্রচলিত আইনের সংশোধন বা রদবদল করে থাকে। আইন বিভাগের একটি অংশ হলো আইনসভা বা পার্লামেন্ট, আইনসভা আইন প্রণয়ন করে। আইনসভা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনোনীত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়। আইনসভা প্রণীত আইন রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মতি লাভের পর কার্যকর হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের আইন সভা রয়েছে এবং এসব আইনসভা বিভিন্ন নামে পরিচিত। বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ (এক কক্ষবিশিষ্ট)।

**আইনসভা-সংক্রান্ত তথ্য :**

| | |
|---|---|
| আইনসভার প্রধান | স্পিকার |
| সভাপতি | স্পিকার |
| সংসদ নেতা | প্রধানমন্ত্রী |

বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চম ভাগে ৬৫ থেকে ৯৩ পর্যন্ত অনুচ্ছেদে আইন বিভাগ সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে।

### জাতীয় সংসদ

**ক. জাতীয় সংসদ পরিচিতি :** বাংলাদেশের সংবিধানে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রবর্তন করা হয়। বাংলাদেশের আইনসভার নাম 'জাতীয় সংসদ'। সংবিধানে বলা হয়েছে → 'জাতীয় সংসদ' নামে 'বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকবে এবং এ সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হবে'। রাজধানী ঢাকার জাতীয় সংসদের স্থায়ী আসন রয়েছে। জাতীয় সংসদের ইংরেজি নাম → House of The Nation.

**খ. জাতীয় সংসদের গঠন :** সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদের সাধারণ আসন সংখ্যা ৩০০। একক আঞ্চলিক নির্বাচনি এলাকাসমূহ হতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ৩০০ সদস্য নির্বাচিত হবেন। এ ছাড়া ৫০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। তাঁরা সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। মহিলারা সংরক্ষিত আসন ছাড়াও সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতে পারবেন।

| ক্রম. | জাতীয় সংসদ পরিচালনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব |
|---|---|
| ১. | **রাষ্ট্রপতি :** জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, মুলতবি, স্থগিত ও ভেঙে দেওয়ার এখতিয়ার রাখেন। |
| ২. | **স্পিকার :** জাতীয় সংসদ/আইনসভার সভাপতি। নিয়মিতভাবে অধিবেশন বিল উত্থাপন ও আলোচনা সুযোগ করে দেওয়া। প্রয়োজনে কাস্টিং ভোট প্রদান ক্ষমতা রয়েছে। সংসদীয় কার্য উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি। |
| ৩. | **ডেপুটি স্পিকার :** স্পিকারকে অধিবেশন পরিচালনায় সহযোগিতা করা। স্পিকারের অনুপস্থিতিতে জাতীয় সংসদে সভাপতিত্ব করা। সংসদীয় স্থায়ী লাইব্রেরি কমিটির সভাপতি। |
| ৪. | **হুইপ :** জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালি বিধি অনুযায়ী শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং দলীয় ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখা। |
| ৫. | **প্রধানমন্ত্রী :** জাতীয় সংসদের নেতা। |

**গ. সংসদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা :** বাংলাদেশ সংবিধানে 'সংসদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও আযোগ্যতা' বিষয়টি উল্লেখ আছে → ৬৬ অনুচ্ছেদে

১. **যোগ্যতা :** জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হতে হলে কোনো ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে :
   ১. বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;
   ২. অন্যূন ২৫ বছর বয়স্ক হতে হবে;
   ৩. তাঁর নাম সংসদ সদস্যের নির্বাচনে ভোটার তালিকাভুক্ত হতে হবে।

২. **অযোগ্যতা :** কোনো ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার এবং সংসদে থাকার যোগ্য হবেন না; যদি তিনি–
   ক. কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত হন;
   খ. দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর দায় হতে অব্যাহতি লাভ না করে থাকেন;
   গ. কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন;
   ঘ. নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্যূন দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং মুক্তিলাভের পাঁচ বছরকাল অতিবাহিত না হয়ে থাকে;
   ঙ. ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীনে যে কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়ে থাকেন;
   চ. আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য করছে না– এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোনো ঘোষণা লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথবা,
   ছ. কোনো আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য ঘোষিত হন।

**ঘ. সংসদ সদস্যপদের আসন শূন্য হওয়ার কারণ :** সংবিধানের ৬৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হবে; যদি–

১. ক. তাঁর নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে নব্বই দিনের মধ্যে তিনি তৃতীয় তফসিলে নির্ধারিত শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করতে ও শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রের স্বাক্ষর দান করতে অসমর্থ হন;

খ. সংসদের অনুমতি না দিয়ে তিনি একাদিক্রমে নব্বই বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকেন;
গ. সংসদ ভেঙে যায়;
ঘ. তিনি নির্বাচিত হওয়ার পর এ সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন অযোগ্য ঘোষিত হন; অথবা
ঙ. কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হয়ে কোনো ব্যক্তি কোনো নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর উক্ত দল হতে পদত্যাগ করেন বা বহিষ্কৃত হন।

২. কোনো সংসদ সদস্য স্পিকারের নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারেন।

ঙ. **সংসদের মেয়াদ :** জাতীয় সংসদের কার্যকাল ৫ (পাঁচ) বছর।

চ. **কোরাম :** সংবিধানের ৭৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের কোরাম গঠিত হবে। অর্থাৎ সংসদে ন্যূনতম এক-পঞ্চমাংশের অর্থাৎ $(300 \div 5) = 60$ জন সংসদ সদস্য উপস্থিত না হলে স্পিকার সংসদ অধিবেশন শুরু করেন না। অথবা সংসদ অধিবেশনরত থাকলে তা স্থগিত করবেন। এটি সংবিধানের ৭৫নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে।

ছ. **অধিবেশন :** জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের পর সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করবেন। এছাড়া রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ও ভেঙে দিতে পারবেন। জাতীয় সংসদের অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে সংসদ সদস্যদের মধ্যে হতে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হবেন।

জ. **সংসদে উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ :** সংবিধানে ৬৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে ৯০ দিনের মধ্যে তিনি তৃতীয় তফসিলে নির্বাচিত হিসেবে শপথ গ্রহণ ও স্বাক্ষরদান করবেন। নইলে তাঁর সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হবে। কোনো জাতীয় সংসদ সদস্য যদি সংসদের অনুমতি না নিয়ে একাদিক্রমে নব্বই বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে তাঁর আসন শূন্য হবে। অবশ্য জাতীয় সংসদ ভেঙে গেলেও সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হবে।

ঝ. **সংসদীয় কমিটি :** জাতীয় সংসদের কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংবিধানের ৭৬(১) অনুচ্ছেদে তিন ধরনের স্থায়ী কমিটির কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো → ১. সরকারি হিসাব কমিটি, ২. বিশেষ অধিকার কমিটি, ৩. অন্যান্য স্থায়ী কমিটি। এ ছাড়া রয়েছে কার্য উপদেষ্টা কমিটি, বেসরকারি সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত বাছাই কমিটি, সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কমিটি, লাইব্রেরি কমিটি, সংসদ কমিটি ও বিশেষ কমিটি।

ঞ. **কার্যপ্রণালি বিধি :** বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নিজস্ব কার্যপ্রণালি বিধি রয়েছে। এসব বিধি দ্বারা জাতীয় সংসদের কাজ সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয়। কীভাবে জাতীয় সংসদ আহ্বান, স্থগিত ও ভেঙে দেওয়া যায়, কীভাবে সংসদ সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করেন, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন, সংসদে প্রশ্ন উত্থাপন পদ্ধতি, সংসদ সদস্যদের পালনীয়, বিধি প্রভৃতি সম্পর্কে কার্যপ্রণালি বিধিতে স্পষ্ট নির্দেশনা থাকে।

ট. **জাতীয় সংসদের ভাষা :** বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ভাষা বাংলা। সংসদের কার্যবিবরণীর সরকারি রেকর্ড বাংলা ভাষায় সংরক্ষিত হয়। তবে কোনো সদস্য চাইলে স্পিকার তাঁকে ইংরেজিতে বক্তব্য রাখার অনুমতি প্রদান করতে পারেন।

ঠ. **জাতীয় সংসদ এবং এর সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি :**

১. সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোনো আদালতের প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।
২. সংসদের যে সদস্য বা কর্মচারীর ওপর সংসদের কার্যপ্রণালি নিয়ন্ত্রণ, কার্য পরিচালনা বা শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতা থাকবে, তিনি এ সকল ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কিত কোনো ব্যাপারে কোনো আদালতের এখতিয়ারের অধীন হবেন না।
৩. সংসদে বা সংসদের কোনো কমিটিতে কিছু বলা বা ভোট দানের জন্য কোনো সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যায় না।
৪. সংসদ কর্তৃক বা সংসদের কর্তৃত্বের কোনো রিপোর্ট, কাগজপত্র, ভোট বা কার্যধারা প্রকাশের জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যায় না।
৫. এ অনুচ্ছেদ সাপেক্ষে সংসদের আইন দ্বারা সংসদের, সংসদের কমিটিসমূহের এবং সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা যাবে।

**জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি :**

১. সরকার গঠন
২. শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ
৩. আইন প্রণয়ন
৪. সরকারের তহবিল নিয়ন্ত্রণ
৫. বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা
৬. নির্বাচনি কাজ
৭. সংবিধান সংশোধন
৮. জরুরি অবস্থা ঘোষণা-সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি।

## একনজরে জাতীয় সংসদ ভবন

| | |
|---|---|
| স্থপতি | লুই আই ক্যান (এস্তোনিয়ার বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক) |
| সংসদ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় | ১৯৬২ (আইয়ুব খান কর্তৃক) |
| নির্মাণ শুরু | ১৯৬৪-৬৫ অর্থবছরে |
| উদ্বোধন | ২৮ জানুয়ারি ১৯৮২ (তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস ছাত্তার কর্তৃক) |
| নির্মাণ ব্যয় | ১৯৭ কোটি টাকা ছাদ ও দেয়ালের স্ট্রাকচারাল |
| ডিজাইনার | হ্যারি পাম ব্লুম |
| সংসদ এলাকার আয়তন | ২১৫ একর |
| সংসদ ভবনের আয়তন | ৩.৪৪ একর |
| সংসদ ভবনের উচ্চতা | ১৫৫ ফুট ৮ ইঞ্চি |
| ভবনের তলা | ৯ তলা |
| প্রথম অধিবেশন বসে | ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ |
| সংসদ সংলগ্ন লেক | ক্রিসেন্ট লেক |

## বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যকাল

| সংসদ | অধিবেশন শুরু | অধিবেশন শেষ |
|---|---|---|
| প্রথম সংসদ | ৭ এপ্রিল ১৯৭৩ | ৬ নভেম্বর ১৯৭৫ |
| দ্বিতীয় সংসদ | ২ এপ্রিল ১৯৭৯ | ২৪ মার্চ ১৯৮২ |
| তৃতীয় সংসদ | ১০ জুলাই ১৯৮৬ | ৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭ |
| চতুর্থ সংসদ | ১৫ এপ্রিল ১৯৮৮ | ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ |
| পঞ্চম সংসদ | ৫ এপ্রিল ১৯৯১ | ২৪ নভেম্বর ১৯৯৫ |
| ষষ্ঠ সংসদ | ১৯ মার্চ ১৯৯৬ | ৩০ মার্চ ১৯৯৬ |



| সংসদ | অধিবেশন শুরু | অধিবেশন শেষ |
|---|---|---|
| সপ্তম সংসদ | ১৪ জুলাই ১৯৯৬ | ১৩ জুলাই ২০০১ |
| অষ্টম সংসদ | ২৮ অক্টোবর ২০০১ | ২৭ অক্টোবর ২০০৬ |
| নবম সংসদ | ২৫ জানুয়ারি ২০০৯ | ২৪ জানুয়ারি ২০১৪ |
| দশম সংসদ | ২৯ জানুয়ারি ২০১৪ | ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ |
| একাদশ সংসদ | ৩০ জানুয়ারি ২০১৯ | ০২ নভেম্বর ২০২৩ |
| দ্বাদশ সংসদ | ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ | ০৬ আগস্ট ২০২৪ (সংসদ বিলুপ্ত হয়) |

- সবচেয়ে কম মেয়াদের/ছোট সংসদ হলো → ষষ্ঠ সংসদ
- ষষ্ঠ সংসদের মেয়াদ → ১২ দিন

## জাতীয় সংসদের স্পিকার, হুইপ, বিরোধীদলীয় নেতা

- জাতীয় সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করা হয় → সংবিধানের ৭৪(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী
- জাতীয় সংসদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা → স্পিকার
- রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে বা তার অসামর্থ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন → স্পিকার
- গণপরিষদের প্রথম স্পিকার → শাহ আবদুল হামিদ
- গণপরিষদের প্রথম ডেপুটি স্পিকার → মোহাম্মদ উল্লাহ
- গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন সভাপতিত্ব করেন → মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ
- জাতীয় সংসদের প্রথম স্পিকার → মোহাম্মদ উল্লাহ
- জাতীয় সংসদের প্রথম ডেপুটি স্পিকার → মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ
- জাতীয় সংসদের প্রথম সংসদ নেতা → বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- বিরোধীদলীয় নেতা ছিল না → প্রথম ও ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ
- জাতীয় সংসদের প্রথম চিফ হুইপ → শাহ মোয়াজ্জেম হোসাইন
- জাতীয় সংসদের চিফ হুইপের মর্যাদা → পূর্ণ মন্ত্রীর সমান
- জাতীয় সংসদের প্রথম (সর্বকনিষ্ঠ) নারী স্পিকার → ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী

## সংসদীয় আসন

- সংসদীয় আসন সীমানা নির্ধারণ করা হয় → Geographic Informatiom System or Graphical Information System- GIS পদ্ধতিতে
- সবচেয়ে বেশি সংসদীয় আসন → ঢাকায় (২০টি)
- ঢাকা সিটি করপোরেশনে সংসদীয় আসন সংখ্যা → ১৫টি। দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে → ৮টি এবং উত্তর সিটি করপোরেশনে ৭টি।
- একটি করে সংসদীয় আসন (৩টি জেলায়) → রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায়
- সর্বাধিক ভোটার সংখ্যাবিশিষ্ট সংসদীয় আসন → ঢাকা ১৯ (সাভার)
- সবচেয়ে কম ভোটার সংখ্যাবিশিষ্ট সংসদীয় আসন → ঝালকাঠি-১
- জাতীয় সংসদের ১নং আসনটি বাংলাদেশের যে জেলায় → পঞ্চগড় (পঞ্চগড়-সদর-আটোয়ারী)
- জাতীয় সংসদের ৩০০নং আসন → বান্দরবান

## সংবিধানে সংসদের দিন সংক্রান্ত তথ্য

- **৭ দিন :** রাষ্ট্রপতির সংবিধান সংশোধন বিলে অনুমোদনের সময়
- **৭ দিন :** রাষ্ট্রপতি ৭ দিনের মধ্যে অর্থবিলে স্বাক্ষর করবেন
- **১৫ দিন :** সংসদে গৃহীত কোনো বিলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি দেওয়ার সময়সীমা
- **৩০ দিন :** নির্বাচনের পর ৩০ দিনের মধ্যে সংসদ অধিবেশন বসবে
- **৬০ দিন :** সংসদের এক অধিবেশন থেকে পরবর্তী অধিবেশনের দূরত্ব
- **৯০ দিন :** স্পিকারের অনুমতি ব্যতীত ৯০ কার্যদিবস অনুপস্থিত থাকলে সংসদ সদস্য পদ শূন্য
- **৯০ দিন :** সংসদ ভেঙে যাওয়া ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদে সদস্য পদ শূন্য হলে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন
- রাষ্ট্রপতি কোনো বিল পুনরায় সংসদে সংশোধনের জন্য পাঠালে ফেরত আসার পর তা পাস করতে হবে → ৭ কার্যদিবসের মধ্যে
- জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের দিন হতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হয় → ৩০ দিনের মধ্যে

## তথ্য বিবরণী

- বাংলাদেশের আইন পরিষদ 'জাতীয় সংসদ' সম্পর্কে বলা হয়েছে → সংবিধানের ৬৫নং অনুচ্ছেদে
- 'জাতীয় সংসদ ভবন' উদ্বোধন করা হয় → ২৮ জানুয়ারি ১৯৮২ (উদ্বোধন → তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার কর্তৃক)
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রতীক → শাপলা
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রধান → প্রধানমন্ত্রী
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সভাপতি → স্পিকার

## বিভিন্ন সময় সংসদে নারী আসন

| সংশোধনী | সাল | সংরক্ষিত নারী আসন | মোট আসন |
|---|---|---|---|
| প্রথম | ১৯৭৩ | ১৫ | ৩১৫ |
| দশম | ১৯৭৯ | ৩০ | ৩৩০ |
| চতুর্দশ | ২০০১ | ৪৫ | ৩৪৫ |
| পঞ্চদশ | ২০১১ | ৫০ | ৩৫০ |

- সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিল না → চতুর্থ সংসদে
- জাতীয় সংসদ ভবনের সামনের আসনগুলোকে বলা হয় → ট্রেজারি বেঞ্চ বা ফ্রন্ট বেঞ্চ
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে এ পর্যন্ত বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান বক্তৃতা করেন → ২ জন
- জাতীয় সংসদে সর্বপ্রথম বাংলায় ভাষণ দেন → যুগোস্লাভিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট মার্শাল জোসেফ টিটো (৩১ জানুয়ারি, ১৯৭৪)
- দ্বিতীয়বারের মতো জাতীয় সংসদে বাংলায় ভাষণ দেন → ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট ভিভি গিরি (১৮ জুন ১৯৭৪)
- জাতীয় সংসদের সদস্যদের বলা হয় → সংসদ সদস্য বা সাংসদ
- সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স → ২৫ বছর [৬৬(১) নং অনুচ্ছেদ]
- রাজনৈতিক দল থেকে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোট দিলে, সংসদ সদস্যদের আসন শূন্য হওয়ার বিষয়টিকে বলা হয় → ফ্লোর ক্রসিং
- 'ফ্লোর ক্রসিং' বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লেখ আছে → ৭০নং অনুচ্ছেদে
- সংসদ অধিবেশন আহ্বান করেন → রাষ্ট্রপতি (৭২নং অনুচ্ছেদ)
- সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর সংসদের অধিবেশন আহ্বান করা হয় → ৩০ দিনের মধ্যে
- প্রতি বৎসর রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দেন → প্রথম সংসদের সূচনায়
- সংসদের প্রথম বৈঠকের স্থান ও সময় নির্ধারণ করেন → রাষ্ট্রপতি
- মন্ত্রিসভার অভিভাবক → জাতীয় সংসদ
- জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেতার মর্যাদা → একজন পূর্ণ মন্ত্রীর সমান
- গণপরিষদের প্রথম ডেপুটি স্পিকার → মোহাম্মদ উল্লাহ
- স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে → সংবিধানের ৭৪ (১)নং অনুচ্ছেদে

- কাস্টিং ভোট (নির্ণায়ক ভোট) : সংসদে স্পিকারের ভোটকে 'কাস্টিং ভোট' বলা হয়। [৩৭তম বিসিএস]
- জাতীয় সংসদের সভাপতি/সংসদ সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান/সংসদের কার্যপ্রণালি নিয়ন্ত্রণ করেন → স্পিকার
- জাতীয় সংসদের প্রথম চিফ হুইপ → শাহ মোয়াজ্জেম হোসাইন
- জাতীয় সংসদের বেসরকারি দিবস → বৃহস্পতিবার
- কোনো মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বিল, বাজেট, সিদ্ধান্ত, প্রস্তাব, সংশোধনী ও অন্যান্য প্রস্তাবকে গণ্য করা হয় → সরকারি কার্যাবলি হিসেবে
- যে বিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত সংসদে উত্থাপন করা যায় না → অর্থ বিল
- যুদ্ধ ঘোষণা করা যায় না → সংসদ সদস্যদের সম্মতি ব্যতিরেকে
- সংসদে ফ্লোর ক্রসিং হচ্ছে → অন্য দলে যোগদান কিংবা নিজ দলের বিপক্ষে ভোট

## গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

| | |
|---|---|
| **অধ্যাদেশ (Ordinance)** | রাষ্ট্রপতি নিজে যে আইন প্রণয়ন করেন (অনুচ্ছেদ-৯৩) |
| **অর্ডার (Order)** | সংবিধানের অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত আইন |
| **অ্যাক্ট (Act)** | সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন (অনুচ্ছেদ-৮০) |
| **বিল** | আইনের খসড়া বা প্রস্তাব |
| **সরকারি বিল** | মন্ত্রীরা যে বিল সংসদে উত্থাপন করেন |
| **বেসরকারি বিল** | সংসদ সদস্যরা যে বিল সংসদে উত্থাপন করেন |

## একনজরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ → এক কক্ষবিশিষ্ট [৩৬তম বিসিএস]
- বেসরকারি বিল → সংসদ সদস্যদের উত্থাপিত বিল [২৬তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের অষ্টম জাতীয় সংসদের যে সদস্য নিজেই নিজের কাছে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেন → আবদুল হামিদ [২৫তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে কোরাম হয় যত সদস্যের উপস্থিতিতে → ৬০ জন। [২৫তম, ২১তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন → রাষ্ট্রপতি [২৪তম বিসিএস (বাতিল)]
- জাতীয় সংসদ ভবন নির্মিত → ২১৫ একর জমির ওপর [২১তম বিসিএস]
- সংসদ ভবনের স্থপতি → লুই আই ক্যান [২১তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা → ৫০ (সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী) [২০তম, ১৫তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক → রাষ্ট্রপতি
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে আসন সংখ্যা → ৩৫০টি
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সভাপতি → মাননীয় স্পিকার
- ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত হয় → ৩০ মার্চ ১৯৯৬
- অনুসৃত নীতি ও কার্যাবলির জন্য বাংলাদেশের কেবিনেট দায়ী থাকে → জাতীয় সংসদের কাছে
- বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের উত্তরণ ঘটে → ৬ আগস্ট ১৯৯১
- প্রথম জাতীয় সংসদের স্থায়িত্ব ছিল → ২ বছর ৬ মাস
- ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের স্থায়িত্ব ছিল → ১২ দিন
- রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন → পার্লামেন্টের সদস্যরা
- নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে যত বছর → ৫ বছর
- বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম স্পিকার ছিলেন → মোহাম্মদ উল্লাহ [**নোট** : গণপরিষদের প্রথম স্পিকার ছিলেন শাহ আবদুল হামিদ]

## বাংলাদেশের শাসন বিভাগ বা নির্বাহী বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ৪৮ থেকে ৬৪নং অনুচ্ছেদে শাসন বিভাগ পরিচালনার মৌলিক আইনসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

রাষ্ট্রের শাসনকার্য তথা নিত্যদিনকার প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজ পরিচালনা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাষ্ট্রের সার্বিক সিদ্ধান্ত এবং সুবিধাসমূহ বাস্তবায়ন করে যে বিভাগ তাকে শাসন বিভাগ বলে। বিস্তৃত অর্থে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে মন্ত্রিসভা, আমলা, নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, কূটনৈতিক, দাপ্তরিক কর্মকর্তা, এমনকি গ্রাম্য চৌকিদারসহ সকল প্রশাসনিক কর্মচারীকে নিয়ে শাসন বা নির্বাহী বিভাগ গঠিত। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে শাসন বা নির্বাহী বিভাগ গঠিত।

**রাষ্ট্রপতি :** রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি জাতীয় সংসদের সদস্যগণ কর্তৃক প্রকাশ্য ভোটে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতির নামে সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশ করা হয়। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি রাষ্ট্রের অন্য সকল পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করেন ও সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী হবেন। তিনি সংবিধান ও আইনের দ্বারা তাঁকে প্রদত্ত ও তাঁর উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করবেন। পাঁচ বছরের মেয়াদে তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। ব্রিটেনের রানি বা ভারতের রাষ্ট্রপতির ন্যায় তিনি হলেন শাসনতান্ত্রিক প্রধান।

**ক. রাষ্ট্রপতি পদের যোগ্যতা :**

১. বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
২. রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে অন্যূন পঁয়ত্রিশ (৩৫) বছর বয়স্ক হতে হবে।
৩. জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হবেন।
৪. রাষ্ট্রপতি এমন ব্যক্তি হবেন, যিনি কখনো এ সংবিধান অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতি পদ হতে অপসারিত হননি।

**খ. নির্বাচন ও পদের মেয়াদ :** রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। একাদিক্রমে কোনো ব্যক্তি দুই মেয়াদের (৫+৫=১০ বছর) বেশি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হতে পারবেন না।

**গ. রাষ্ট্রপতি দায়মুক্তি :** রাষ্ট্রপতি দায়মুক্তি সম্পর্কে সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে–

১. অভিসংশনজনিত বিষয় ছাড়া, রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কিংবা অনুরূপ বিবেচনায় কোনো কাজ করে থাকলে বা না করে থাকলে সেজন্য তাঁকে কোনো আদালতে জবাবদিহি করতে হবে না। তবে এ দফা সরকারের বিরুদ্ধে কার্যধারা গ্রহণে কোনো ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন করবে না।
২. রাষ্ট্রপতি কার্যভারকালে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো প্রকার ফৌজদারি কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাবে না। রাষ্ট্রপতিকে গ্রেপ্তার বা কারাবাসের জন্য কোনো আদালত হতে পরোয়ানা জারি করা যাবে না।

**ঘ. রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি :** বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী ৫ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হলেও নিম্নলিখিত কারণে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসনের মাধ্যমে অপসারিত করতে পারবে :



১. সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাবে। এজন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিপ্রায় ও অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে একটি প্রস্তাবের নোটিস স্পিকারের নিকট প্রদান করতে হবে। স্পিকারের নিকট অনুরূপ নোটিস প্রদানের দিন হতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এ প্রস্তাব আলোচিত হতে পারবে না। সংসদ অধিবেশনরত না থাকলে স্পিকার অবিলম্বে সংসদ আহ্বান করবেন।
২. অভিযোগ বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতি স্বয়ং উপস্থিত থাকতে পারবেন কিংবা প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারবেন।
৩. অভিযোগ বিবেচনার পর মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলে ঘোষণা করে জাতীয় সংসদ কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করলে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

**ঙ. অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতি অপসারণ :** সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৫৩ তে বলা হয়েছে যে → (১) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর পদ হতে অপসারিত করা যেতে পারে।

**চ. অনুপস্থিতি প্রভৃতির কালে রাষ্ট্রপতি পদে দায়িত্ব পালন :** সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে → রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়ার পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

**ছ. রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি :** রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিম্নরূপ–

- ✓ **নির্বাহী ক্ষমতা ও কার্যাবলি :** বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি একজন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান (Constitutional Head)। বাংলাদেশ সরকারের সকল নির্বাহী কার্যক্রম রাষ্ট্রপতি নামে গৃহীত হবে।
- ✓ রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের নিয়োগ করবেন।
- ✓ **আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি :** রাষ্ট্রপতি সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জাতীয় সংসদ আহ্বান, স্থগিত ও ভেঙে দিতে পারবেন। তিনি সংসদে ভাষণ দান ও বাণী প্রেরণ করতে পারবেন।
- ✓ **জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার ক্ষমতা :** যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা তার অংশবিশেষে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার উপক্রম হলে বা অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হওয়ার বা সংকটের সম্মুখীন হলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। জরুরি অবস্থা ঘোষণার পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষর প্রয়োজন হবে।

**জ. অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা ও কার্যাবলি :** জাতীয় সংসদ যখন অধিবেশনে থাকবে না, তখন যদি জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতি তাঁর বিবেচনামত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 'অধ্যাদেশ' প্রণয়ন ও জারি করতে পারবেন।

**ঝ. অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি :** রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোনো অর্থবিল বা সরকারি অর্থব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত কোনো বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা যাবে না। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোনো মঞ্জুরি দাবি করা যাবে না। বিশেষ প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি সংযুক্ত তহবিল হতে ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

**ঞ. বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি :** সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে তিনি অন্যান্য বিচারপতিকে নিয়োগ প্রদান করবেন। রাষ্ট্রপতি কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্ব ও বিরাম মঞ্জুর করার এবং যে কোনো দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করতে পারবেন।

**ট. সংসদ ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা :** সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারালে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন কিংবা সংসদ ভেঙে দেওয়ার জন্য লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান করবেন। প্রধানমন্ত্রী অনুরূপ পরামর্শদান করলে রাষ্ট্রপতি, অন্য কোনো সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নন, এ মর্মে সন্তুষ্ট হলে, সংসদ ভেঙে দেবেন।

- রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ পরিচালিত হয় → Rules of Business 1996 অনুযায়ী
- শাসন বিভাগের প্রধান নির্বাহী *(Chief executive)* → রাষ্ট্রপতি
- রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ → ৫ বছর
- 'দুই মেয়াদের অধিক কেউ রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না' উল্লেখ আছে → সংবিধানের ৫০(২) অনুচ্ছেদ
- রাষ্ট্রপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান → জাতীয় সংসদের স্পিকার
- রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করেন → স্পিকারের নিকট
- বর্তমানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন → জাতীয় সংসদ সদস্যদের সরাসরি ভোটে
- আদালতের কোনো এখতিয়ার নেই → রাষ্ট্রপতির উপর
- রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে বলা হয়েছে সংবিধানের → ৪৮নং অনুচ্ছেদে
- রাষ্ট্রপতির যেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ গ্রহণ প্রয়োজন হয় না → সংবিধানের ৫৬(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ ও ৯৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান বিচারপতির নিয়োগের ক্ষেত্রে।
- রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে বা পদ শূন্য হলে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন → স্পিকার
- সংসদীয় পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী → রাষ্ট্রপতি
- প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন → রাষ্ট্রপতির নিকট
- প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ অর্থ হলো → সম্পূর্ণ মন্ত্রিসভার পদত্যাগ
- সরকার জবাবদিহি করতে বাধ্য → সংসদের কাছে
- বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়ক → রাষ্ট্রপতি
- সংসদ অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ও ভঙ্গ করেন → রাষ্ট্রপতি
- রাষ্ট্রপতি যে বিলে সম্মতি দানে বিলম্ব করতে পারবেন না → অর্থ বিল
- বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি → মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু
- রাষ্ট্রপতির বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর নাম → প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট (PGR)ও স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (SSF)
- রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন → ৯৫(১)নং অনুচ্ছেদ বলে
- শাসন বিভাগের সাধারণ নির্বাহী হলেন → রাষ্ট্রপতি
- দেশের সকল কাজ পরিচালিত হয় → রাষ্ট্রপতির নামে
- প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ প্রদান করেন → রাষ্ট্রপতি
- রাষ্ট্রপতি হওয়ার ন্যূনতম বয়স → ৩৫ বছর
- রাষ্ট্রপতি যে কোনো আদালত কর্তৃক কোনো শাস্তি মার্জনা, বিলম্ব, স্থগিত বা হ্রাস করেন → ৪৯নং অনুচ্ছেদ বলে
- রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৫১নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী → জবাবদিহি থেকে মুক্ত
- রাষ্ট্রপতির অভিশংসন বা বিচার সম্পর্কে বলা হয়েছে → ৫২নং অনুচ্ছেদে
- বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি → বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী এবং উপ-রাষ্ট্রপতি → সৈয়দ নজরুল ইসলাম
- রাষ্ট্রপতির বাসভবন → বঙ্গভবন

## রাষ্ট্রপতি যাদের নিয়োগ দেন

| | |
|---|---|
| ১ | প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী |
| ২ | প্রধান বিচারপতি |
| ৩ | সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি |
| ৪ | প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনারগণ |
| ৫ | মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক |
| ৬ | পিএসসির চেয়ারম্যান ও সদস্য |
| ৭ | পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর |
| ৮ | অ্যাটর্নি জেনারেল |
| ৯ | বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান |
| ১০ | বাংলাদেশ সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীর প্রধান |
| ১১ | প্রধান তথ্য কমিশনার ও কমিশনারগণ |
| ১২ | মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ |
| ১৩ | জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, আইন কমিশনের চেয়ারম্যান। |

## রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে প্রধান

| | |
|---|---|
| ১ | বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক |

## সংসদীয় আইনবলে নিম্নবর্ণিত সংস্থার প্রধান

| | |
|---|---|
| ১ | পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর |
| ২ | বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি |
| ৩ | বাংলাদেশ স্কাউট |
| ৪ | এশিয়াটিক সোসাইটি |

**প্রধানমন্ত্রী :** বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সরকারপ্রধান। তিনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। প্রধানমন্ত্রী সংসদ নেতা, মন্ত্রিসভার প্রধান, তিনিই সকল মন্ত্রী পছন্দ করে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। প্রধানমন্ত্রী যে কোনো মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বা সংসদের আস্থা হারালে সরকারের পতন ঘটে। প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

সংসদীয় ব্যবস্থার অধীনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা অনেক উপরে। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হলেও রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করনে। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার মূলস্তম্ভ। প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে শাসন ক্ষমতা পরিচালিত হয়। তিনি অনেক সম্মানজনক পদমর্যাদার অধিকারী। সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী তাঁর শাসন পরিচালনার জন্য সংসদের কাছে জবাবদিহি করেন।

প্রধানমন্ত্রী নির্বাহী ক্ষমতার মধ্যমণি। তাঁকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। প্রধানমন্ত্রীই প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। সংবিধানের ৫৫(২) অনুচ্ছেদেবলা হয়েছে যে, 'প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তার কর্তৃত্বে এ সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে।' প্রধানমন্ত্রীর ন্যূনতম বয়স হবে ২৫ বছর।

**নিয়োগ পদ্ধতি :** যে সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। তবে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কেননা সংসদীয় রীতি অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 'সংসদীয় নেতাকেই' (Parliamentary leader) রাষ্ট্রপতি সংসদের আস্থাভাজন সদস্য বলে মনে করবেন। তবে যদি কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়, তখন 'সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তি' খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি তাঁর সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

**প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ :** সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হবে, যদি–

১. তিনি কোনো সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন,
২. তিনি সংসদ সদস্য না থাকেন,
৩. সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারালে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন কিংবা সংসদ ভেঙে দেওয়ার জন্য লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করবেন। তিনি অনুরূপ পরামর্শ দান করলে রাষ্ট্রপতি অন্য কোনো সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নন, এ মর্মে সন্তুষ্ট হলে সংসদ ভেঙে দেবেন।
৪. প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

**গ. প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা, কার্যাবলি ও মর্যাদা :** সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারপ্রধান। তিনি হলেন সমগ্র শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি। তাঁর ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিম্নরূপ–

১. মন্ত্রিসভার গঠন।
২. ক্যাবিনেট তোরণের প্রধান স্তম্ভ
৩. জাতীয় সংসদ নেতা।
৪. রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা।
৫. জাতির মুখপাত্র।
৬. আইন প্রণয়ন।
৭. আর্থিক কার্যাবলি।

**প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা :** সংবিধানের ৫৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মুখ্য নির্বাহী। তিনি হলেন 'এমন একটি সূর্য, যাঁর চারদিকে রাজনৈতিক গ্রহগুলো আবর্তিত হয়।'

- বাংলাদেশের সরকারপ্রধান → প্রধানমন্ত্রী
- শাসন বিভাগের প্রকৃত নির্বাহী *(Real executive)* হলেন → প্রধানমন্ত্রী
- প্রধানমন্ত্রীকে শপথবাক্য পড়ান → রাষ্ট্রপতি
- জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা → প্রধানমন্ত্রী
- বাংলাদেশ সরকারের প্রধান নির্বাহী → প্রধানমন্ত্রী
- প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন → গণভবন
- গণভবন অবস্থিত → শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ইংরেজি নাম → Prime Minister's Office
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অবস্থান → তেজগাঁও, ঢাকা
- বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী → তাজউদ্দীন আহমেদ
- মন্ত্রিপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন → প্রধানমন্ত্রী
- রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী → সরকারপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রী
- সংবিধানের ৫৫ ও ৫৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদের শীর্ষে থাকবেন → প্রধানমন্ত্রী
- মন্ত্রিসভার অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের নির্বাচন করেন → প্রধানমন্ত্রী
- মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে দায়ী থাকবেন → জাতীয় সংসদের নিকট
- সংবিধান অনুযায়ী সংসদ সদস্যের বাইরে থেকে টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া যায় → ১০%

**টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী :** সংসদ সদস্যদের বাইরে থেকে প্রধানমন্ত্রী যে মন্ত্রীদের নিয়োগ প্রদান করেন তাদের টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী বলে। সংবিধানের ৫৬(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সর্বোচ্চ এক-দশমাংশ বা ১০% সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে মনোনীত করা যাবে।



## প্রধানমন্ত্রী পদাধিকার বলে প্রধান

| ক্র. নং | বিবরণ |
|---|---|
| ১. | জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ নির্বাহী কমিটি (ECNEC) |
| ২. | জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) |
| ৩. | প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস-সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) (NICAR) |
| ৪. | বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ |
| ৫. | বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড |
| ৬. | জাতীয় পরিবেশ কমিটি |
| ৭. | রপ্তানি-সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি |
| ৮. | জাতীয় পর্যটন পরিষদ |
| ৯. | জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ |

## একনজরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি → শেখ মুজিবুর রহমান [২৯তম বিসিএস]
- প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের বাইরে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত যে কাজ এককভাবে করতে পারে → প্রধান বিচারপতি নিয়োগ [২১তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য ন্যূনতম বয়স → ২৫ বছর [১৮তম বিসিএস]
- বাংলাদেশে যার উপর আদালতের এখতিয়ার নেই → রাষ্ট্রপতি
- বাংলাদেশের বর্তমান ২২তম রাষ্ট্রপতি → মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু
- 'সরকার' রাষ্ট্র গঠনের → তৃতীয় উপাদান
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তির কমপক্ষে → ৩৫ বছর হতে হবে
- রাষ্ট্র যতটি উপাদান নিয়ে গঠিত → ৪টি
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবন → বঙ্গভবন
- বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা → ড. ইউনূস
- বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দান করেন → প্রেসিডেন্ট
- বাংলাদেশের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মনোনীত করেন → রাষ্ট্রপতি
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন → রাষ্ট্রপতি
- রাষ্ট্রপতির শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন → স্পিকার
- বাংলাদেশের প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা যার কর্তৃত্বে প্রযুক্ত হয় → প্রধানমন্ত্রী
- বাংলাদেশের ন্যাশনাল ট্যুরিজম কাউন্সিলের চেয়ারম্যান → প্রধানমন্ত্রী
- বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী → তাজউদ্দীন আহমদ
- বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট → শেখ মুজিবুর রহমান

## বাংলাদেশের বিচার বিভাগ

সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। সরকারের যে বিভাগ আইন অনুসারে বিচার কাজ পরিচালনা করে থাকে তাকে বিচার বিভাগ বলে। আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার রক্ষা বহুলাংশে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রের সকল আদালত এবং বিচারপতিদের নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত হয়। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করা হয়েছে ১ নভেম্বর ২০০৭। এটি বাংলাদেশের অন্যতম একটি সাংবিধানিক সংস্থা। প্রজাতন্ত্রের আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন অনুসারে ন্যায় বিচার করাই বিচার বিভাগের প্রধান কাজ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগের ৯৪ থেকে ১১৭নং অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

## সুপ্রিম কোর্ট

**গঠন ও আসন :** সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশর সর্বোচ্চ আদালত। বাংলাদেশ সংবিধানের '৯৪ অনুচ্ছেদে' বলা হয়েছে যে, 'সুপ্রিম কোর্ট নামে বাংলাদেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকবে এবং আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে তা গঠিত হবে।'

প্রধান বিচারপতি এবং প্রত্যেক বিভাগে আসন গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে। বিচারকদের প্রয়োজনীয় সংখ্যা নির্ধারণ করবেন রাষ্ট্রপতি। প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ আপিল বিভাগে আসন গ্রহণ করবেন। অন্য বিচারকগণ হাইকোর্টে আসন গ্রহণ করবেন। রাজধানীতে সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে। তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে প্রধান বিচারপতি যে কোনো স্থানে সুপ্রিম কোর্টের অধিবেশন অনুষ্ঠান করতে পারবেন।

**বিচারক নিয়োগ :** সংবিধানের '৯৫ অনুচ্ছেদে' বলা হয়েছে যে, 'প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করবেন।'

**বিচারকদের পদের মেয়াদ ও কার্যকাল :** ৬৭ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ নিজ পদে বহাল থাকবেন।

**সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি :** সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বলতে হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে বোঝায়। বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট সংবিধান বহির্ভূত বিধানকে অবৈধ ঘোষণা করে শাসনতন্ত্রকে সুনির্দিষ্ট গতিপথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা অর্থাৎ এখতিয়ার বা কার্যাবলি নিম্নরূপ :

১. ন্যায়বিচার করা।
২. আইন তৈরি।
৩. মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ।
৪. আইনের ব্যাখ্যা প্রদান ও প্রয়োগ।
৫. সংবিধান রক্ষা করা।
৬. বিরোধের নিষ্পত্তি।
৭. শাসন বিভাগকে পরামর্শ দান।
৮. কোর্ট অব রেকর্ড।
৯. তদারকি ক্ষমতা।
১০. কার্যপ্রণালি নির্ধারণ।

**সুপ্রিম কোর্টের 'পর্যালোচনা ক্ষমতা' :** বাংলাদেশ সংবিধান সুপ্রিম কোর্টকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ক্ষমতাও প্রদান করেছে। সুপ্রিম কোর্ট সংবিধান বিরোধী বিধি বিধানকে অবৈধ ও বিধিবহির্ভূত ঘোষণা করতে পারে। সংবিধানের প্রথম ভাগে ৭(২) এবং ১০২ অনুচ্ছেদে সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশ বাতিল করার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

- বাংলাদেশের বিচার বিভাগ গঠিত → উচ্চ ও নিম্ন আদালত নিয়ে
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত → সুপ্রিম কোর্ট
- সংবিধানে সুপ্রিম কোর্ট সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে → ৯৪(১)নং অনুচ্ছেদে
- সুপ্রিম কোর্ট দুটি বিভাগ নিয়ে গঠিত → ১. আপিল বিভাগ, ২. হাইকোর্ট বিভাগ

- সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্যতা হলো → বিচার বিভাগীয় পদে কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা
- সুপ্রিম কোর্টের একটি স্থায়ী আসন রয়েছে → ঢাকায়
- প্রধান বিচারপতি নিয়োগ প্রদান করেন → মহামান্য রাষ্ট্রপতি অনুচ্ছেদ ৯৫(১)
- আপিল বিভাগের বর্তমান বেঞ্চের সংখ্যা → ২টি
- আপিল বিভাগের একটি ফুল বেঞ্চ গঠিত হয় → প্রধান বিচারপতির নেতৃত্ব ১১ বিচারপতির সমন্বয়ে
- আপিল বিভাগের একটি বেঞ্চে সর্বনিম্ন বিচারপতি থাকতে হয় → ৩ জন
- বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক হয় → ১ নভেম্বর ২০০৭
- বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি → বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম
- সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের প্রথম নারী বিচারপতি → নাজমুন আরা সুলতানা
- বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী প্রধান বিচারপতির অভিশংসন করার ক্ষমতা আছে → সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের (মামলা চলমান)
- প্রধান বিচারপতির অভিশংসনের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে অর্পিত হয় → ১৬তম সংশোধনীর মাধ্যমে
- সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট, বিদ্যালয়ে শারীরিক ও মানবিক শাস্তি অসাংবিধানিক ঘোষণা করে → ১৩ জানুয়ারি ২০১১
- হাইকোর্ট বেঞ্চ গঠন বা পুনর্গঠন করেন → প্রধান বিচারপতি
- সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা → বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৪(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রধান বিচারপতি এবং প্রত্যেক বিভাগে আসন গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যেরূপ সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করবেন, সেরূপ সংখ্যক অন্যান্য বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে।
- বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে ই-রেজিস্টারিং (ইলেকট্রনিক নিবন্ধন) পদ্ধতি উদ্বোধন করা হয় → ১ জানুয়ারি ২০১১
- সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন → ২টি; আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগ
- হাইকোর্টের বেঞ্চ গঠন করেন → প্রধান বিচারপতি
- হাইকোর্ট বিভাগের স্থানীয় আসনটি → ঢাকায়
- প্রধান বিচারপতি পরামর্শক্রমে বিচারপতি নিয়োগ করেন → রাষ্ট্রপতি
- বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের চাকরির বয়সসীমা → ৬৭ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত
- সংবিধান প্রণয়নকালে বিচারপতিদের চাকরির বয়সসীমা ছিল → ৬২ বছর
- ১৯৭৮ সালে সংবিধান সংশোধন করে বিচারপতিদের চাকরির বয়সসীমা করা হয় → ৬৫ বছর

### অধস্তন/অধীন আদালত

- 'অধস্তন আদালতসমূহ প্রতিষ্ঠা' উল্লেখ আছে → বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৪নং অনুচ্ছেদে
- সংবিধানের যে অনুচ্ছেদে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠনের কথা বলা হয়েছিল → ৯৬ (৩) অনুচ্ছেদ
- বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি → বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম (১৯৭২-১৯৭৫)
- বাংলাদেশের ২৫তম প্রধান বিচারপতি → সৈয়দ রেফাত আহমেদ
- বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৯নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে → কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করার এবং যে কোনো দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে।'
- বাংলাদেশের বিচার বিভাগ গঠিত → উচ্চতর ও অধস্তন আদালত নিয়ে
- জেলা আদালতের প্রধান বিচারক → জেলা জজ
- জেলা জজ যখন ফৌজদারি মামলা পরিচালনা করেন, তখন তাকে বলে → দায়রা জজ
- জেলা আদালতগুলো যে ধরনের মামলা পরিচালনা করেন → দেওয়ানি ও ফৌজদারি
- দেওয়ানি আদালতসমূহ যে আদালত হিসেবে পরিচিত → অধস্তন আদালত
- দেওয়ানি আদালত গঠিত → ১৮৮৭ আইন দ্বারা
- আইন অনুযায়ী একটি জেলায় দেওয়ানি আদালতের স্তর রয়েছে → ৫টি
- দেওয়ানি আদালতের স্তরগুলো → (i) সহকারী জজ আদালত, (ii) সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, (iii) যুগ্ম জেলা জজ আদালত, (iv) অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত এবং (v) জেলা জজ আদালত।
- ফৌজদারি আদালতসমূহ → দায়রা আদালত, মেট্রোপলিটন দায়রা আদালত, স্পেশাল কোর্ট/ট্রাইব্যুনাল (ফৌজদারি), মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ম্যাজিস্ট্রেট আদালত
- দায়রা আদালতের কাঠামো অনুযায়ী বিচারকদের ধাপ রয়েছে → ৩টি। যথা : দায়রা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ এবং যুগ্ম দায়রা জজ
- দায়রা আদালতের বিচারক যে ধরনের ফৌজদারি মামলাসমূহের বিচার করে থাকেন → গুরুতর ফৌজদারি মামলা
- নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ফৌজদারি কার্যবিধি ও দণ্ডবিধির অধীনে → ৯৩টি আইনের প্রয়োগ করতে পারেন

### একনজরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করা হয় → ১ নভেম্বর, ২০০৭
- বাংলাদেশের একমাত্র কিশোরী সংশোধন প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত → কোনাবাড়ীতে
- কীসের অভাবে সমাজে বিশৃঙ্খলা বা অসংগতি বৃদ্ধি পায় → ন্যায়বিচারের
- জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে → ২০০৭ সালে
- বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি হলেন → আবু সাদাত মো. সায়েম
- সংবিধানের যে অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল অধ্যাদেশ ২০০২ করা হয়েছে → ৯৩ (১)
- বাংলাদেশের সংবিধানের যে অনুচ্ছেদে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের কথা বলা হয়েছে → ২২নং অনুচ্ছেদে
- বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আপিল নিষ্পত্তি জন্য গঠিত বেঞ্চের বিচারক সংখ্যা → ৫ জন

### আইন প্রণয়ন

- 'আইন প্রণয়ন পদ্ধতি' বাংলাদেশ সংবিধানের → ৮০নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে
- দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার জন্য এবং অপরাধ দমনের জন্য বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫২নং অনুচ্ছেদ অনুসারে সরকার কর্তৃক যে বিধিনিষেধ, আদেশ, প্রবিধান, বিজ্ঞপ্তি জারি করে তাকে বলা হয় → আইন

**বিল :** আইন প্রণয়নের জন্য সংবিধানের ৮০নং অনুচ্ছেদ অনুসারে সংসদে আনীত প্রতিটি প্রস্তাবকে বিল আকারে উত্থাপন করতে হয়। **বিল দুই প্রকার।** যথা- ১. সরকারি বিল, ২. বেসরকারি বিল।

**সরকারি বিল :** মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ যে বিল উত্থাপন করেন; তাই সরকারি বিল।



**বেসরকারি বিল :** সংসদ সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিল।

**বাংলাদেশের আইন পরিষদের নাম :** জাতীয় সংসদ (অনুচ্ছেদ ৬৫)

**বাংলাদেশের আইন পরিষদ গঠিত :** ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে

**বাংলাদেশের আইন পরিষদ :** এক কক্ষবিশিষ্ট

**যে কোনো আইন পাস হয় :** সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যের ভোটের মাধ্যমে

**বাংলাদেশের আইন পরিষদের সভাপতি :** স্পিকার

**আইন প্রণয়ন করা হয় দুই পদ্ধতিতে :** ১. বিল উত্থাপন ও ২. অধ্যাদেশ

**অধ্যাদেশ জারি করেন :** রাষ্ট্রপতি

**রাষ্ট্রপতির 'অধ্যাদেশ' জারির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে :** সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে

**অধ্যাদেশ (Ordinance) :** রাষ্ট্রের জরুরি প্রয়োজনে সংসদ বা সংসদ অধিবেশন না থাকলে রাষ্ট্রপতি যে আদেশ জারি করেন; তাই অধ্যাদেশ। সংসদের প্রথম বৈঠক থেকে ৩০ দিনের মধ্যে অধ্যাদেশটি পাস করলে আইনে পরিণত হবে। অন্যথায় এর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাবে।

**কাস্টিং ভোট বা নির্ণায়ক ভোট :** কোনো বিলের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোট দানকারীর সংখ্যা সমান হলে তখন তা সমাধানের জন্য স্পিকার যে ভোট প্রদান করেন, তাই কাস্টিং ভোট বা নির্ণায়ক ভোট।

- রাষ্ট্রপতি কোনো বিল সংসদে পুনর্বিবেচনা করার জন্য পাঠালে তা ফেরত আনার → ৭ দিনের মধ্যে সম্মতি প্রদান করবেন
- রাষ্ট্রপতির নিকট কোনো বিল উত্থাপনের পর → ১৫ দিনের মধ্যে সম্মতি প্রদান করবেন
- সরকারের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তাকে বলা হয় → অ্যাটর্নি জেনারেল
- রাষ্ট্রের প্রধান আইনজীবীকে বলে → অ্যাটর্নি জেনারেল
- সংবিধানের যে অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ দেওয়া হয় → ৬৪(১)
- অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ দান করেন → রাষ্ট্রপতি
- বাংলাদেশের বার কাউন্সিলের সভাপতি → অ্যাটর্নি জেনারেল
- বাংলাদেশের প্রথম অ্যাটর্নি জেনারেল → এমএইচ খন্দকার

### আইন কমিশন

- আইন কমিশন গঠিত হয় → ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬
- আইন কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেন → রাষ্ট্রপতি
- আইন কমিশনের চেয়ারম্যানের মেয়াদকাল → ৩ বছর

### বাংলাদেশের কতিপয় আইন

| আইন | পাসের সাল |
|---|---|
| দণ্ডবিধি (The Penal Code) | ১৮৬০ |
| পুলিশ আইন (The Police Act) | ১৮৬১ |
| সাক্ষ্য আইন (The Evidence Act) | ১৮৭২ |
| চুক্তি আইন (The Contract Act) | ১৮৭২ |
| ফৌজদারি কার্যবিধি | ১৮৯৮ |
| মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ | ১৯৬১ |
| বিশেষ ক্ষমতা আইন | ১৯৭৪ |
| সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত আইন | ১৯৭৪ |
| স্থানীয় শাসন অধ্যাদেশ | ১৯৭৬ |
| যৌতুক নিরোধ আইন | ১৯৮০ |
| ন্যায়পাল আইন | ১৯৮০ |
| ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ | ১৯৮৪ |
| পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ | ১৯৮৫ |
| বাংলা ভাষা প্রচলন আইন | ১৯৮৭ |
| ব্যাংক কোম্পানি আইন | ১৯৯১ |
| প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক করণ) আইন | ১৯৯০ |

### ন্যায়পাল

- ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার কথা বলা আছে → সংবিধানের ৭৭নং অনুচ্ছেদে
- সুইডিশ শব্দ 'Ombudsman'-এর বাংলা প্রতিশব্দ → ন্যায়পাল
- ভারতে ন্যায়পালকে বলা হয় → লোকপাল
- ব্রিটেনে ন্যায়পাল পরিচিত → 'পার্লামেন্টারি কমিশনার' নামে
- বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে ন্যায়পাল আইন পাস হয় → ১৯৮০
- ন্যায়পাল আইন কার্যকর হয় → ৬ জানুয়ারি ২০০২
- 'ন্যায়পাল আইন-১৯৮০' অনুযায়ী ন্যায়পাল হিসেবে নিয়োগ করা যাবে।
  - ক. প্রধান আইনজীবী
  - খ. সাবেক বিচারপতি
  - গ. অবসরপ্রাপ্ত নন্দিত, সমাদৃত ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে
- 'কর ন্যায়পাল আইন' জাতীয় সংসদে পাস হয় → ১২ জুলাই ২০০৫ (রহিত করা হয় ২০১১ সালে)

### একনজরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন জাতীয় সংসদে পাস হয় → ৯ এপ্রিল ২০০২ সালে। [২৪তম বিসিএস]
- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনটি জাতীয় সংসদে পাস করা হয়েছে → ২৭ মার্চ ১৯৯৬ সালে, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়।]
- 'Ordinance'-এর বাংলা প্রতিশব্দ → অধ্যাদেশ
- কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বিনা ওয়ারেন্টে পুলিশ যে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে → ৫৪ ধারা অনুসারে
- কোনো ব্যক্তির জবানবন্দি রেকর্ড করা হয় → ১৬৪ ধারা অনুসারে
- দণ্ডবিধির যে ধারায় জালিয়াতি অপরাধের শাস্তির বিধান উল্লেখ আছে → ৪৬৫ ধারা
- দণ্ডবিধির যে ধারায় গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে চব্বিশ ঘণ্টায় বেশি আটক রাখা যাবে না উল্লেখ আছে → ৬১ ধারায়
- সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের যে ধারায় 'বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা' সম্পর্কে বলা হয়েছে → ৫৫ ধারা
- Cheating-এর সংজ্ঞা পেনাল কোডের যে ধারায় আছে → ৪১৫
- কোনো দেশের আইন সভার প্রস্তাবিত আইনের খসড়াকে বলা হয় → বিল
- FIR-এর পূর্ণ অভিব্যক্তি → First Information Report
- 'প্যারোল' অর্থ → নির্বাহী আদেশে মুক্তি
- Void Contract বলতে বোঝায় → বাতিল সাক্ষী
- Leadings-এর অর্থ → আরজি ও লিখিত জবাব
- Amicus Curiae হলো → আদালতের বন্ধু
- যৌতুক দেওয়া ও নেওয়ার সর্বোচ্চ শাস্তি → ৫ বছর কারাদণ্ড
- মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের প্রধান উদ্দেশ্য হলো → সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ করা
- বাংলাদেশের আইনে অ্যাসিড নিক্ষেপকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি → মৃত্যুদণ্ড
- তৎকালীন পূর্ব বাংলার আইনসভা অবস্থিত ছিল → জগন্নাথ হলে
- বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর লক্ষ্য → সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা
- দেশের জরুরি অবস্থা ক্রান্তিকালে নীতিনির্ধারণ করা হয় → ১৪১ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী

## সেল্ফ টেস্ট-১০

১. বাংলাদেশের কোন জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব চালু হয়?
ক প্রথম খ দ্বিতীয় গ সপ্তম ঘ অষ্টম

২. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে কোরাম হয় কত সদস্যের উপস্থিতিতে?
ক ৫৭ জন খ ৬০ জন গ ৬২ জন ঘ ৬৫ জন

৩. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা কত?
ক ২০ খ ২৫ গ ৩০ ঘ ৫০

৪. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা কত?
ক ৫৫০ খ ৩৫০ গ ৩০০ ঘ ৩৩০

৫. বাংলাদেশের প্রথম নারী স্পিকার কে?
ক শিরীন শারমিন খ সুলতানা কামাল
গ নাসরিন আহমেদ ঘ সাজেদা চৌধুরী

৬. বাংলাদেশে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আইন প্রণয়ন করে থাকে?
ক প্রধানমন্ত্রী খ জাতীয় সংসদ
গ বিচার বিভাগ ঘ প্রশাসন বিভাগ

৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কার্যকর বিভাগের সংখ্যা কতটি?
ক ১৯টি খ ২১টি গ ২০টি ঘ ১৮টি

৮. বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবনের নাম কী?
ক বঙ্গভবন খ রাষ্ট্রপতি ভবন গ গণভবন ঘ উত্তরা ভবন

৯. মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় কোন সালে গঠিত হয়?
ক ১৯৯২ সালে খ ২০০০ সালে গ ২০০১ সালে ঘ ২০০২ সালে

১০. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত সর্বোচ্চ সংস্থা কোনটি?
ক প্ল্যানিং কমিশন
খ জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদ
গ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
ঘ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

১১. লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন?
ক প্রতিরক্ষা খ শিক্ষা গ জনপ্রশাসন ঘ তথ্য

১২. 'Amicus Curiae' কী?
ক প্রভাবশালী আইনজীবী খ দলীয় আইনজীবী
গ আদালতের উপদেষ্টা ঘ আদালতের বন্ধু

১৩. রাষ্ট্রপতি জারিকৃত আইনকে কী বলে?
ক আইন খ সংবিধান গ অধ্যাদেশ ঘ বিল

১৪. Right to Information Act was enacted in—
ক 2008 খ 2009 গ 2010 ঘ 2011

১৫. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
ক ২৫ মার্চ ২০১০ খ ১৫ অক্টোবর ২০১০
গ ১ সেপ্টেম্বর ২০১০ ঘ ৭ নভেম্বর ২০১০

### উত্তরপত্র : সেল্ফ টেস্ট-১০

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | গ | ২. | ক | ৩. | ঘ | ৪. | ক | ৫. | ক |
| ৬. | খ | ৭. | ক | ৮. | ক | ৯. | গ | ১০. | খ |
| ১১. | গ | ১২. | ঘ | ১৩. | গ | ১৪. | খ | ১৫. | ক |

## লেকচার : ১১

**আলোচ্য বিষয় : বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা-২;** জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার।

### বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা

একটি দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধির জন্য সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রশাসনিক শিথিলতা নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির জন্ম দিতে পারে। প্রশাসনিক কার্যক্রমের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন প্রশাসনের সাথে জনগণের সহযোগিতা। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের অধীনে একটি প্রদেশ। এদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল প্রাদেশিক। তৎকালীন সময়ে এদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গণমুখী হয়ে উঠেনি। স্বাধীনতার পর ব্যাপক উন্নতিমূলক কার্যের পরিপ্রেক্ষিতে পুরাতন প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনেকটা যুগোপযোগী হয়ে ওঠে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির পরিবর্তে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। বর্তমান বাংলাদেশের প্রশাসনিক স্তরগুলো → ১. কেন্দ্র, ২. বিভাগ, ৩. জেলা ও ৪. উপজেলা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ নিয়ে বাংলাদেশ সরকার গঠিত। শাসন-সংক্রান্ত এক বা একাধিক বিভাগ একটি মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত। একটি মন্ত্রণালয়ের প্রধান হলেন মন্ত্রী। আর সচিব হচ্ছেন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা। প্রতিটি বিভাগের বা মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত রয়েছে বিভাগ বা অধিদপ্তর। অধিদপ্তরের প্রধান হলেন মহাপরিচালক বা পরিচালক। এছাড়া এসব অধিদপ্তরের অধীনে পূর্ণ বা আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, বোর্ড ও করপোরেশন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত আইন, নীতিমালা, কর্মসূচি কিংবা প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রশাসনিক ব্যবস্থা তথা আমলাতান্ত্রিক উপায়ে সম্পন্ন হয়। আমলাদের অর্থাৎ সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশাসন পরিচালনার ভিত্তি হলো জ্ঞান এবং প্রশাসনিক কাজ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ। বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর ২টি ধারা রয়েছে। যথা : ১. নীতিনির্ধারণী কেন্দ্র বা কেন্দ্রীয় প্রশাসন এবং ২. মাঠ প্রশাসন।

**বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো :** বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোকে নিম্নে দুটি ছকের সাহায্য দেখানো হলো :

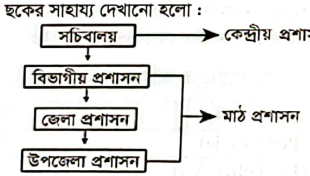


**ছক : বাংলাদেশের স্তরভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো**

উপরের ছকটিতে বাংলাদেশের স্তরভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো দেখানো হয়েছে। এর প্রথম স্তরটি কেন্দ্রীয় প্রশাসন। সচিবালয় হলো এ প্রশাসনের স্নায়ুকেন্দ্র। সচিবালয় সরকারের কর্মসূচি, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন করে থাকে। সব মন্ত্রণালয় নিয়েই সচিবালয় গঠিত।

দ্বিতীয় স্তরটি মাঠ প্রশাসন। সচিবালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে মাঠ প্রশাসন পরিচালিত হয়। মাঠ প্রশাসনের প্রথম ও সর্বোচ্চ ধাপ হলো বিভাগীয় প্রশাসন। একজন বিভাগীয় কমিশনার ও কয়েকজন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার এই প্রশাসন পরিচালনা করেন। দ্বিতীয় ধাপে রয়েছে জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসক এ প্রশাসনের প্রধান। তৃতীয় বা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে উপজেলা প্রশাসন। নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে তা দেখানো হলো–



### মাঠ প্রশাসন/স্থানীয় প্রশাসন

| স্তরের নাম | প্রশাসনিক প্রধান |
|---|---|
| বিভাগ | বিভাগীয় কমিশনার |
| জেলা | ডেপুটি কমিশনার (ডিসি বা জেলা প্রশাসক) |
| উপজেলা | উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা |

নিম্নে বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা কাঠামো (ছক-২) দেখানো হলো–

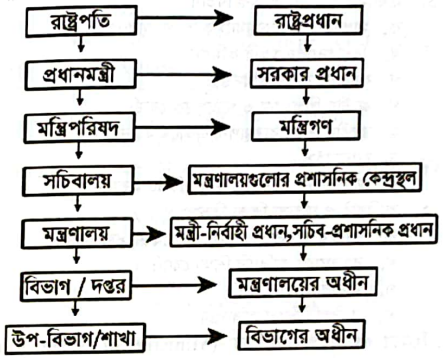


**ক. রাষ্ট্রপতি :** রাষ্ট্রপতি হলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থার শীর্ষ ব্যক্তি। তাঁর নামেই প্রজাতন্ত্রের সকল কাজকর্ম সম্পন্ন হয়। তবে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন 'নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রধান' (Constiutional Head) নির্বাহী ক্ষমতা চর্চা করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করেন।

**খ. প্রধানমন্ত্রী :** বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত। সাধারণ নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপতি সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সংসদীয় নেতাকেই প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান (Head of the Government)। মন্ত্রিপরিষদের প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিসভার সাহায্যে প্রধানমন্ত্রীই নির্বাহী ক্ষমতা পরিচালনা করেন। তবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা সকল কাজের জন্য জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকেন।

**গ. মন্ত্রিসভা :** মন্ত্রিসভার সদস্যগণ প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী দায়িত্ব পালন করেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মন্ত্রীগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। প্রধানমন্ত্রী সকল মন্ত্রীর দপ্তর বণ্টন করেন এবং সকল মন্ত্রণালয়ের কাজের সমন্বয় সাধন করেন।

**ঘ. সচিবালয় :** সচিবালয় (Secretariat) হলো বাংলাদেশের প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুস্বরূপ। সচিবালয় কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের (Ministry) সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি মন্ত্রণালয় একজন মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। সচিবালয়ে শাসন ব্যবস্থার নীতিসমূহ প্রণীত ও পর্যালোচিত হয় এবং তা সমগ্র দেশে কার্যকরী হয়।

**ঙ. মন্ত্রণালয় :** বাংলাদেশে মন্ত্রণালয়গুলো নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে থাকে। যেমন কৃষি মন্ত্রণালয় কৃষিবিষয়ক এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষাবিষয়ক নীতিনির্ধারণ করে থাকে। প্রত্যেক মন্ত্রণালয় একজন মন্ত্রীর হাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে। পূর্বে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান ছিলেন সচিব। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী ক্ষমতা সচিবের পরিবর্তে মন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় হচ্ছে সচিবালয়ের একটি সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক শাখা। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ই এক বা একাধিক বিভাগ, উইং, শাখা বা সেকশনে বিভক্ত। বাংলাদেশ সরকারের সচিবালয়ের অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ :

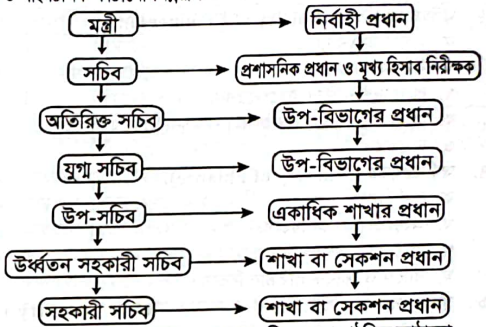


**ছক : বাংলাদেশে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো**

### সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় ও এর অধীনে বিভাগ, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান

- বাংলাদেশে বর্তমানে মোট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংখ্যা → ৪৪টি। (রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ)
- মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয় → ২৩ অক্টোবর ২০০১
- পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয় → ১৫ জুলাই ১৯৯৮
- **গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ হলো–**

**১. রাষ্ট্রপতির সচিবালয়/কার্যালয় (President's Office) :**
ক. পাবলিক/জন বিভাগ।
খ. নিজস্ব/আপন বিভাগ।

**২. প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়/কার্যালয় (Prime Minister's Office) :**
ক. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;
খ. বিশেষ সম্পর্ক বিভাগ;
গ. সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ;
ঘ. বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী;
ঙ. বিনিয়োগ বোর্ড;
চ. এনজিওবিষয়ক ব্যুরো;
ছ. বেপজা;
জ. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়;
ঝ. দুর্নীতি দমন কমিশন;

- a2i (এটুআই) প্রকল্প → প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন

**৩. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (Ministry of Public administration):**
ক. বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমি;
খ. লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র;
গ. সংস্থাপন বিভাগ;
ঘ. বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়;

- সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নাম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় করা হয় → ২৮ এপ্রিল ২০১১

**৪. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (Ministry of Social Welfares):**
ক. সমাজসেবা অধিদপ্তর;
খ. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ;
গ. জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

**৫. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (Ministry of Foreign Affairs):**
ক. বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশন;
খ. রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন;
গ. বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ও কৌশলগত সমীক্ষা ইনস্টিটিউট;

**৬. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (Ministry of Commerce):**
ক. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো;
খ. বীমা অধিদপ্তর;
গ. বাংলাদেশ বাণিজ্য করপোরেশন;
ঘ. বাংলাদেশ ট্যারিফ (অভিশুল্ক) কমিশন; [৩৭তম বিসিএস]
ঙ. চা বোর্ড।

**৭. অর্থ মন্ত্রণালয় (Ministry of Finance):**
ক. অর্থ বিভাগ;
খ. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ;
গ. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ;
ঘ. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।

**৮. স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (Ministry of Local Government, Rural Development & Cooperatives):**
ক. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;
খ. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর;
গ. স্থানীয় সরকার অধিদপ্তর;
ঘ. স্থানীয় সরকারবিষয়ক জাতীয় ইনস্টিটিউট;
ঙ. সমবায় অধিদপ্তর;
চ. সিটি করপোরেশন;
ছ. পল্লী উন্নয়ন বোর্ড।

**৯. ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় (Ministry of Post and Tele-Communication):**
ক. ডাক অধিদপ্তর;
খ. বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড;
গ. টেলিফোন শিল্প সংস্থা;
ঘ. বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোং লিমিটেড;
ঙ. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ করপোরেশন লিমিটেড।

**১০. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (Ministry of Defense):**
ক. প্রতিরক্ষা বিভাগ;
খ. আবহাওয়া অধিদপ্তর।

**১১. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (Ministry of Health and Family Welfare):**
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২ ভাগে বিভক্ত হয় → ১. স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভক্ত হয় → ১৬ মার্চ ২০১৭ (গেজেট অনুযায়ী)

**১২. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (Ministry of Home Affairs):**
১৯.০১.২০১৭ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২ ভাগে বিভক্ত হয়– ১. জননিরাপত্তা বিভাগ ও ২. সুরক্ষা বিভাগ।

**১. জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন দপ্তরসমূহ :**
ক. বাংলাদেশ পুলিশ;
খ. বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ;
গ. বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড;
ঘ. আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী;
ঙ. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল;
চ. তদন্ত সংস্থা।

**২. সুরক্ষা বিভাগের অধীন অধিদপ্তরসমূহ :**
ক. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর;
খ. বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর;
গ. কারা অধিদপ্তর;
ঘ. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স।

**১৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয় (Ministry of Education):**
শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩০ নভেম্বর ২০১৬ দুটি বিভাগে বিভক্ত হয়।

**১. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিভাগ**
ক. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর;
খ. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন;
গ. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর;
ঘ. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড;
ঙ. জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম);
চ. ব্যানবেইস;
ছ. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ইত্যাদি।

**২. কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ**
ক. জাতীয় গবেষণা প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি;
খ. বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড;
গ. মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড।
ঘ. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

**১৪. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (Ministry of Science and Technology):**
ক. জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর;
খ. বাংলাদেশ পরমাণুশক্তি কমিশন;
গ. বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR);
ঘ. বাংলাদেশ জাতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ কেন্দ্র (BANSDOC);
ঙ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার;
চ. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি;
ছ. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

**১৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (Ministry of Information and Communication Technology):**
ক. বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল;
খ. হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ;
গ. কন্ট্রোলার অব সার্টিফাই অথরিটিজ।

**১৬. পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (Ministry of Environment and Forest):**
ক. পরিবেশ অধিদপ্তর;
খ. বন অধিদপ্তর;
গ. বন গবেষণা ইনস্টিটিউট;
ঘ. বনবিদ্যা প্রতিষ্ঠান।

**১৭. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (Ministry of Planning):**
১. পরিকল্পনা বিভাগ;
২. পরিসংখ্যান বিভাগ;
৩. বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ;

**১৮. সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Cultural Affairs):**
ক. প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর অধিদপ্তর;
খ. আর্কাইভ ও লাইব্রেরি অধিদপ্তর;
গ. কপিরাইট অফিস;
ঘ. বাংলা একাডেমি;
ঙ. শিল্পকলা একাডেমি।



**১৯. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (Ministry of Primary and Mass Education):**
ক. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ;
খ. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

**২০. খাদ্য ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয় (Ministry of Food and Disaster Management):**
ক. খাদ্য বিভাগ;
খ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো;
গ. ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ।

**২১. পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Chittagong Hill Tracks Affairs):**
ক. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড;
খ. রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ;
গ. সিভিল অ্যাফেয়ার্স কার্যালয়।

**২২. মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Liberation Wars Affairs):**
ক. বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাইটার্স ওয়েলফার ট্রাস্ট;
খ. বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ;
গ. জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ কাউন্সিল।

## একনজরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

ট্যারিফ কমিশন যে মন্ত্রণালয়ের অধীন → বাণিজ্য মন্ত্রণালয় [৩৭তম বিসিএস]
মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয় → ২০০১ সালে [২৬তম বিসিএস]
'সাবমেরিন কেবল' প্রকল্পটি যে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম → ডাক ও টেলিযোগাযোগ [২৫তম বিসিএস]
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের বর্তমান নাম → সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়
অধিদপ্তরের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন → মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে → খাদ্য মন্ত্রণালয়
লোক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে → জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান → সচিব
মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী প্রধান → মন্ত্রী
ISPR যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে → প্রতিরক্ষা
'বঙ্গবন্ধু' স্যাটেলাইট প্রকল্প যে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন → ডাক ও টেলিযোগাযোগ

## বিভাগওয়ারী বাংলাদেশের জেলাসমূহ

| ক্র. নং | বিভাগ | জেলা | জেলার সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১ | ঢাকা | ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ী। | ১৩টি |
| ২ | চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। | ১১টি |
| ৩ | রাজশাহী | রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ। | ৮টি |
| ৪ | রংপুর | রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, পঞ্চগড়, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর। | ৮টি। |
| ৫ | খুলনা | খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা। | ১০টি |
| ৬ | বরিশাল | বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা। | ৬টি |
| ৭ | সিলেট | সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার। | ৪টি |
| ৮ | ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা, শেরপুর। *১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে ময়মনসিংহ বিভাগ গঠিত হয়। | ৪টি |

## আয়তনে বৃহত্তম, ক্ষুদ্রতম বিভাগ, জেলা, উপজেলা

আয়তনে বৃহত্তম বিভাগ → চট্টগ্রাম
আয়তনে বৃহত্তম জেলা → রাঙামাটি
আয়তনে বৃহত্তম উপজেলা → শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)
জনসংখ্যায় বৃহত্তম বিভাগ → ঢাকা
জনসংখ্যায় বৃহত্তম জেলা → ঢাকা
জনসংখ্যায় বৃহত্তম উপজেলা → গাজীপুর (সদর)
আয়তনে ক্ষুদ্রতম বিভাগ → সিলেট
আয়তনে ক্ষুদ্রতম জেলা → নারায়ণগঞ্জ
আয়তনে ক্ষুদ্রতম উপজেলা → বন্দর (নারায়ণগঞ্জ)
জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম বিভাগ → বরিশাল
জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম জেলা → বান্দরবান
জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম উপজেলা → থানচি (বান্দরবান)

## বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের, দক্ষিণের, পূর্বের এবং পশ্চিমের স্থান

| অবস্থান | বিভাগ | জেলা | উপজেলা | স্থান/ইউনিয়ন |
|---|---|---|---|---|
| সর্ব উত্তরের | রংপুর | পঞ্চগড় | তেঁতুলিয়া | জায়গীরজোত/ বাংলাবান্দা |
| সর্ব দক্ষিণের | চট্টগ্রাম | কক্সবাজার | টেকনাফ | ছেঁড়াদ্বীপ/ সেন্টমার্টিন দ্বীপ |
| সর্ব পূর্বের | চট্টগ্রাম | বান্দরবান | থানচি | আখাইনঠং |
| সর্ব পশ্চিমের | রাজশাহী | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | শিবগঞ্জ | মনাকশা |

মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তর → বিভাগ
প্রশাসনিক বিভাগ সৃষ্টি করা হয় → ১৮২৯ সালে
১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় পূর্ব বাংলায় বিভাগ ছিল → ৩টি; ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী
বিভাগীয় প্রধানের পদবি → বিভাগীয় কমিশনার
বাংলাদেশে জেলার সংখ্যা → ৬৪টি
বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলা → ১৯টি
[সূত্র : পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট]
বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা → ৩টি; (রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি)
বাংলাদেশের প্রথম পর্যটন জেলা → কক্সবাজার
মৌলভীবাজারকে পর্যটন জেলা ঘোষণা করা হয় → ১ জুলাই ২০০৮
প্রথম ডিজিটাল জেলা ঘোষণা করা হয় → যশোরকে (২০ ডিসেম্বর ২০১২)
বাংলাদেশের কুয়েত সিটি বলা হয় → খুলনা। [এখানে 'হিরণ পয়েন্ট' অবস্থিত]
বাংলাদেশের লন্ডন সিটি বলা হয় → সিলেট
বঙ্গদেশে প্রথম জেলা গঠিত হয় → ১৬৬৬ সালে
স্বাধীনতালগ্নে বাংলাদেশের জেলা ছিল → ১৯টি

## স্থানীয় সরকার কাঠামো

**একটি দেশে সরকারের নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী কর্তৃক এলাকাভিত্তিক শাসনব্যবস্থাকে স্থানীয় শাসন বা স্থানীয় সরকার বলে।** স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের কোনো নীতিনির্ধারণী ক্ষমতা নেই। স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ সরকারের নির্দেশে এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশে জেলা প্রশাসন, থানা প্রশাসন প্রভৃতি হলো স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার উদাহরণ। স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট যারা, তারা সকলেই সরকারি কর্মচারী স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষকে স্থানীয় সরকার বলেও অভিহিত করা হয়।

- বাংলাদেশে স্থানীয় শাসন অর্ডিন্যান্স জারি করা হয় → ১৯৭৬ সালে
- উপমহাদেশে স্থানীয় সরকার কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করেন → লর্ড রিপন (১৮৮২ সালে)
- 'স্থানীয় শাসন' বিষয়টি বাংলাদেশের সংবিধানের উল্লেখ রয়েছে → ৫৯(১), ৫৯(২) এবং ৬০নং অনুচ্ছেদে
- অবিভক্ত বাংলায় স্থানীয় সরকার গঠিত হয় → ১৮৮৫ সালে
- বাংলাদেশ স্থানীয় শাসন অর্ডিন্যান্স জারি হয় → ১৯৭৬ সালে
- বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার (গ্রামভিত্তিক) → ৩ স্তরবিশিষ্ট; ১. ইউনিয়ন পরিষদ, ২. উপজেলা পরিষদ, ৩. জেলা পরিষদ
- বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার (শহরভিত্তিক) → ২ স্তরবিশিষ্ট; ১. পৌরসভা, ২. সিটি করপোরেশন
- পার্বত্য জেলায় → ২ স্তর; যথা : ১. পার্বত্য জেলা পরিষদ ও ২. পার্বত্য জেলা আঞ্চলিক পরিষদ

## ইউনিয়ন পরিষদ

- এটি গ্রামাঞ্চলে বা পল্লী অঞ্চলে স্থানীয় সরকারের → সর্বনিম্ন স্তর
- গঠন কাঠামো : → ১ জন চেয়ারম্যান, ৯ জন সদস্য এবং ৩ জন মহিলা সদস্য = ১৩ জন প্রতিনিধি
- মেয়াদ → ৫ বছর
- ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখা হয় → ১৯৯৭ সাল থেকে

## উপজেলা পরিষদ

- বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের → দ্বিতীয় স্তর
- উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় → ১৯৮৩ সালে (সূত্র : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, ৯ম-১০ম শ্রেণি)
- বাংলাদেশে উপজেলা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন → লে. জে. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ
- বাংলাদেশের সকল প্রশাসনিক থানাকে উপজেলা করা হয় → ১৯৮৫
- উপজেলা পরিষদ গঠিত হয় → ১ জন চেয়ারম্যান ও ২ জন ভাইস চেয়ারম্যান নিয়ে
- উপজেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা → উপজেলা নির্বাহী অফিসার
- উপজেলা পরিষদ গঠিত হয় → ১৯৮২
- প্রথম উপজেলা পরিষদ নির্বাচন হয় → ১৯৮৫, ৪৬০ উপজেলায়
- উপজেলা পরিষদ বাতিল ঘোষণা করা হয় → ২৩ নভেম্বর ১৯৯১
- উপজেলা ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হয় → ৩ ডিসেম্বর ১৯৯৮
- প্রশাসনিক থানাগুলোকে পুনরায় উপজেলা করা হয় → ২০ এপ্রিল ২০০০
- জাতীয় সংসদে উপজেলা পরিষদ সংশোধন বিল পাস হয় → ৪ এপ্রিল ২০০১

## জেলা পরিষদ

- স্থানীয় সরকারের সর্বোচ্চ স্তর হলো → জেলা পরিষদ
- প্রধান কর্মকর্তা → চেয়ারম্যান
- গঠন → ১ জন চেয়ারম্যান + ১৫ জন সদস্য + ৫ নারী সদস্য = ২১ জন
- উপদেষ্টা → সংশ্লিষ্ট জেলার সংসদ সদস্যগণ
- প্রশাসনিক প্রধান → জেলা প্রশাসক
- বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় → ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬

**পার্বত্য জেলা পরিষদ :** পার্বত্য চট্টগ্রাম (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন) বিভিন্ন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত একটি অঞ্চল। এই তিন জেলায় আলাদা আলাদা স্থানীয় সরকার পরিষদ বিদ্যমান।

- গঠন → ১ জন চেয়ারম্যান + ৩০ জন সাধারণ সদস্য + ৩ নারী সদস্য = ৩৪ জন।
- মেয়াদ → ৫ বছর

### পৌরসভা

- শহর এলাকায় স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর → পৌরসভা
- ঢাকা পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৮৬৪ সালে
- বাংলাদেশের প্রথম পৌরসভা → চট্টগ্রাম (১৮৬৩ সালে)
- ঢাকা পৌরসভার প্রথম চেয়ারম্যান → ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার ও স্কিনার
- ঢাকা পৌরসভার প্রথম দেশীয় চেয়ারম্যান → খাজা মোহাম্মদ আজগর
- ঢাকা পৌরসভার প্রথম নির্বাচন হয় → ১৮৮৪ সালে
- ঢাকা পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান → রায় বাহাদুর আনন্দ চন্দ্র রায়

### সিটি করপোরেশন

- সিটি করপোরেশন হলো → শহর এলাকায় স্থানীয় সরকারের সর্বোচ্চ স্তর
- ঢাকা পৌরসভা গঠিত হয় → ১৮৬৪ সালে
- বর্তমানে বাংলাদেশে সিটি করপোরেশন সংখ্যা → ১২টি
- ঢাকা পৌরসভা ঢাকা মিউনিসিপাল করপোরেশন পরিণত হয় → ১৯৮৩ সালে
- ঢাকা মিউনিসিপাল করপোরেশন কে ঢাকা সিটি করপোরেশন করা হয় → ১৯৯০ সালে
- ঢাকা সিটি করপোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র → মোহাম্মদ হানিফ
- কমিশনারদের মাধ্যমে নির্বাচিত ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট করপোরেশনের প্রথম মেয়র → ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত
- বাংলাদেশের প্রথম সিটি করপোরেশন → চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন
- সিটি করপোরেশন প্রধান → মেয়র
- মেয়র ও কাউন্সিলরদের মেয়াদ → ৫ বছর
- সিটি করপোরেশনের প্রথম নারী মেয়র → ডা. সেলিনা হায়াত আইভী
- সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলরদের শপথবাক্য পাঠ করান → স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী

### বাংলাদেশের সিটি করপোরেশন

| ক্রমিক নং | সিটি করপোরেশন | প্রতিষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১. | ঢাকা উত্তর | ২৯ নভেম্বর ২০১১ |
| ২. | ঢাকা দক্ষিণ | ২৯ নভেম্বর ২০১১ |
| ৩. | চট্টগ্রাম | ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ |
| ৪. | রাজশাহী | ১৩ আগস্ট ১৯৮৭ |
| ৫. | খুলনা | ১০ ডিসেম্বর ১৯৮৭ |
| ৬. | বরিশাল | ২৫ জুলাই ২০০২ |



| ক্রমিক নং | সিটি করপোরেশন | প্রতিষ্ঠা |
|---|---|---|
| ৭. | সিলেট | ৯ এপ্রিল ২০১১ |
| ৮. | নারায়ণগঞ্জ | ৫ মে ২০১১ |
| ৯. | কুমিল্লা | ১০ জুলাই ২০১১ |
| ১০. | রংপুর | ২৮ জুন ২০১২ |
| ১১. | গাজীপুর | ৭ জানুয়ারি ২০১৩ |
| ১২. | ময়মনসিংহ | ২ এপ্রিল ২০১৮ |

## একনজরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- NILG-এর পূর্ণ রূপ → National Institute of Local Government [৩৭তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা → ১৯টি [৩৬তম বিসিএস]
- পার্বত্য চট্টগ্রামে জেলা আছে → ৩টি [২৯তম বিসিএস]
- ঢাকা বিভাগে জেলা আছে → ১৩টি [২২তম বিসিএস]
- বাংলাদেশে জেলার সংখ্যা → ৬৪টি [২০তম বিসিএস]
- তেঁতুলিয়া যে জেলায় অবস্থিত → পঞ্চগড় [১৫তম বিসিএস]
- হিমছড়ি যে শহরের নিকট অবস্থিত → কক্সবাজার [১৫তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম জেলা → নারায়ণগঞ্জ
- বাংলাদেশের সর্বশেষ ঘোষিত বিভাগ → ময়মনসিংহ
- বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট বিভাগ → ময়মনসিংহ
- ময়মনসিংহ বিভাগে জেলা রয়েছে → ৪টি
- যে জেলাটিতে 'ডিজিটাল জেলা' হিসেবে প্রথম তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন সেবা চালু হয়েছে → যশোর
- কুমিল্লা জেলার পূর্বনাম → ত্রিপুরা
- বর্তমানে যে জেলা তুলা চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী → ঝিনাইদহ
- জেলার সংখ্যা সর্বোচ্চ → ঢাকা বিভাগে
- বাংলাদেশে বিভাগের সংখ্যা → ৮টি
- রংপুর বিভাগে জেলা রয়েছে → ৮টি
- বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা → রাঙামাটি
- বাংলাদেশের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ জেলা → ঢাকা
- দেশের যে জেলায় সবচেয়ে বেশি সংসদীয় আসন রয়েছে → ঢাকা
- বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট জেলা (আয়তনে) → নারায়ণগঞ্জ, [৬৮৪.৩৭ বর্গ কি.মি বা ২৬৪ বর্গমাইল
- আয়তনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিভাগ → চট্টগ্রাম
- 'বরকল' উপজেলা যে জেলার অন্তর্গত → রাঙামাটি
- বাংলাদেশের যে জেলা শহরে রিকশা নেই → রাঙামাটি
- বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী বলা হয় → চট্টগ্রাম
- সবচেয়ে কম বসতি যে জেলায় → বান্দরবান
- মধ্যযুগের গৌড় নগরীর অংশবিশেষ বাংলাদেশের যে জেলায় অবস্থিত → চাঁপাইনবাবগঞ্জ
- রামু উপজেলা যে জেলায় অবস্থিত → কক্সবাজার
- বাগেরহাট হলো → জেলা শহর
- চট্টগ্রাম বিভাগে জেলার সংখ্যা → ১১টি
- বাংলাদেশের রাজধানী → ঢাকা (৩৩তম বিসিএস)
- ঢাকায় সর্বপ্রথম বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয় → ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে
- বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন → নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ
- ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার আয়তন প্রায় → ২৭০ বর্গ কি.মি বা ১০৪ বর্গমাইল
- বাংলাদেশের রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁয়ের পত্তন করেন → ঈশা খান
- স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হওয়ার পূর্বে ঢাকা বাংলার রাজধানী ছিল → ৪ বার। (১৬১০, ১৬৬০, ১৯০৫ ও ১৯৪৭ সাল)
- নগর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঢাকা বর্তমানে যে শতাব্দী অতিক্রম করেছে → ৪র্থ
- ঢাকা শহরের গোড়াপত্তন হয় → সুলতানী আমলে
- ঢাকার প্রাচীন নাম → জাহাঙ্গীরনগর
- ঢাকার ইংরেজি বানান Dacca থেকে Dhaka হয় → ১৯৮২
- ঢাকা সর্বপ্রথম বাংলার রাজধানী হয় → ১৬১০ সালে
- গ্রাম সরকার গঠিত হয় → ১৫ জন ব্যক্তি নিয়ে [২৬তম বিসিএস]
- বাংলাদেশে বর্তমানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু আছে → ৩ স্তরবিশিষ্ট
- বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে 'উপজেলা বাতিল' বিলটি পাস হয়েছিল → ১৯৯২ সালে
- ঢাকা পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল → ১৮৬৪ সালে
- বাংলাদেশের উপজেলা ব্যবস্থা চালু হয় → ১৯৮৩ সালে
- বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তর → ইউনিয়ন
- স্থানীয় প্রশাসনের অঙ্গ নয় → বিভাগ
- স্থানীয় সরকার কাকে বলে? → কোনো দেশের বিভিন্ন এলাকাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় কর আরোপসহ সীমিত ক্ষমতা দান করে যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গঠন করা তাকে স্থানীয় সরকার বলে
- বাংলাদেশের পৌরসভা আছে → ৩ প্রকারের
- স্থানীয় সরকার বলা হয় → জেলা পরিষদকে
- ইউনিয়ন পরিষদে ওয়ার্ড থাকে → ৯টি
- শহর এলাকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা → পৌরসভা
- বাংলাদেশে যতটি নগরে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আছে → ৪টি
- ঢাকা Detailed Area Plan (DAP) আওতাধীন আয়তন → ১,৫২৮ বর্গ কি.মি
- স্থানীয় সরকার বলা হয় না → নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে
- বাংলাদেশের জেলা শহরগুলোকে বলা হয় → মাঝারি শহর
- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তর → ইউনিয়ন পরিষদ

## প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার

**নিকার (NICAR):** NICAR-এর পূর্ণ রূপ National Implementation Committee for Administrative Reforms/Reorganisation (প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি)। এর মূল দায়িত্ব হলো প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট উপস্থাপন। যেমন : বড় কোনো বিভাগকে ভাগ করে নতুন বিভাগ বা জেলা বা থানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করে নিকার।

- NICAR-এর আহ্বায়ক হলেন → মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
- নিকারের (NICAR) কাজসমূহ নিম্নরূপ → ১. নতুন বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও থানা গঠন/স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনা; ২. বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও থানার সীমানা পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রস্তাব বিবেচনা। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।
- নিকার অনুমোদিত দেশের অষ্টম বিভাগ → ময়মনসিংহ (১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫)
- বর্তমানে দেশে প্রশাসনিক বিভাগের সংখ্যা → ৮টি
- বর্তমানে দেশে প্রশাসনিক জেলার সংখ্যা → ৬৪টি
- দেশে মোট সিটি করপোরেশনের সংখ্যা → ১২টি

- সর্বশেষ সিটি করপোরেশন → ময়মনসিংহ
- কোনটিকে সংস্কার করে জেলা গঠন করা হয় → মহকুমা
- 'গ্রাম সরকার ব্যবস্থা' বিলুপ্ত করা হয় → ২০০৯ সালে
- প্রশাসনিক সংস্কার হিসেবে 'মহকুমাকে' উন্নীতকরণ করা হয়েছিল → জেলা হিসেবে
- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান → ইউনিয়ন পরিষদ
- প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও সংস্কার কমিটি গঠিত হয় → ১৯৮২ সালে
- রাজধানীর যানজট নিরসনে প্রয়োজন → প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ

## পৌরনীতি ও নাগরিকতা, ৯ম-১০ম শ্রেণি : বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় → ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল
- বাংলাদেশ সরকারের বিভাগ রয়েছে → তিনটি
- বাংলাদেশের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হলেন → রাষ্ট্রপতি
- রাষ্ট্রপতি হতে হলে কোনো ব্যক্তিকে অবশ্যই → বাংলাদেশের নাগরিক ও কমপক্ষে ৩৫ বছর বয়স্ক হতে হবে
- বাংলাদেশের শাসন বিভাগ গঠিত → রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে
- সরকারের সকল শাসনসংক্রান্ত কাজ পরিচালিত হয় → রাষ্ট্রপতির নামে
- জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করতে, স্থগিত রাখতে ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে ভেঙে দিতে পারেন → রাষ্ট্রপতি
- রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোনো অর্থ বিল → সংসদে উত্থাপন করা যায় না
- রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া দেশের কোনো নাগরিক → অন্য কোনো দেশের দেওয়া কোনো সম্মান বা পদবি গ্রহণ করতে পারে না
- জাতীয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন → রাষ্ট্রপতি
- প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন → রাষ্ট্রপতি
- বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশি কূটনীতিকদের পরিচয়পত্র গ্রহণ করেন → রাষ্ট্রপতি
- প্রধানমন্ত্রীকে সরকারের → স্তম্ভ বলা হয়
- সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির নামে দেশের শাসন পরিচালিত হলেও দেশের প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী → প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভা
- জাতীয় স্বার্থের রক্ষক → প্রধানমন্ত্রী
- আন্তর্জাতিক সম্মেলনে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন → প্রধানমন্ত্রী
- জাতীয় সংসদ নেতা → প্রধানমন্ত্রী
- রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব → প্রশাসনের
- রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড বলা হয় → প্রশাসনকে
- বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো → দুটি স্তরে বিভক্ত
- সচিবালয় কেন্দ্রীয় প্রশাসনের → কেন্দ্রবিন্দু
- প্রতিটি বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান হলেন → একজন বিভাগীয় কমিশনার
- জেলা প্রশাসনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন → জেলা প্রশাসক
- জাতীয় সংসদের কার্যকাল → পাঁচ বছর
- জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় → পাঁচ বছর পরপর
- বাংলাদেশের বিচার বিভাগ → সুপ্রিম কোর্ট, অধস্তন আদালত এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল নিয়ে গঠিত
- সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ → ৬৭ বছর পর্যন্ত স্বীয় পদে কর্মরত থাকতে পারেন
- বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার সর্বনিম্ন আদালত হলো → গ্রাম আদালত
- বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিকে নিযুক্ত করেন → রাষ্ট্রপতি
- জেলা আদালতের প্রধান → জেলা জজ
- গ্রাম আদালত গঠিত → পাঁচজন সদস্য নিয়ে
- সমগ্র রাষ্ট্রকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে ক্ষুদ্রতর পরিসরে প্রতিষ্ঠিত সরকারব্যবস্থা → স্থানীয় সরকার
- বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয় → ১৯৭২-এর সংবিধানে
- ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয় → গড়ে ১০ থেকে ১৫টি গ্রাম নিয়ে
- একটি ইউনিয়ন বিভক্ত → ৯টি ওয়ার্ডে
- বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে → সর্বমোট ৪৫৭৮টি
- ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্য সংখ্যা → ৯ জন
- বাংলাদেশের প্রধান শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে → সিটি করপোরেশন
- বাংলাদেশে মোট সিটি করপোরেশন রয়েছে → ১২টি
- সিটি করপোরেশনের মেয়াদ → ৫ বছর
- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় → ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭
- পার্বত্য জেলা পরিষদের সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন → একজন সরকারি কর্মকর্তা
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হবে → সর্বমোট ২৫ জন সদস্য নিয়ে
- জন্মনিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদান করে → ইউনিয়ন পরিষদ
- স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন → ই-গভার্ন্যান্স
- জাতিসংঘ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে → ১৯৪৮ সালে
- নারীদের কর্মসংস্থান ও পেশার ক্ষেত্রে বৈষম্য বিলোপ সনদ সমর্থন করেছে → ১৩২টি দেশ

## বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম সংসদ নেতা কে? → বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে কোরাম হয় কতজন সংসদ সদস্যের উপস্থিতিতে? → ৬০ জন
- রাষ্ট্রপতিকে শপথ পাঠ করান কে? → স্পিকার
- বাংলাদেশের প্রথম নারী স্পিকার কে? → শিরীন শারমিন চৌধুরী
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন? → মহামান্য রাষ্ট্রপতি
- বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির নাম কী? → শেখ মুজিবুর রহমান
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা কত? → ৩৫০টি
- বাংলাদেশের পার্লামেন্টের প্রতীক কী? → শাপলা
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলা আসন সংখ্যা কত? → ৫০টি
- জাতীয় সংসদ ভবন কত একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত? → ২১৫ একর
- বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তা হলেন → অ্যাটর্নি জেনারেল
- বাংলাদেশে কোন ধরনের সরকার? → সংসদীয় গণতন্ত্র
- সংসদ ভেঙে যাওয়া ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদের সদস্যপদ শূন্য হলে, পদটি শূন্য হওয়ার কত দিনের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে? → ৯০ দিন
- কোন বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান প্রথম বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ভাষণ দেন? → মার্শাল জোসেফ টিটো
- সর্বোচ্চ কত কার্যদিবস একাধারে অনুপস্থিত থাকলে বাংলাদেশে একজন সংসদ সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়? → ৯০ দিন



- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সভাপতি কে? → মাননীয় স্পিকার
- অনুসৃত নীতি ও কার্যাবলির জন্য বাংলাদেশের কেবিনেট দায়ী থাকে → জাতীয় সংসদের কাছে
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন কবে উদ্বোধন করা হয়? → ২৮ জানুয়ারি ১৯৮২
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করেন → মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
- বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম স্পিকার কে ছিলেন? → মোহাম্মদ উল্লাহ। গণপরিষদের প্রথম স্পিকার ছিলেন শাহ আবদুল হামিদ
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রথম দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী কে ছিলেন? → জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কার্যকর বিভাগের সংখ্যা কতটি? → ১৯টি
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? → তাজউদ্দীন আহমেদ
- বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবন → বঙ্গভবন
- মন্ত্রিপরিষদের সাপ্তাহিক বৈঠক বসে → সোমবার
- বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে? → বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- বাংলাদেশে কার উপর আদালতের এখতিয়ার নেই? → রাষ্ট্রপতি
- 'সরকার' রাষ্ট্র গঠনের কততম উপাদান? → তৃতীয়
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তির কমপক্ষে কত বছর হতে হবে? → ৩৫ বছর
- রাষ্ট্র কয়টি উপাদান নিয়ে গঠিত? → চারটি
- সংসদে গৃহীত বিল সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করার কত দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি দান করবেন? → ১৫ দিন
- Who was the first Finance Minister of Bangladesh? → Captain M. Mansur Ali
- বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে কে নিয়োগদান করেন? → রাষ্ট্রপতি
- BEPZA কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন? → প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়/কার্যালয়
- বাংলাদেশে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা কার কর্তৃত্বে প্রযুক্ত হয়? → প্রধানমন্ত্রী
- অধিদপ্তরের দায়িত্বে নিয়োজিত কে থাকেন? → মহাপরিচালক
- খাদ্য অধিদপ্তর কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন? → বর্তমানে 'খাদ্য অধিদপ্তর' খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত সর্বোচ্চ সংস্থা কোনটি? → জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি
- ISPR কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন? → প্রতিরক্ষা
- বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার কতগুলো Ordinance জারি করেছিলেন? → ১২২
- লর্ড ক্যানিং ভারত উপমহাদেশে প্রথম কোন ব্যবস্থা চালু করেন? → পুলিশ ব্যবস্থা
- বাংলাদেশে তৈরি Patrol Craft কোন ধরনের বাহন? → যুদ্ধজাহাজ
- 'অপারেশন উত্তরণ' কোথায় বাস্তবায়িত হচ্ছে? → পার্বত্য চট্টগ্রাম
- বাংলাদেশের অস্ত্র কারখানা কোথায় অবস্থিত? → গাজীপুর
- বাংলাদেশের একমাত্র পোস্টাল একাডেমি অবস্থিত? → রাজশাহী
- 'কোস্ট গার্ড' (Coast Gaurd) প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে? → স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
- বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের কয়টি বিভাগ? → ২টি (আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ)
- বাংলাদেশের সংবিধানের অভিভাবক কে? → সুপ্রিম কোর্ট
- বর্তমান সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতি ঘোষণা করা হয়েছে কীসের বিরুদ্ধে? → সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ
- কীসের অভাবে সমাজে বিশৃঙ্খলা বা অসংগতি বৃদ্ধি পায়? → ন্যায়বিচারের
- বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি অবসর গ্রহণ করেন কত বছর বয়সে? → ৬৭
- 'Amicus Curiae' কী? → আদালতের বন্ধু
- রাষ্ট্রপতি জারিকৃত আইনকে কী বলে? → অধ্যাদেশ
- ইনডেমিনিটি অধ্যাদেশ কখন বাতিল করা হয়? → নভেম্বর ১৯৯৬
- 'জাতীয় যুবনীতি ২০১৭' অনুসারে যুবাদের বয়সসীমা কত বছর? → ১৮-৩৫
- ECNEC-এর বিকল্প চেয়ারম্যান → অর্থমন্ত্রী
- কোনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নয়? → বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন
- দেশের কোন জেলাটিতে 'ডিজিটাল জেলা' হিসেবে প্রথম তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন সেবা চালু হয়েছে? → যশোর
- রংপুর বিভাগে কতটি জেলা রয়েছে? → ৮টি
- বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা কোনটি? → রাঙামাটি জেলা
- বাংলাদেশের কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি সংসদীয় আসন রয়েছে? → ঢাকা
- বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর কোনটি? → ইউনিয়ন পরিষদ
- বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রথম নারী বিচারপতি কে? → নাজমুন নাহার সুলতানা
- বাংলাদেশের উপজেলা ব্যবস্থা চালু হয় কোন সালে? → ১৯৮২
- কোনটি সক্রিয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান? → ইউনিয়ন পরিষদ
- কোনটি স্থানীয় প্রশাসনের অঙ্গ নয়? → বিভাগ
- কোন পদটি সাংবিধানিক পদ নয়? → চেয়ারম্যান, মানবাধিকার কমিশন

## সেল্ফ টেস্ট-১১

১. **বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদের সভাপতি কে?**
ক প্রধানমন্ত্রী খ অর্থমন্ত্রী
গ পরিকল্পনা মন্ত্রী ঘ যোগাযোগ মন্ত্রী

২. **NILG-এর পূর্ণরূপ কী?**
ক National Information Legal Guide
খ National Institute of Local Government
গ National Indentity Licence Guide
ঘ National Industrial League Group

৩. **কোনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নয়?**
ক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন খ পাবলিক সার্ভিস কমিশন
গ রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ঘ নির্বাচন কমিশন

৪. **দেশের কোন জেলাটিতে 'ডিজিটাল জেলা' হিসেবে প্রথম তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন সেবা চালু হয়েছে?**
ক কুমিল্লা খ যশোর গ সিলেট ঘ ময়মনসিংহ

৫. **বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা কোনটি?**
ক ঢাকা জেলা খ রাঙামাটি জেলা
গ চট্টগ্রাম জেলা ঘ ময়মনিসংহ জেলা

৬. **কোন সালে ঢাকার ইংরেজি বানান Dacca থেকে Dhaka হয়?**
ক ১৯৮২ খ ১৯৮৩
গ ১৯৮০ ঘ ১৯৮৪

৭. বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান–
ⓚ রাষ্ট্রপতি ⓛ অর্থমন্ত্রী ⓜ সচিব ⓝ প্রধানমন্ত্রী

৭. ঢাকা পৌরসভা কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
ⓚ ১৯০৬ সালে ⓛ ১৮৬৪ সালে ⓜ ১৯১৯ সালে ⓝ ১৯৪০ সালে

৮. কোনটি স্থানীয় প্রশাসনের অঙ্গ নয়?
ⓚ জেলা ⓛ উপজেলা ⓜ ইউনিয়ন ⓝ বিভাগ

৯. নির্ণায়ক ভোট (Casting Vote) কী?
ⓚ স্পিকারের ভোট ⓛ প্রধান বিচারপতির ভোট
ⓜ প্রধানমন্ত্রীর ভোট ⓝ রাষ্ট্রপতির ভোট

১১. জাতীয় ভোটার দিবস কবে?
ⓚ ৫ জানুয়ারি ⓛ ১ মার্চ ⓜ ৭ মার্চ ⓝ ৮ মার্চ

১২. সংসদ সচিবালয় কমিশনের চেয়ারম্যান কে?
ⓚ প্রধানমন্ত্রী ⓛ রাষ্ট্রপতি ⓜ স্পিকার ⓝ চিফ হুইপ

১৩. নিচের কোনটি সাংবিধানিক পদ নয়?
ⓚ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন
ⓛ সিএজি (মহা হিসাব নিরীক্ষক জেনারেল)
ⓜ চিফ ইলেকশন কমিশনার
ⓝ চেয়ারম্যান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড

১৪. বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন একটি–
ⓚ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ⓛ করপোরেট সংস্থা
ⓜ সাংবিধানিক সংস্থা ⓝ আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা

১৫. প্রধানমন্ত্রী পদাধিকারবলে প্রধান–
ⓚ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ ⓛ বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড
ⓜ জাতীয় পর্যটন পরিষদ ⓝ উপরের সবগুলোর

**উত্তরপত্র : সেল্ফ টেস্ট-১১**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ⓚ | ২. | ⓛ | ৩. | ⓚ | ৪. | ⓛ | ৫. | ⓛ |
| ৬. | ⓚ | ৭. | ⓛ | ৮. | ⓛ | ৯. | ⓛ | ১০. | ⓚ |
| ১১. | ⓛ | ১২. | ⓜ | ১৩. | ⓛ | ১৪. | ⓜ | ১৫. | ⓛ |

## লেকচার-১২ : বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

**আলোচ্য বিষয় : বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা;** রাজনৈতিক দলগুলোর গঠন, ভূমিকা ও কার্যক্রম, ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদলের পারস্পরিক সম্পর্ক, সুশীল সমাজ ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এবং এদের ভূমিকা।

### ৪৬-৩৫তম বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্নোত্তর

**৪৬তম বিসিএস**

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, টপিক থেকে প্রশ্ন হয়নি।

**৪৫তম বিসিএস**

- 'জয় বাংলা'কে জাতীয় স্লোগান হিসেবে মন্ত্রিসভায় কত তারিখে অনুমোদন করা হয়? → ২ মার্চ ২০২২
- 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক → শামছুল হক

**৪৩তম বিসিএস**

- প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় 'বিকল্প সরকার' বলতে কী বোঝায়? → বিরোধী দল

**৪০তম বিসিএস**

- Almond ও Powel চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে বিভক্ত করেছেন → ৪ ভাগে
- আইন ও সালিশ কেন্দ্র কী ধরনের সংস্থা? → মানবাধিকার

**৩৯তম বিসিএস (বিশেষ)**

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, টপিক থেকে প্রশ্ন হয়নি।

**৩৮তম বিসিএস**

- সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির যে অংশ সরকার বা করপোরেট গ্রুপে থাকে না; কিন্তু সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে → সুশীল সমাজ

**৩৭-৩৫তম বিসিএস**

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, টপিক থেকে প্রশ্ন হয়নি।

## রাজনৈতিক দল

### রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন রূপ

সংখ্যার ভিত্তিতে দলীয় ব্যবস্থাকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়; যথা → ১. একদলীয় ব্যবস্থা (One-Party System), ২. দ্বিদলীয় ব্যবস্থা (Bi-party System) এবং ৩. বহুদলীয় ব্যবস্থা (Multi-Party System)।

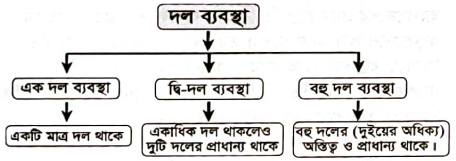


১. **একদলীয় ব্যবস্থা (One-Party System):** কোনো দেশে যখন সাংবিধানিকভাবে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকে, তখন তাকে 'একদলীয় ব্যবস্থা' বলে। একদলীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দল ব্যতীত অন্য সকল দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মানিতে হিটলারের 'নাৎসি দল', ইতালিতে মুসোলিনির 'ফ্যাসিস্ট দল' এবং ১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় একদলীয় সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদী একদলীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তি পূজা এবং উগ্র ধনতান্ত্রিক শোষণ-নির্যাতন চলতে থাকে। কিন্তু সমাজতন্ত্রে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও এর লক্ষ্য হলো শ্রেণিহীন ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

২. **দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা (Bi-Party System or Two-Party System):** যখন কোনো দেশে প্রধানত দুটি রাজনৈতিক দল দেখতে পাওয়া যায়, তখন তাকে 'দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা' বলে। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রধান দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্রেটিক পার্টি ও রিপাবলিকান পার্টি এবং গ্রেট ব্রিটেনে রক্ষণশীল দল (Conservative Party) ও শ্রমিক দল (Labour Party) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার উজ্জ্বল উদাহরণ।

৩. **বহুদলীয় ব্যবস্থা (Multi-Party System) :** একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যখন দুটির বেশি দল রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের লড়াইয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে, তখন তাকে 'বহুদলীয় ব্যবস্থা' বলে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত সাধারণ নির্বাচনে কোনো দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না। ফলে নির্বাচনে জয় লাভের জন্য অনেক সময় সমমনা দলগুলোর সমন্বয়ে 'সম্মিলিত সরকার' গঠিত হয়। ফ্রান্স, ইতালি, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে এরূপ বহুদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।



### ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

- প্রতিষ্ঠা : ১৯৮৫
- প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক : অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম
- প্রথম অধিবেশন : ২৮ ডিসেম্বর, ১৮৮৫ ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির সভাপতিত্বে ভারতের বোম্বে (বর্তমানে মুম্বাই) শহরে এ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।
- দ্বিতীয় অধিবেশন : ১৮৮৬ সালে কলকাতায় এ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন দাদাভাই নওরোজী। তিনি 'Grand Old Man of India' বা ভারতের মহান বৃদ্ধ হিসেবে পরিচিত ছিলেন।
- প্রথম মুসলমান সভাপতি : বদরুদ্দীন তায়েবজি
- প্রথম মহিলা সভাপতি : সরোজিনী নাইডু। তিনি 'নাইটিঙ্গেল অপ ইন্ডিয়া' নামে পরিচিত।
- বর্তমান সভাপতি : মল্লিকার্জুন খাড়গে

### মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা

- প্রতিষ্ঠা : ৩০ ডিসেম্বর ১৯০৬
- উদ্যোক্তা : নবাব সলিমুল্লাহ
- প্রথম সভাপতি : নবাব সলিমুল্লাহ
- প্রতিষ্ঠাকালীন নাম : নিখিল ভারত মুসলিম লীগ।

### আওয়ামী মুসলিম লীগ

- প্রতিষ্ঠা : ২৩ জুন ১৯৪৯; ঢাকার টিকাটুলীর কেএম দাস লেনের রোজ গার্ডেনে
- সভাপতি : মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
- সাধারণ সম্পাদক : শামসুল হক
- যুগ্ম সম্পাদক : শেখ মুজিবুর রহমান
- বর্তমান নাম : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
- শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতি হন : ১৯৬৬ সালে
- মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হয় : ১৯৫৫ সালে (২১ অক্টোবর)
- আওয়ামী লীগের বর্তমান সভানেত্রী : শেখ হাসিনা
- ৬ দফা ঘোষণা করেন : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে শেখ মুজিবুর রহমান।

### বাংলাদেশের নিবন্ধিত কয়েকটি রাজনৈতিক দল

| দলের নাম | নির্বাচনি প্রতীক |
|---|---|
| বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নৌকা |
| জাতীয় পার্টি-জাপা | লাঙ্গল |
| বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) | ধানের শীষ |
| জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ | মশাল |
| বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি | হাতুড়ি |
| কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ | গামছা |
| বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি | কাস্তে |
| ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ | হাত পাখা |
| বাংলাদেশ কংগ্রেস | ডাব |

- বর্তমানে বাংলাদেশে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা– ৪৬টি।
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা– বহুদলীয়।

### তথ্যবিবরণী

- রাষ্ট্র পরিচালনার মূল শক্তি → রাজনৈতিক দল
- পৃথিবীর যে দেশে শুধু নেতাসর্বস্ব ও শহরকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দল লক্ষ করা যায় → বাংলাদেশে
- পৃথিবীর প্রথম সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল → মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক পার্টি
- রাজনৈতিক দলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য → পরমতসহিষ্ণুতা
- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় → ৩০ ডিসেম্বর ১৯০৬
- আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় → ২৩ জুন ১৯৪৯
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে যে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা সর্বাধিক → বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
- ৬ দফা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল → আওয়ামী লীগ
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিশ্বাসী → ৪টি মূলনীতিতে (জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র)
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক → মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও শামসুল হক
- ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) প্রতিষ্ঠিত হয় → ২৫ জুলাই ১৯৫৭ (প্রথম সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী)
- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হয় → ২৫ আগস্ট ১৯৪১
- মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে → জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের বিপক্ষে
- বঙ্গবন্ধু যে রাজনৈতিক দলটি স্থাপন করেন → বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল → BAKSAL)
- জাতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠা লাভ করে → ১ জানুয়ারি ১৯৮৬
- গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র → পরমতসহিষ্ণুতা
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলব্যবস্থা → বহুদলীয়
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অভাব রয়েছে → গণতন্ত্র চর্চার
- বামপন্থি দলগুলোর আদর্শ → সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা
- ডানপন্থি দলগুলোর আদর্শ → ব্যক্তিমালিকানায় বিশ্বাসী
- বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলোই → ব্যক্তিনির্ভর
- গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা → আয়নার ন্যায়
- রাজনৈতিক দল দলীয় কর্মসূচি উপস্থাপন করে → নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট
- হরতাল, ধর্মঘট আহ্বান করে সাধারণত → বিরোধী দলগুলো
- বাংলাদেশের হরতাল, ধর্মঘটের ধরন → ধ্বংসাত্মক
- ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধী → এক দলীয় শাসনব্যবস্থা
- রাজনৈতিক দলের অন্যতম একটি কাজ হচ্ছে → জনগণকে তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন করা
- বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী নির্বাহী ক্ষমতার সর্বোচ্চ অধিকারী → প্রধানমন্ত্রী
- জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে → রাজনৈতিক দল
- স্বাধীন বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যতটি রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করেছে → ৩টি
- প্রভূত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও দেশের জনগণ সন্তুষ্ট নয় → রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা নিয়ে ১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থান ও বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনের প্রেক্ষিতে পতন হয় → স্বৈরশাসক এরশাদের
- ইসলামী ঐক্যজোট প্রতিষ্ঠা লাভ করে → ১৯৯০ সালে

- বাংলাদেশের কোনো ব্যক্তির ভোটাধিকার প্রাপ্তির ন্যূনতম বয়স → ১৮ বছর
- বাংলাদেশে প্রথম উপজেলা নির্বাচন হয় → ১৯৮৫ সালে
- দ্বাদশ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ব্যতীত নির্বাচিত মহিলা সংসদ সদস্য → ১৯ জন
- আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন → যুগ্ম সম্পাদক
- ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে → আওয়ামী লীগ
- বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল → মেহেরপুরে
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৪৯ সালে
- ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণা করেন → বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- বাংলাদেশে গণপ্রজাতন্ত্রের ঘোষণা হয়েছিল → ২৬ মার্চ ১৯৭১
- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯০৬ সালে
- কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা ছিলেন → একে ফজলুল হক
- আওয়ামী লীগের মূল নাম বা আদি নাম → আওয়ামী মুসলিম লীগ
- আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি ছিলেন → মওলানা ভাসানী
- বাংলাদেশের ইতিহাসে যে ঘটনাটি আগে ঘটেছিল → আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা
- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৮৮৫ সালে
- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন → অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম
- সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি → উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
- নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় যে শহরে → ঢাকায়
- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন → নবাব সলিমুল্লাহ
- প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে 'বিকল্প সরকার' বলা হয় → বিরোধী দলকে
- জাতীয় সংসদের প্রথম সংসদ নেতা ছিলেন → শেখ মুজিবুর রহমান
- উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিরোধী দলও সরকারি দলের ন্যায় গঠন করে → ছায়া মন্ত্রিসভা
- জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা কার্যত → দুর্বল
- রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করে → সরকার
- বিরোধী দলকে রাজা ও রানির বিরোধী দল বলা হয় → ইংল্যান্ডে (ব্রিটেনে)
- সংসদকে কার্যকর করার দায়িত্ব → সরকার ও বিরোধী দলের
- দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত → ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের
- 'If there is no opposition, there is no democracy' উক্তিটি → Ivor Jennings-এর
- বিরোধী দলের প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য → মন্ত্রিসভার সদস্য
- ক্ষমতাসীন দলকে বিবেচনা করা হয় → Right-hand Side হিসেবে
- বিরোধী দলকে বিবেচনা করা হয় → Left-hand side হিসেবে
- বিরোধী দল ছায়া মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারে → উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে
- ওয়াক আউট → সাময়িক সময়ের জন্য বিরোধী দলের সংসদ অধিবেশন ত্যাগ
- পদমর্যাদার ক্রমমান অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী (ক্ষমতাসীন দল) → দ্বিতীয়
- পদমর্যাদার ক্রমমান অনুযায়ী, সংসদের বিরোধী দলের নেতা → পঞ্চম
- সংবিধান সংশোধনে ক্ষমতাসীন দল বিরোধী দলকে তখনই পাশ কাটাতে পারে, যখন নিজ দলের সংসদ সদস্য সংখ্যা হয় → ২/৩ অংশ
- যিনি রাজনৈতিক দলের নেতা নন → রাষ্ট্রপতি
- জাতীয় সংসদে নিরপেক্ষতার প্রতীক → স্পিকার

## বাংলাদেশের নির্বাচন

- বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৮নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন, ১১৯নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিভিন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে।
- ছবিসহ ভোটার তালিকা ও আইডি কার্ড প্রথম ব্যবহার করা হয় → নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে
- 'না' ভোট প্রবর্তন করা হয়েছিল → নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে
- বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় → ৭ জানুয়ারি, ২০২৪
- গণভোট বাতিল হয় → ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে
- তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল → সংবিধানের ১৩তম সংশোধনীর মাধ্যমে
- ওয়ান ইলেভেন → ২০০৭ সালে ১ নভেম্বর ড. ফখরুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে, এটি বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে 'ওয়ান ইলেভেন' নামে পরিচিত
- ঢাকা সিটি করপোরেশন ২ ভাগে বিভক্ত (ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ) করা হয় → ২৯ নভেম্বর ২০১১

## ৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন

- স্বৈরাচারী রাষ্ট্রপতি লেফটেন্যানট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সরকারের পদত্যাগের দাবিতে → ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি (১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর)
- স্বৈরাচারের পতন → ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০
- পুলিশের গুলিতে শহিদ হন → যুবলীগ কর্মী নূর হোসেন
- নূর হোসেন নিহত → ১০ নভেম্বর
- শহীদ নূর হোসেন দিবস → ১০ নভেম্বর
- নূর হোসেনের গায়ে লেখা ছিল → স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক

## বাংলাদেশে গণভোট

- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত গণভোট হয়েছে → ৩টি
- প্রথম গণভোট → ৩০ মে ১৯৭৭
- দ্বিতীয় গণভোট → ১ মার্চ ১৯৮৫
- তৃতীয় গণভোট (সাংবিধানিক গণভোট) → ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯১
- প্রথম ও দ্বিতীয় গণভোট → প্রশাসনিক
- তৃতীয় গণভোট → সাংবিধানিক
- গণভোট বাতিল হয় → ১৫তম সংশোধনীতে

## সুশীল সমাজ

সুশীল সমাজ বা সিভিল সোসাইটির ধারণা সাম্প্রতিক। আধুনিক কল্যাণকারী রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য হলো সিভিল সমাজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। সুশীল সমাজ হচ্ছে মূলত একটি প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। এটি সরকারের জবাবদিহি, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন কর্ম কাণ্ডে জনগণের মতামত প্রতিফলনের মাধ্যমে স্বীকৃতি পায়। সপ্তদশ শতকে প্রখ্যাত দার্শনিক হবস (Hobbes) তাঁর লেখনীতে সর্বপ্রথম Civil Society-এর ধারণা দেন।

বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক রুশো তার 'Social Contract' গ্রন্থে সর্বপ্রথম Civil Society প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন।



স্কটল্যান্ডের ঐতিহাসিক অ্যাডাম ফার্গুসন (Adam Farguson) তাঁর 'An Eassy on the History of Civil Society' নামক গ্রন্থে সুশীল সমাজ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি এই গ্রন্থে সুশীল সমাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেন।

ব্যাপক অর্থে সুশীল সমাজ বলতে, সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে বোঝায়, যারা সরকারের বাইরে থেকে গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত হতে ভূমিকা রাখে। সুশীল সমাজ মূলত গণতান্ত্রিক সমাজ। সুশীল সমাজের নিচে পরিবার এবং উপরে রাষ্ট্রের অবস্থান। কার্ল মার্কস-এর মতে, 'সুশীল সমাজ হলো বস্তুবাদের ভিত্তিভূমি, আধুনিক সম্পত্তি সম্পর্কে গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিদের সংগ্রাম এবং চরম ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের ক্ষেত্র বিশেষ। মধ্যযুগের বিলুপ্তির পরেই এ সমাজের উদ্ভব ঘটে।'

- সুশীল সমাজের ধারণাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন → দার্শনিক টমাস হবস সপ্তদশ শতাব্দীতে
- গণতান্ত্রিক চেতনা সমৃদ্ধ সক্রিয় সামাজিক কর্মকাণ্ড ও যৌথ উদ্যোগ গ্রহণকারী নাগরিক গোষ্ঠীকে বলা হয় → সুশীল সমাজ
- সুশীল সমাজ মূলত সরকারের → প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান
- সুশীল সমাজের অপর নাম → গণতান্ত্রিক সমাজ
- 'ইউরোপের মধ্যযুগের বিলুপ্তির পরেই সুশীল সমাজের উদ্ভব ঘটে' → উক্তিটি কার্লমার্কসের
- সুশীল সমাজের উপরে অবস্থান → রাষ্ট্রের
- সুশীল সমাজের নিচে অবস্থান → পরিবারের
- এল. ডায়মন্ডের মতানুসারে সুশীল সমাজ → ৭ প্রকার

**সুশীল সমাজের লক্ষ্য**

- সমাজে আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা;
- রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের চর্চা নিশ্চিত করা;
- সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা;
- বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা।

## চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

সরকারের বাইরের কোনো গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান, যা সরকারকে বা শাসন বিভাগকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য দিয়ে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চাপ সৃষ্টি করে তাই চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহের ভূমিকা অতি ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য গোষ্ঠী স্বার্থ উদ্ধার। উদ্দেশ্য অনুযায়ী চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী দুই প্রকার। যথা– ১. উন্নয়নমূলক চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এবং ২. সংরক্ষণমূলক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী দেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

**চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য :**

- বেসরকারি সংগঠন;
- সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা স্বার্থ;
- নির্দলীয় বা অরাজনৈতিক সংগঠন;
- সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী;
- সরকারকে নিয়ন্ত্রণ।

**চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রকারভেদ :** G. A. Almond এবং Powel স্বার্থগোষ্ঠীকে ৪ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা–

১. স্বতঃস্ফূর্ত স্বার্থগোষ্ঠী;
২. সংগঠনভিত্তিক স্বার্থগোষ্ঠী;
৩. সংগঠনহীন স্বার্থগোষ্ঠী;
৪. প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থগোষ্ঠী।

**চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা :**

- সরকারি নীতি ও আইন প্রণয়নকে প্রভাবিত করে।
- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের স্বার্থের সমন্বয় সাধন করে।
- রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।
- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী তাদের অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণের আলোকে সরকারকে নানা বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে।
- রাজনৈতিক প্রচার-প্রসার সংগঠিত মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।
- সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।
- চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সরাসরি বক্তৃতা, মিছিল-মিটিং, পুস্তিকা প্রকাশ, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন কিংবা বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের আশ্রয় নিয়ে সরকারকে তথ্য সরবরাহ করে থাকে।
- সরকারের গণতান্ত্রিক চরিত্র সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে, সরকারের নীতি অগণতান্ত্রিক বা স্বৈরাচারী হলে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়ে সরকারকে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি পালনে বাধ্য করে।
- Almond and Powel চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে বিভক্ত করেছেন → ৪ ভাগে (৪০তম বিসিএস)
- যে সরকার ব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহের ভূমিকা অতি ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ → উদারনৈতিক গণতন্ত্রে
- S. E. Finer-এর মতে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী Lobby Group.
- উদ্দেশ্য অনুসারে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী → ২ ভাগে বিভক্ত
- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারকে চাপ দেয় → চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
- সুশীল সমাজ কাজ করে → চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে
- কোনো বিশিষ্ট লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য কাজ করে– এমন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে বলা হয় → উন্নয়নমূলক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
- উন্নয়নমূলক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ উন্নয়নের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে → ওয়াচডগ হিসেবে
- সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে → চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
- বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ হলো → এক ধরনের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অন্য নাম → Attitude Group, Interest Group, Non-Political and Organized Group.
- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে → শাসন বিভাগের কার্যক্রম

## সিটিজেন চার্টার

সিটিজেন চার্টার হচ্ছে সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রণীত– এমন একটি দলিল (Document) বা ঘোষণাপত্র (Declaration), যাতে উক্ত সেবা প্রদানকারীর প্রতিষ্ঠান কাদের কী ধরনের সেবা প্রদান করবে, কী পরিমাণ প্রদান করবে, কত সময়ের মধ্যে প্রদান করবে, কোন ধরনের সেবা পেতে কী পরিমাণ খরচ হবে এবং যথাযথভাবে সেবা না পেলে তার প্রতিকারের জন্য জনগণ কোথায় ও কী প্রক্রিয়ায় অভিযোগ দাখিল করবে, তার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়। অন্য কথায়, সিটিজেন চার্টার হচ্ছে সরকারি সেবার মান সম্পর্কে জনগণ ও সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে এক ধরনের সমঝোতা স্মারক, যাতে জনগণের প্রত্যাশা ও সেবা প্রদানকারীদের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটে থাকে।

## নাগরিক ও নাগরিকত্বের ধারণা

রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অধিবাসীকে বলা হয় নাগরিক। রাষ্ট্রের একজন নাগরিকের একদিকে যেমন রয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার, অন্যদিকে রয়েছে রাষ্ট্রের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

**নাগরিক ও বিদেশি :** একটি রাষ্ট্রে নিজ দেশের অধিবাসী ছাড়া ভিন্ন দেশের অনেক লোকও বাস করে। শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি ইত্যাদি নানা কারণে তারা অবস্থান করে। এরা বিদেশি হিসেবে পরিচিত। তবে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করে না। কেবল বসবাসকারী রাষ্ট্রের অন্তরে সামাজিক অধিকার ভোগ করে; কিন্তু বিদেশে বসবাসকারী দেশের সরকারের কিংবা রাষ্ট্রের কোনো রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে না। তাই বিদেশিরা আর নাগরিক নয়।

## সুনাগরিকের গুণাবলি

একটি দেশের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সুনাগরিক। কেউ সুনাগরিক হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। সুনাগরিকতা অর্জন করতে হয়। সুনাগরিকের কতগুলো গুণ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো অর্জনের মাধ্যমে নাগরিক সুনাগরিকে পরিণত হতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, সুনাগরিক হতে হলে একজন নাগরিককে তিনটি মৌলিক গুণের অধিকারী হতে হবে। নিচের ছকে সুনাগরিকের গুণাবলি কী কী, তা উল্লেখ করা হলো–

**বুদ্ধি :** বুদ্ধিমান নাগরিক যে-কোনো রাষ্ট্রের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। বুদ্ধিমত্তা অর্জনের সবচেয়ে বড় উপায় হলো শিক্ষা লাভ করে জ্ঞান অর্জন করা। অতএব নাগরিকদের যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। কারণ বুদ্ধিমান নাগরিক উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন, দক্ষতার সাথে দেশ পরিচালনা, রাষ্ট্রের উন্নয়ন, সফলতাসহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে ভূমিকা রাখতে পারে। এজন্য বাবা-মায়ের উচিত সন্তানদের যথাযথ শিক্ষা দেওয়া। সরকারের দায়িত্ব উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

**আত্মসংযম :** সুনাগরিককে আত্মসংযমী হতে হবে। আত্মসংযম নাগরিককে অসৎ কাজ (যেমন– দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বার্থপরতা, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি) থেকে বিরত রাখে। দেশ ও সমাজের স্বার্থে কাজ করতে ও নিয়ম মেনে চলতে অনুপ্রাণিত করে। তাই আত্মসংযম ছাড়া সুনাগরিক হওয়া সম্ভব নয়। আত্মসংযমী নাগরিক নিয়ম-কানুন মেনে চলে, অন্যের মতামতকে শ্রদ্ধা করে, দেশের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। অন্যায় কাজ ও দলীয় স্বার্থপরতা থেকে বিরত থাকে এবং রাষ্ট্রের সার্বিক মঙ্গলের জন্য কাজ করে। সুনাগরিকের এ সকল কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রের অগ্রগতির জন্য সহায়ক।

**বিবেক-বিচার :** বিবেক-বিচার বলতে বোঝায় ভালো-মন্দের জ্ঞান, দায়িত্ব-কর্তব্যের জ্ঞান। একজন নাগরিককে শুধু বুদ্ধিমান ও আত্মসংযমী হলেই চলবে না, যে-কোনো কাজ সম্পন্ন করতে হলে তাকে ভাবতে হবে কাজটি ভালো না মন্দ। মন্দ কাজটি পরিহার করে ভালো কাজটি করতে হবে। এ ছাড়া সমাজ বা রাষ্ট্রের কোনো সমস্যা সমাধান করতে হলে নাগরিককে তার বিবেক দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিবেক হলো সুনাগরিকের জাগ্রত শক্তি।

## বিবিধ তথ্যাবলি

- বাংলাদেশে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কিছু উদাহরণ → FBCCI, DCCI, BGMEA, BKMEA, BELA, DAB, BMA, সকল প্রকার পেশাজীবী সংগঠন, সকল ধরনের CBA,সরকারের বা রাষ্ট্রের শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানসমূহ। যেমন : Army ইত্যাদি।
- বাংলাদেশে Civil Society কিছু উদাহরণ– CPD, সুজন। নিরাপদ সড়ক চাই, আধুনিক, TIB, CAB, বাপা, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, আসক, তৈল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ ও বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি।
- NGO সমূহকে পূর্বে Civil Society অন্তর্ভুক্ত করা হলেও বর্তমানে NGO দের Civil Society হিসেবে গণ্য করা হয় না।
- Civil Society খাঁটি বাংলা প্রতিশব্দ নাগরিক সমাজ বা জনসমাজ।
- Civil Society জনক বলা হয়– Antinio gramcy কে
- Antinio gramcy রচিত বিখ্যাত বইয়ের নাম– "The prisoners Notes Book"
- Kitchen Govt: সরকারের মধ্যকার একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী, যারা সরকারের নীতি, সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ওই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে Kitchen Govt বলে।
- Shadow Govt. বিরোধী দল কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার গঠন করার পূর্বেই অনানুষ্ঠানিকভাবে সরকার গঠন করাকে Shadow Govt বলে।
- RPO-Representation of peoples order গণপ্রতিনিধির আদেশ ১৯৭২
- Civil Society এক ধরনের Social capital বা সামাজিক মূলধন।
- Civil Society কাজ করে জনস্বার্থে, পক্ষান্তরে Pressure group কাজ করে গোষ্ঠীর স্বার্থে।
- চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure group)– ৪ প্রকার

## পৌরনীতি ও নাগরিকতা, ৯ম-১০ম শ্রেণির 'গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন' অধ্যায়ের তথ্যাবলি

- আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলতে কার শাসনকে বোঝায়? → রাজনৈতিক দলের
- গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের পূর্বশর্ত কী? → কার্যকর নির্বাচন ব্যবস্থা
- জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন কয়টি? → ৫০টি
- নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ দেন কে? → রাষ্ট্রপতি
- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কতটি নির্বাচনি এলাকা রয়েছে? → ৩০০টি
- সকল ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে সকলের স্বার্থে কাজ করে → রাজনৈতিক দল
- রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নেই এমন দেশ → সৌদি আরব
- রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ হচ্ছে → সরকার গঠন করা
- আওয়ামী লীগ সবচেয়ে → পুরোনো ও বৃহত্তম দল
- আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' কথাটি বাদ দেওয়া হয় → ১৯৫৫ সালে
- বিএনপি প্রতিষ্ঠিত হয় → ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর
- জনপ্রতিনিধি বাছাইয়ের পদ্ধতি হলো → নির্বাচন
- প্রতিনিধি বাছাইয়ের প্রক্রিয়াকে → নির্বাচন বলে
- ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করাকে → নির্বাচক বা ভোটার বলে
- সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে → নির্বাচকমণ্ডলী
- নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হচ্ছে → এক ব্যক্তি এক ভোট পদ্ধতি
- সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব → নির্বাচন কমিশনের
- প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অনধিক চারজন কমিশনারসহ মোট পাঁচজন নিয়ে → নির্বাচন কমিশন গঠিত
- নির্বাচন কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে → নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ
- সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা → গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ



- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব বর্ণিত আছে → ১১৯ অনুচ্ছেদে
- নির্বাচনি এলাকা নির্ধারিত হয় → ভৌগোলিক আয়তন ও ভোটার সংখ্যার ভিত্তিতে
- বাংলাদেশের কোনো ব্যক্তির ভোটাধিকার প্রাপ্তির ন্যূনতম বয়স কত? → ১৮ বছর
- বাংলাদেশে প্রথম উপজেলা নির্বাচন হয় কত সালে? → ১৯৮৫
- বহুদলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে কখন বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? → ১৯৭৯
- আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন শেখ মুজিবুর রহমান কী ছিলেন? → যুগ্ম সম্পাদক
- ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে? → আওয়ামী লীগ
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? → ১৯৪৯
- বাংলাদেশের প্রথম নারী নির্বাচন কমিশনার → বেগম কবিতা খানম
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে মোট কয়টি আসনে জয়লাভ করেছিল? → ১৬৭টি

## সেল্ফ টেস্ট-১২

**১. বাংলাদেশের বর্তমানে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কতটি?**
ক ৪৪ খ ৪১ গ ৪২ ঘ ৪৩

**২. আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন শেখ মুজিবুর রহমান নিচের কী ছিলেন?**
ক যুগ্ম সম্পাদক খ সম্পাদক
গ সহসভাপতি ঘ সভাপতি

**৩. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?**
ক ১৯৪৮ খ ১৯৪৯ গ ১৯৫০ ঘ ১৯৫২

**৪. স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে নূর হোসেন শহিদ হন কবে?**
ক ১০ নভেম্বর ১৯৮৭ খ ১০ নভেম্বর ১৯৯০
গ ১০ নভেম্বর ১৯৭৯ ঘ ১০ নভেম্বর ১৯৭৭

**৫. দেশের কোনো এলাকাতেই ভোটার হননি– এমন ব্যক্তি সংসদ নির্বাচনে–**
ক নির্বাচন কমিশনের অনুমতিক্রমে প্রার্থী হতে পারবেন
খ আইন মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে প্রার্থী হতে পারবেন
গ সংশ্লিষ্ট দলীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্রার্থী হতে পারবেন
ঘ কোনোক্রমেই প্রার্থী হতে পারবেন না

**৬. বাংলাদেশের প্রথম নারী নির্বাচন কমিশনার কে?**
ক সাদেকা হালিম খ বেগম কবিতা খানম
গ রোকেয়া হায়দার ঘ নাজমুন মালা

**৭. বাংলাদেশের প্রথম সংসদ নির্বাচন কোন সালে অনুষ্ঠিত হয়?**
ক ১৯৭২ খ ১৯৭৩
গ ১৯৭৭ ঘ ১৯৭৯

**৮. মাত্র একটি সংসদীয় আসন কোন জেলায়?**
ক রাঙামাটি খ লক্ষ্মীপুর
গ মেহেরপুর ঘ ঝালকাঠি

**৯. প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রে 'বিকল্প সরকার' বলা হয়?**
ক মন্ত্রিসভাকে খ বিরোধী দলকে
গ শাসন বিভাগকে ঘ প্রগতিশীল সংস্থাসমূহকে

**১০. ওয়াক আউট কী?**
ক বিরোধী দল কর্তৃক আনীত প্রস্তাবের নাম
খ সাময়িক সময়ের জন্য বিরোধী দলের সংসদ অধিবেশন ত্যাগ
গ চিফ হুইপের ভাষণ
ঘ স্পিকার কর্তৃক রুল জারি

**১১. Almond ও Powel চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে বিভক্ত করেছেন–**
ক ৩ ভাগে খ ৪ ভাগে
গ ৫ ভাগে ঘ ৬ ভাগে

**১২. সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির যে অংশ সরকার বা করপোরেট গ্রুপে থাকে না; কিন্তু সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে–**
ক রাজনৈতিক দল খ সুশীল সমাজ
গ বিচার বিভাগ ঘ প্রশাসন বিভাগ

**১৩. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী দেশের কোন ঘটনাপ্রবাহের ওপর প্রভাব বিস্তার করে?**
ক অর্থনৈতিক খ সাংস্কৃতিক
গ রাজনৈতিক ঘ সামাজিক

**১৪. উন্নয়নমূলক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কী হিসেবে ভূমিকা পালন করে?**
ক ওভারসিয়ার খ ওয়াচম্যান
গ ওয়াচডগ ঘ লিঙ্ক ব্রিজ

**১৫. ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে কোন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?**
ক শ্রমিক পরিষদ খ কর্মচারী পরিষদ
গ শ্রমিক-কর্মচারী পরিষদ ঘ শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ

**১৬. রাষ্ট্রের ৫ম স্তম্ভ কোনটি?**
ক গণমাধ্যমে খ সুশীল সমাজ
গ বিরোধী দল ঘ নির্বাহী বিভাগ

**১৭. অ্যাটর্নি জেনারেলের পূর্ব নাম**
ক অ্যাডভোকেট জেনারেল খ গভর্নর জেনারেল
গ ভাইসরয় ঘ অ্যাটর্নি জেনারেল

**১৮. সুশীল সমাজের মৌলিক উপাদান কতটি?**
ক ৩ খ ২
গ ৪ ঘ ৫

### উত্তরপত্র : সেল্ফ টেস্ট-১২

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ক | ২. | ক | ৩. | ক | ৪. | ক | ৫. | ঘ |
| ৬. | ক | ৭. | ক | ৮. | ক | ৯. | ক | ১০. | ক |
| ১১. | ক | ১২. | ক | ১৩. | গ | ১৪. | গ | ১৫. | ঘ |
| ১৬ | ক | ১৭ | ক | ১৮ | গ | | | | |